বাংলাদেশের শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মাসুদুর রহমান
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং-৪৭/২০০৯-২০১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল - ২০১৪

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা ও মমতাময়ী মা এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের প্রতি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সীমাহীন উৎসাহ-উদ্দীপনা আর অফুরন্ত দু'আকে পাথেয় করে এ স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি।

بسم الله الرحمن الرحيم

ঘোষণা পত্র

আমি দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছি যে, **বাংলাদেশের শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা** শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রণীত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এ গবেষণাকর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোন গবেষক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

তারিখ, ঢাকা
৮ এপ্রিল ২০১৪

মাসুদুর রহমান
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং-৪৭
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-২০১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. Md. Akhteruzzaman
Professor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka

সূত্র : **তারিখ :** ৮ এপ্রিল ২০১৪

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল গবেষক মাসুদুর রহমান কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **বাংলাদেশের শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে লিখিত ও সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক গবেষণাকর্ম; কোন যুগ্মকর্ম নয়। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মোঃ আখতারুজ্জামান)
তত্ত্বাবধায়ক ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নানামুখী প্রতিকূলতা ও বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **বাংলাদেশের শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরে সর্বপ্রথম পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাকর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সর্বপ্রথম সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রতি। তিনি অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্ধারণ থেকে শুরু করে গবেষণা কর্মের শেষ পর্যন্ত অবিরাম উৎসাহ-উদ্দীপনা, অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায় ও উপ-অধ্যায় বিন্যাস, গবেষণাপদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে আমাকে সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও মূল্যবান দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। হাজারও ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তাঁর অতি মূল্যবান সময় দিয়ে অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ সযত্ন পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করে অভিসন্দর্ভটিকে এর অবয়ব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ দৃষ্টিনন্দন ও প্রাণবন্ত স্তরে উন্নিত হতে নিরন্তর সহায়তা করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা, দায়িত্বশীলতা ও দক্ষ তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সহজ ও সম্ভব হয়েছে এবং এটি মানসম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করি। কাজেই আমি তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ও বিশেষভাবে ঋণী।

কর্মময় জীবনে নানাবিধ ব্যস্ততার মাঝেও যার আন্তরিক উৎসাহ, প্রেরণা ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশের ফলে এ গবেষণা কর্ম ত্বরান্বিত হয়েছে তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. আ ন ম রইছ উদ্দিন স্যার, উপাচার্য, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং বিভাগীয় অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। স্যারের এ ঋণ সম্মান ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি ও মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি। সাথে সাথে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসহ বিশেষভাবে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক বন্ধুবর ড. শেখ মোঃ ইউসুফকে। তার অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও পরামর্শ এ গবেষণা কাজে যথেষ্ট সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে।

এছাড়া আরও অনেকে যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে সহযোগিতা ও পরামর্শ দান করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে নিজেকে অপরাধী মনে করব। তাদের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, এক্সিকিউটেভ ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ শফিকুর রহমান, শাখা প্রধান, লোকাল অফিস, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ ওমর ফারুক খান, শাখা প্রধান, আইবিবিল, পল্টন শাখা, ঢাকা এবং ড. সালেহ মতিন, প্রিন্সিপাল অফিসার,

আইবিবিএল, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ও আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান। সকলকে সম্মানের সাথে স্মরণ করছি।

অবশেষে আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা ও আম্মা এবং পরিবারের আপনজন যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে নানাভাবে আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান, কল্যাণ কামনা ও দু'আ করেছেন যার ফলে গবেষণকর্মটি শেষ পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে, আমি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের জন্য প্রার্থনা করছি যেন তিনি তাদের সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করেন।

উক্ত অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসব লাইব্রেরি থেকে আমি উপকৃত হয়েছি এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতায় আমি মুগ্ধ। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রিয় লাইব্রেরি, কেন্দ্রিয় পাবলিক লাইব্রেরি, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্স একাডেমী লাইব্রেরি, সেমিনার লাইব্রেরি, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো লাইব্রেরি, ইসলামী ব্যাংক পল্টন শাখা লাইব্রেরি প্রভৃতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রেজিস্ট্রার অফিস এবং এম.ফিল শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দ আমাকে গবেষণাকর্মের জন্য অফিসিয়াল প্রয়োজনীয় কাজকর্মে যথেষ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। মহান আল্লাহ্‌ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন এ কামনা করি।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে আমি ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী শারী'আহ্‌, দেশে শিল্পায়ন-এর উপর লিখিত দেশি-বিদেশি লেখকের রচনা, প্রতিবেদন, প্রামাণ্য পত্র-পত্রিকা ও জার্নালের সহযোগিতা নিয়েছি এবং যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্ধৃতিতে সেসব লেখকের নাম, তাদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম সসম্মানে উল্লেখ করেছি এবং তাঁদের কাছেও বিশেষভাবে ঋণী।

অভিসন্দর্ভটি দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে কম্পিউটার কম্পোজ, মুদ্রণ ও সুবিন্যস্ত করে গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করার জন্য জনাব এ. বি. এম নূরুল্লাহ-এর কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে নিবেদন করছি, তিনি যেন তাঁর এ বান্দার ক্ষুদ্র সাধনা কবুল করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি দান করেন।

মাসুদুর রহমান
এম.ফিল গবেষক

প্রতিবর্ণায়ন (رموز تلفظ الحروف العربية بالبنغالية)

‘আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ا ء	অ	ض	দ/জ্ব	ــــــَــــــ	া	وُ	উ
ب	ব	ط	ত্ব	ــــــِــــــ	ি	وُوْ	ঊ
ت	ত	ظ	য	ــــــُــــــ	ু	وِيْ	বি/ভী
ث	ছ	ع	‘	ـــــَــا	া	يَ	ইয়া
ج	জ	غ	গ	ـــــِــيْ	ী	يِ	ই
ح	হ	ف	ফ	ـــــُــوْ	ূ	يِيْ	ঈ
خ	খ	ق	ক্ব/ক	أَ	আ	يُ	য়ু
د	দ	ك	ক	أ	আ	يُوْ	য়ূ
ذ	য	ل	ল	إِ	ই	عَ	‘আ/‘য়া
ر	র	م	ম	إِيْ	ঈ	عَا	‘আ/‘য়া
ز	য	ن	ন	أُ	উ	عِ	ই
س	স	ه	হ	أُوْ	ঊ	عِيْ	ঈ
ش	শ	و	ও	وَ/وَا	ওয়া	عُ	উ
ص	ছ	ي	য়	وِ	বি	عُوْ	ঊ

ء আলিফের মত। তবে সাকিন হলে (’) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন, تَأْجِيْرٌ = তা’জীর, تَأْثِيْرٌ = তা’ছীর, تَأْخُذُ = তা’খুযু প্রভৃতি।

ع সাকিন হলে (‘) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন, بيع = বায়‘, جامع = জামি‘, رعد রা‘দ প্রভৃতি।

বহুল প্রচলিত বাংলা শব্দের বানানগুলো অনেক ক্ষেত্রে যথা অবস্থায় রাখা হয়েছে। যেমন- মুনাফা, কর্জ, আলেম, ফরজ, মাজহাব প্রভৃতি।

শব্দ সংক্ষেপ

অনুঃ	:	অনুবাদ
অনূঃ	:	অনূদিত
আইবিবিএল	:	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
ইফাবা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
এআইবিএল	:	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
এসআইবিএল	:	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
এসজেআইবিএল	:	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আইবিএফ	:	ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন
১ম	:	প্রথম
২য়	:	দ্বিতীয়
৩য়	:	তৃতীয়
৪র্থ	:	চতুর্থ
৫ম	:	পঞ্চম
৬ষ্ঠ	:	ষষ্ঠ
৭ম	:	সপ্তম
৮ম	:	অষ্টম
৯ম	:	নবম
১০ম	:	দশম
প্রাগুক্ত	:	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
বি.	:	বিশেষ
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
তাং	:	তারিখ
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
পাণ্ডু	:	পাণ্ডুলিপি
মু.	:	মুদ্রণ
মূ.পা.	:	মূল পাঠ (উদ্ধৃতি মূলের অবিকল অনুরূপ)
পরি.	:	পরিশিষ্ট
স.	:	সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা.	:	রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু/‘আনহা
র./রহ.	:	রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি

দঃ/দ.	:	দরুদ
আ.	:	‘আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম
আঃ	:	আয়াত
হি.	:	হিজরী সাল
খ.	:	খণ্ড
খ্রি.	:	খ্রিষ্টাব্দ/খৃষ্টাব্দ
খৃ.	:	খৃষ্টাব্দ/খ্রিষ্টাব্দ
খৃ. পূ.	:	খৃষ্টপূর্ব
ড.	:	ডক্টর (পিএইচ.ডি./ Doctor of Philosophy)
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
সং	:	সংস্করণ
লিঃ	:	লিমিটেড
AAOIFI	:	Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
ADB	:	Asian Development Bank
AIBL	:	Al-Arafah Islamic Bank Limited
Amt.	:	Amount
ATM	:	Automated Teller Machine
BAB	:	Bangladesh Accreditation Board
BB	:	Bangladesh Bank
BBS	:	Bangladesh Bureau of Statistics
BCCI	:	Bangladesh Chamber of Commerce and Industries
BCI	:	Bangladesh Chamber of Industries
BCPBS	:	Basel Core Principles for Banking Supervision
BCSIR	:	Bangladesh Council of Science and Industrial Research
BEPZA	:	Bangladesh Export Processing Zone Authority
BGMEA	:	Bangladesh Garments Manufacturing and Export Association
BIBM	:	Bangladesh Institute of Bank Management
BIIT	:	Bangladesh Institute of Islamic Thought
BIM	:	Bangladesh Institute of Management
BITAC	:	Bangladesh Industrial and Technical Assistance Centre
BJMA	:	Bangladesh Jute Mills Association
BKMEA	:	Bangladesh Knit ware Manufacturers and Exporters
BMDC	:	Bangladesh Management Development Centre

BMRE	:	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion
BOI	:	Board of Investment
BOO	:	Build, Own and Operate
BOT	:	Build, Operate and Transfer
BRPD	:	Banking Regulation and Policy Department
BSCIC	:	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation
BSTI	:	Bangladesh Standard and Industry Testing Institution
BTMA	:	Bangladesh Textile Mills Association
BUET	:	Bangladesh University of Engineering and Technology
CAMELS	:	Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity and Sensitivity of market risk
CAR	:	Capital Adequacy Ratio
CBN	:	Cost of Basic Needs
CCCI	:	Chittagong Chamber of Commerce and Industry
CDS	:	Central Depository System
CETP	:	Central Influent Treatment Plant
CIP	:	Commercially Important Person
CRIE	:	Centre for Research in Islamic Economics
CRISL	:	Credit Rating Information & Service Ltd.
CRR	:	Cash Reserve Ratio
CSR	:	Corporate Social Responsibilities
DCCI	:	Dhaka Chamber of Commerce and Industry
DCI	:	Direct Calorie Intake
DFI	:	Development Financing Institution
DIB	:	Diploma in Islamic Banking
EC-NCID	:	Executive Committee of the National Council for Industrial Development
ed.	:	edition
eds.	:	edited
EOSP	:	Employee Owned Stock Program
EPB	:	Export Processing Bureau
EPZ	:	Export Processing Zone
FBCCI	:	Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industries
FDI	:	Foreign Direct Investment
FICCI	:	Foreign Inventors Chamber of Commerce and Industries
GAIN	:	Global Alliance for Improved Nutrition

GATS	:	General Agreement on Trade in Services
GDP	:	Gross Domestic Product
GNP	:	Gross National Product
HPSM	:	Hire Purchase under Sherkatul Melk
HRD	:	Human Resources Development
HTML	:	Hyper Text Markup Language
HTTP	:	Hyper Text Transfer Protocol
IBB	:	Institute of Bankers Bangladesh
IBBL	:	Islami Bank Bangladesh Limited
IBF	:	Islamic Foundation Bangladesh
Ibid	:	ibidem, which means 'in the same place'
IBTRA	:	Islami Bank Training and Research Academy
ICCI	:	The Islamic Chamber of Commerce and Industry
IDB	:	Islamic Development Bank
IERB	:	Islamic Economic Research Bureau
IIIE	:	International Institute of Islamic Economics
IIIT	:	International Institute of Islamic Thought
IIUM	:	International Islamic University Malaysia
ILO	:	International Labour Organization
IP	:	Industrial Policy
IPO	:	Initial Public Offering
IRA	:	Investment Risk Analysis
IRTI	:	International Research and Training Institute
ISO	:	International Standard Organization
KYC	:	Know your Customer
L/C	:	Letter of Credit
Ltd.	:	Limited
M.Phil	:	Master of Philosophy
MCCI	:	Metropolitan Chamber of Commerce and Industries
MDGs	:	Millennium Development Goals
MF	:	Micro Finance
MIS	:	Management Information Centre
MOI	:	Ministry of Industry
MOST	:	Micro Nutrient Statistics and Technology
MPI	:	Murabaha Post Import
NASCIB	:	National Association of Small and Cottage Industries Bangladesh
NBR	:	National Board of Revenue

NCB	:	National Commercial Bank
NCB	:	Nationalized Commercial Banks
NCID	:	National Council for Industrial Development
NFCD	:	Non Resident Foreign Currency Deposit
NGO	:	Non Government Organizations
NIA	:	Negotiable Instrument Act
NPDA	:	New Partnership for Development Act
NPO	:	National Productivity Organization
NRB	:	Non Resident Bangladeshi
OIC	:	Organization of Islamic Countries
p.	:	Page
PAYE	:	Pay as you earn
PCB	:	Private Commercial Bank
Ph.D	:	Doctor of Philosophy
PIDE	:	Pakistan Institute of Development Economics
PKSF	:	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
pp.	:	Pages
PRSP	:	Poverty Reduction Strategy Paper
PRSP	:	Poverty Reduction Strategy Paper
PSD	:	Private Sector Development
PSI	:	Pre-Shipment Inspection
R&D	:	Research and Development
RMG	:	Readymade Garments
RRC	:	Regulatory Reform Commission
SBA	:	Small Business Administration
SCI	:	Small and Cottage Industries
SCITI	:	Small and Cottage Industries Training Institute
SEC	:	Security and Exchange Commission
SIBL	:	Social Islami Bank Limited
SJIBL	:	Shahjalal Islami Bank Limited
SLR	:	Statutory Liquidity Reserve/Ratio
SME	:	Small and Medium Enterprise
SMEF	:	Small and Medium Enterprise Foundation
SOE	:	State Owned Enterprise
SSB	:	Supreme Shariah Board
TIC	:	Technology Incubation Centre
TK	:	Bangladesh Taka
TRIPS	:	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

USIS	:	United States Information Service
VAT	:	Value Added Tax
vol.	:	Volume
VRR	:	Variable Rate of Return
WB	:	World Bank
WEAB	:	Women Entrepreneurs Association of Bangladesh
WEF	:	World Economic Forum
WTO	:	World Trade Organization

সূচিপত্র

- উৎসর্গ ii
- ঘোষণা পত্র iii
- প্রত্যয়ন পত্র iv
- কৃতজ্ঞতা স্বীকার v
- প্রতিবর্ণায়ন vii
- শব্দ সংক্ষেপ viii
- সূচিপত্র xiv

প্রথম অধ্যায়
গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

- গবেষণা প্রস্তাবনা ২
- গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব ৩
- গবেষণার উদ্দেশ্য ৪
- গবেষণা কর্মের পদ্ধতি ৪
- গবেষণা কর্মের পরিধি/ব্যাপকতা ৫
- গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস ৫
- তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ৬
- গবেষণার সময়কাল ৬
- গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা ৭
- তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ৭
- অভিসন্দর্ভ গঠন/গবেষণা পরিকল্পনা ৮
- উপসংহার ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়
শিল্পায়নের ধারণা

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ : শিল্পায়নের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস ১২
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিল্পায়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৩২
- ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান পরিচিতি ৩৫
- ❖ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : দেশের শিল্পায়নের বর্তমান অবস্থা ৩৮

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচিতি

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য ৭৮
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতিসমূহ ১০৯
- ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের অবদান ১৩২

চতুর্থ অধ্যায়
দেশের শিল্পায়নে আইবিবিএল

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ : শিল্পের খাতভিত্তিক বিনিয়েগের বর্ণনা ১৩৯
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিল্পায়নে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ ১৪৮
- ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিল্পায়নে অবহেলিত খাতসমূহ ১৫২

পঞ্চম অধ্যায়

- ❖ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও সমাধান : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ ১৫৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

- ❖ সুপারিশমালা ও উপসংহার ১৭৬

পরিশিষ্ট

- সাক্ষাৎকার অনুসূচি ১৮৩
- আইবিবিএল-এর বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের চিত্র ১৮৯
- গ্রন্থপঞ্জি ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাবস্ট্রাক্ট

অর্থনীতি একটি জাতির মূল চালিকা শক্তি। মানুষের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা ও শ্রম, চেষ্টা ও শ্রমের ফলে পণ্য উৎপাদন আর এ উৎপাদনের আয় দ্বারা প্রয়োজন পূরণ এটাই অর্থনীতির গোড়ার কথা। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পৃথিবীতে অনেক অর্থনৈতিক মতবাদের প্রবর্তন হয়েছে। সেসব অর্থব্যবস্থার দ্বারা আপামর জনসাধারণ সমানভাবে উপকৃত হতে পারেনি। তাই প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সাম্য ও ন্যায়ের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী অর্থব্যবস্থার আগমন। অর্থনীতি ও ব্যাংকিং পরস্পরের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যাংকিং সেক্টরেও সাম্য ও ন্যায়ের আদর্শ বাস্তবায়িত হয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের পথিকৃত। এ ব্যাংক আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ প্রদান, বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্যে অংশগ্রহণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে যাচ্ছে। দেশের শিল্পায়নের প্রবৃদ্ধি ঘটাতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহদায়তন শিল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করেছে। এতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে ও জাতীয় বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে। সময়ের প্রেক্ষিতে ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে আরো বেশি জানা, শিল্পায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা, বাংলাদেশের শিল্পায়নে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা অনুসন্ধান ও এ ব্যাংক জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ করে শিল্পায়নের কোন্ কোন্ খাতে অর্থায়ন করছে তার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং বিষয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত তথ্য-উপাত্ত ও বই-পত্র নিতান্তই অপ্রতুল। বিধায় এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এদিকে লক্ষ্য রেখেই **বাংলাদেশের শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা** শিরোনামের উপর এম.ফিল গবেষণা করা হয়েছে। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভকে ৬টি অধ্যায় ও প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা'। এ অধ্যায়ে মূলত গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণাকর্মের পদ্ধতি, গবেষণাকর্মের পরিধি/ব্যাপকতা, গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, গবেষণার সময়কাল, গবেষণাকর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা, তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা, অভিসন্দর্ভ গঠন/ গবেষণা পরিকল্পনা প্রভৃতি ক্রমানুসারে পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'শিল্পায়নের ধারণা'। এ অধ্যায়ে যেসব বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা হলো, শিল্পায়নের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস, শিল্পায়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান পরিচিতি, দেশের শিল্পায়নের বর্তমান অবস্থা। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

লিমিটেড-এর পরিচিতি'। এ অধ্যায়ভূক্ত বিষয়গুলো হলো, ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য, ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগনীতি ও পদ্ধতিসমূহ, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের অবদান প্রভৃতি। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'দেশের শিল্পায়নে আইবিবিএল'। এ অধ্যায়ভূক্ত বিষয়গুলো হলো, শিল্পের খাতভিত্তিক বিনিয়োগের বর্ণনা, শিল্পায়নে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ, শিল্পায়নে অবহেলিত খাতসমূহ প্রভৃতি। উক্ত শিরোনামাধীন বিষয়গুলো আলোচানা-পর্যালোচনা করে আরো সুস্পষ্ট করতে সংশ্লিষ্ট স্থানে তদ্‌সংক্রান্ত তত্ত্ব ও উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও সমাধান : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ'। বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো খুঁজে বের করা ও তার যথাযথ সমাধানের উপায় কি হতে পারে তা এ অংশে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের উপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে এবং প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সম্মানিত ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের সুচিন্তিত মতামতের আলোকে সাজানো হয়েছে গবেষণাকর্মের ষষ্ঠ অধ্যায়। এ অধ্যায়ের শিরোনাম 'সুপারিশমালা ও উপসংহার'। গবেষণা অভিসন্দর্ভকর্ম শেষ করে ও সমীক্ষার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী-কর্মকর্তা ও গ্রাহকগণের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সংগ্রহ করে একটি সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। পরিশেষে গবেষণায় ব্যবহৃত সাক্ষাৎকার অনুসূচি সন্নিবেশিত করা হয়েছে ও ইসলামী ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের চিত্র সংযুক্ত করা হয়েছে। সর্বশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করা হয়েছে যা অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, শিক্ষার্থী, শিল্পায়নে আগ্রহী ও ইসলামী অর্থনীতিবিষয়ক গবেষকবৃন্দসহ অনুসন্ধিৎসু আপামর জনসাধারণের বিশেষভাবে উপকারে আসবে বলে মনে করি। এ অভিসন্দর্ভ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ও শিল্পায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও দেশ যদি সামান্যতম উপকৃত হয় তাহলেই এ শ্রম সার্থক হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

তারিখ, ঢাকা
৮ এপ্রিল ২০১৪

মাসুদুর রহমান
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং-৪৭
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-২০১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা প্রস্তাবনা (Research Proposal) ঃ

ইসলাম মানবতার কল্যাণকামী আদর্শ জীবন ব্যবস্থা যা মানব জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। মানব জীবনের এমন কোন দিক ও বিষয় নেই যেখানে ইসলাম সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেনি। মানুষের ইহলৌকিক সমৃদ্ধি ও শান্তি এবং পরলৌকিক মুক্তিই ইসলামী বিধি-বিধানের একমাত্র সোপান। ইসলাম প্রগতিকে ধারণ করে সুশৃংখল ও যৌক্তিকভাবে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শাশ্বত বিধান মানবতাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। তাই একটি শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং অন্যায়, অত্যাচার ও দূর্নীতি উৎখাতের জন্য ইসলাম উদাত্ত আহবান জানায়।

অর্থনীতি একটি জাতির মূল চালিকা শক্তি। মানুষের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা ও শ্রম, চেষ্টা ও শ্রমের ফলে পণ্য উৎপাদন এবং এ উৎপাদনের আয় দ্বারা প্রয়োজন পূরণ এটাই অর্থনীতির গোড়ার কথা। অর্থনীতি একটি বিজ্ঞান। তবে এটা বিজ্ঞান হলেও বিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশি। এটা এমন বিজ্ঞান, যা মানব জীবনের অসীম বৈচিত্র্যময় দিক ও বিভাগসমূহের আলোচনা করে। এটা কেবল সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত চিন্তার আবেদনই জানায় না, মানুষের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করতে এবং বাস্তব জ্ঞান অসাধারণ পরিমাণ সম্প্রসারণ করতেও সচেষ্ট। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে পৃথিবীতে অনেক অর্থনৈতিক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। সেসব অর্থব্যবস্থার দ্বারা আপামর জনগণ সমানভাবে উপকৃত হতে পারেনি। তাই প্রয়োজন দেখা দেয় সাম্য ও ন্যায়ের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত একটা অর্থব্যবস্থার। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসে ইসলামী অর্থব্যবস্থা। ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হল অর্থনীতি।[১] আর অর্থনীতি ও ব্যাংকিং পরস্পরের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। একটি পূর্ণাঙ্গ, ভারসাম্যপূর্ণ, আধুনিক ও সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা হওয়ায় ইসলামের চিরন্তন আদর্শের আলোকে ব্যাংকব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার স্বপ্ন ধীরে ধীরে জাগ্রত হতে থাকে। বিশাল জনগোষ্ঠিকে সুদের কুফল হতে মুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত কতিপয় ব্যক্তির সক্রিয় উদ্যোগের ফলে ব্যাংকব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শের সংযুক্তি ঘটে; বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এদেশে মোট ৮টি ইসলামী ব্যাংক শারী'আহ্‌র অর্থনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের ব্যাংকিং জগতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এক উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবিক পরিচালিত কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক এ ব্যাংক পরিচালনা করে থাকে বিভিন্ন ধরনের কল্যাণকর কার্যক্রম। আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ প্রদান, বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্যে অংশগ্রহণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা। বিভিন্ন খাতে এ ব্যাংক বিনিয়োগ করলেও শিল্প খাতকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। ইসলামী ব্যাংক এর মোট বিনিয়োগের ৫১% শিল্প

---

১. মানবজীবনে অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক জীবনযাত্রার অব্যাহত জটিলতা সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে এ গুরুত্ব অনস্বকার্য। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মানবসভ্যতার চিরন্তন ইতিহাস জাগতিক সম্পদ সংগঠিতকরণের মাধ্যমে মানবীয় কল্যাণ অর্জনের এবং এ লক্ষ্যে বহুমুখী রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতার ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকব্যবস্থা এর প্রসঙ্গ এ ধারাতেই উপস্থিত হয়। ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সমাজে বসবাসকারি জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক সমস্যার পর্যালোচনা ও সমাধানের পথনির্দেশনা দান করে। দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৭), পৃ. ২১-২২

ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছে।[২] আর এ বিষয়ে লক্ষ্য রেখে প্রাসঙ্গিকভাবেই **বাংলাদেশের শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা** শিরোনামের উপর এম.ফিল গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব (Rationality and Importance of Research) :

ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বাংলাদেশের জনগণের কাছে একটি আকর্ষণীয় ও দ্রুত বিকাশমান ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরের ব্যাংকিং খাতের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের শিল্পায়নে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকটি বর্তমানে বাংলাদেশের গণমানুষের ব্যাংকে পরিণত হয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, গোষ্ঠি নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এ ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের জাতীয় শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। ইসলামী ব্যাংকই দেশের একমাত্র ব্যাংক যে তার মোট বিনিয়োগের ৫১.% শিল্প খাতে বরাদ্দ দিয়েছে। এর মধ্যে ৪৪.৮৫% হলো রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প খাতে। বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি এ ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সমানভাবে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ক্লাস্টার পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংক এসএমই বিনিয়োগকে আরো কার্যকর ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কাজ করছে। ইসলামী ব্যাংক শিল্পের যেসব ক্ষেত্রে অর্থায়ন করেছে তা হল- তৈরি পোশাক, বস্ত্র খাত, ঔষধ,[৩] গৃহায়ন, কৃষিভিত্তিক শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্প,[৪] পরিবহণ,[৫] তথ্য প্রযুক্তি, এসএমই বিনিয়োগ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও মহিলা উদ্যোক্তা শিল্প প্রভৃতি। এছাড়া এর রয়েছে আরো কতিপয় কল্যাণমুখী শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প। যেমন- পল্লী উন্নয়ন, গৃহসামগ্রী, ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ, পরিবহণ বিনিয়োগ, গাড়ি বিনিয়োগ, ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ, ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ, কৃষি যন্ত্রপাতি বিনিয়োগ, গৃহায়ন বিনিয়োগ, রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ, মীরপুর রেশম-তাঁতীদের জন্য বিনিয়োগ, পোল্ট্রি বিনিয়োগ, পল্লী গৃহায়ন, নগর দরিদ্র উন্নয়ন ও এনআরবি বিনিয়োগ প্রকল্প প্রভৃতি। এ জাতীয় প্রকল্পগুলো দেশের বিভিন্ন স্তরের জনগণের কল্যাণে ও চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা ক্রমবর্ধমান হারে সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশের শিল্পায়নে প্রবৃদ্ধি ঘটাতে ইসলামী ব্যাংক ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহদায়তন সকল শিল্পে অর্থায়ন করছে। এতে হ্রাস পাচ্ছে জাতীয় বেকারত্ব, ক্রমবৃদ্ধি পাচ্ছে কর্মসংস্থান। এসব কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে ইসলামী ব্যাংক নানাবিধ সমস্যারও সম্মুখীন হচ্ছে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং বিষয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত তথ্য-উপাত্ত ও বই-পত্র নিতান্তই অপ্রতুল। তাছাড়া ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে কতিপয়

---

২. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ৫৮
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
৫. প্রাগুক্ত।

লোকের ভূল ধারণা থাকায় এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সময় এসেছে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে কাজ করার।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study) :

প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার ইতিহাস এ দেশে অনেক প্রাচীন। দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা এ ব্যাংকব্যবস্থা সমাজ ও সভ্যতার উন্নয়নকে দারুণভাবে ব্যাহত করেছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং জন্ম দিয়েছে মানুষের ভাগ্য অনুসন্ধানের অসমতল পরিবেশ। এমন প্রতিকূল পরিবেশে দেশের কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত ব্যক্তিত্ব ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় এদেশে ইসলামী ব্যাংক সফলভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইসলামী ব্যাংক আর্থিক লেনদেন ও সম্পদ বণ্টনে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্পে বৈষম্য দূরীকরণ, ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা এবং আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে এক অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। ভারী, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইসলামী ব্যাংক রেখেছে অনন্য অবদান। ইসলামী ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের ৫১% রয়েছে শিল্পখাতে। এসএমই খাতে সরাসরি ৮০,০০০ গ্রাহককে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করেছে। এ খাতে দেশের মোট বিনিয়োগের ১৭% অর্থায়ন করেছে ইসলামী ব্যাংক এককভাবে। তৈরি পোশাক ও স্পিনিং শিল্পে (গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল) দেশের ২১% বিনিয়োগ ইসলামী ব্যাংক করেছে। পরিবহণ খাত, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, তথ্যপ্রযুক্তি খাতসহ উল্লেখযোগ্য সকল খাতে এ ব্যাংকের রয়েছে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা। ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের বিরাট অংশ দেশের শিল্পোন্নয়নে ব্যবহৃত হয় বিধায় এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণার প্রয়োজন অনুভব করি। এ ছাড়াও গবেষণার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হল :

১. ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা।
২. শিল্পায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তুলে ধরা।
৩. বাংলাদেশের শিল্পায়নে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা অনুসন্ধান করা।
৪. ইসলামী ব্যাংক জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ করে শিল্পায়নের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অর্থায়ন করছে তা বিশ্লেষণ করা।
৫. ইসলামী ব্যাংকের কাঙ্খিত সাফল্যের বিষয়ে ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করা।
৬. বাংলাদেশের শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংকের বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরূপণ ও সমাধানের উপায় সুপারিশ করা।

গবেষণা কর্মের পদ্ধতি (Research Methodology) :

গবেষণা হল সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে[৬] যুক্তিপূর্ণ নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন কিছু সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টাকে গবেষণা বলা হয়।

---

৬. মানসম্পন্ন গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ৪টি ধাপ হলো, ১. ঐতিহাসিক (Historical) ২. বর্ণনামূলক (Descriptive) ৩. বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) এবং ৪. পর্যবেক্ষণমূলক (Observational)। একটি গবেষণার জন্য উল্লিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করলে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর খুব গভীরে প্রবেশ করা যায় এবং একটি মানসম্পন্ন সিদ্ধান্ত দাঁড় করানো সম্ভব হয়। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে ইতিহাস, বর্ণনা, বিশ্লেষণ এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ এ ৪টি দিক যথাযথভাবে সমন্বয় করতে পারলে লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত হয়। এ গবেষণার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত ধাপসমূহ সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার অর্জিত ফলাফল যাতে

গবেষণা বিদ্যমান জ্ঞানের সাথে নতুন সংযোজন করে। গবেষণার উদ্দেশ্য ও নীতিমালা ঠিক রেখে আলোচ্য গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। বিষয় নির্বাচনের পর ধারাবাহিকভাবে গবেষণার নক্সা তৈরি, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আদর্শ ও যথাযথ আর্থ-সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ গবেষণায় অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে কার্যোপযোগী গবেষণার ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক ও পর্যবেক্ষণমূলক ধাপসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ইসলামী ব্যাংকের তাত্ত্বিক ধারণার প্রায়োগিক দিক সরেজমিনে জানার জন্য পর্যবেক্ষণ, নিবিড় সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

এ গবেষণার মাধ্যম বাংলা। তবে তত্ত্ব-উপাত্ত ও প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণের জন্য ইংরেজি ও আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি সংযুক্ত করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ চয়ন করে তার সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছাড়া কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি ভাবানুবাদের আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বাংলা ভাষায় রচিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম।

গবেষণা কর্মের পরিধি/ব্যাপকতা (Scope of Research) :

সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার উপর ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার পাশাপাশি দেশের শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভূমিকা গবেষণা পরিধির আওতাভূক্ত। সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামের কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখাও এ গবেষণার পরিধিভূক্ত। তাছাড়া শিল্পায়নের ধারণা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচিতি ও দেশের শিল্পায়নে এর অবদান, ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে সমস্যা ও সমাধান এবং এ বিষয়ে কতিপয় সুপারিশমালা গবেষণা কর্মের অন্তর্ভূক্ত।

গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস (Source of Data) :

প্রাথমিক উৎস (Primary Source)

গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক উৎস এবং দ্বৈতীয়িক উৎসের ভিত্তিতে রচনা করা হয়েছে। উভয়বিধ উৎস অনুসরণে গবেষণা রীতির প্রতি যথেষ্ট যত্নবান থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে ব্যাংকের নিজস্ব প্রতিবেদন, অফিসিয়াল রেকর্ড, ব্যাংকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার, ইসলামী ব্যাংকারগণের মতামত বিশ্লেষণ, গঠণমূলক সুপারিশ ইত্যাদি। ব্যাংকের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, সাময়িকী, অর্ধবার্ষিকী, কিংবা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদন, বিভিন্ন ঘোষণা সম্বলিত বিজ্ঞাপন, প্রকাশনা, বিবরণী, পুস্তিকা, ব্রুশিউর ইত্যাদি গবেষণা কর্মের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

টেকসই কৌশলে পরাজিত কিংবা অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত না হয় সে বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Source)

দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত ব্যাংকিং ও ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, সাধারণ ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের জার্নাল, বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিন, বাংলাদেশ ব্যাংক, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর বিবরণ এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ। বিশেষত ইসলামী ব্যাংকিং এ শরী'আহ্ পরিপালন বিষয়ক গ্রন্থাবলী এ গবেষণা কর্মের দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[৭]

তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ (Data Analysis) :

বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহিত তথ্য, তত্ত্ব ও উপাত্তসমূহ সম্পর্কে আলোচনা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন ডাটাসমূহ, তুলনামূলকভাবে আলোচনার মাধ্যমে অন্যান্য খাতের উপর শিল্পায়নে অর্থায়নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিভিন্ন খাতভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার সময়কাল (Research Time Frame) :

এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে এক বছর ছয় মাস সময় লেগেছে। এ সময়কালকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বই-পুস্তক, সাময়িকী, জার্নাল, সরকারি-বেসরকারি রিপোর্ট, এতদ্সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নিজস্ব প্রকাশনা, রিপোর্ট, জার্নাল, সাময়িকী ও ডাটাসমূহ সংগ্রহ করেছি। ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কিত বেশ কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করেছি। ইসলামী ব্যাংকের শীর্ষ স্থানীয় কতিপয় নির্বাহী-কর্মকর্তা, ও গ্রাহকগণের সাথে উন্মুক্ত প্রশ্নপত্র ব্যবহারের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ যাছাই-বাছাই করে গবেষণা কর্মের মানদণ্ড বজায় রেখে সম্পাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে ড্রাফটিং, পুনঃসম্পাদনা এবং চূড়ান্ত প্রুফসহ সময় লেগেছে এক বছর ছয় মাস। গবেষণাকর্মে নিয়োজিত মোট সময়কে নিচের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

নিয়োজিত সময়ের তালিকা

কাজের প্রকার	নিয়োজিত সময়
১ম পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ	৩ মাস
২য় পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ	৩ মাস
উভয় পর্যায়ের উৎসের মাঝে সমন্বয় সাধন	২ মাস
প্রশ্নপত্র তৈরি ও সম্পাদনা	১ মাস

৭. দ্বৈতয়িক উৎসসমূহের মধ্যে শারী'আহ্ পরিপালন বিষয়ক জার্নাল ও গ্রন্থসমুহ যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। ইসলামী শারী'আহ্ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হওয়ায় এ সংক্রান্ত তথ্যাবলি সম্বলিত বই-পুস্তক গবেষণা উৎসের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

জরিপ (ব্যাংকার ও গ্রাহক)	১ মাস
তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	৩ মাস
কম্পিউটার কম্পোজ	২ মাস
১ম, ২য় ও ৩য় প্রুফ	২ মাস
চূড়ান্ত মুদ্রণ, সম্পাদনা ও বাঁধাই	১ মাস

গবেষণাকর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Study) :

গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার সময় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ব্যাংকের দায়িত্বশীল নির্বাহী-কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা, সহযোগিতা ও তথ্য প্রদানে অনীহা তার মধ্যে অন্যতম। নিম্নে সীমাবদ্ধতাসমূহের কতিপয় উল্লেখ করা হল।

১. **তথ্য প্রদানে অনীহা :** গোপনীয়তার অজুহাতে অনেক ব্যাংক কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে অনীহা প্রকাশ করেছেন। এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে হয়রানি করার প্রবণতাও দেখা গেছে। তবে বিশেষ কৌশলে বিকল্প পন্থায় সেসব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. **তথ্য ভাণ্ডারের অপর্যাপ্ততা :** সারা বিশ্বব্যাপি তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর বিপ্লব সংঘটিত হলেও আইবিবিএল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আশানুরূপভাবে পাওয়া যায়নি। প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে একাধিকবার বিভিন্ন অফিসে যোগাযোগ করতে হয়।

৩. **গবেষণার সময় :** এম.ফিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ শিক্ষার স্তর হওয়ায় বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। যার জন্য পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। এ জন্য আরো বেশি সময় পেলে গবেষণা কর্মটি অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও সুচারুভাবে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হত।

৪. **নির্বাহী-কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা :** আইবিবিএল এ বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করার সময় তাদের যথেষ্ট ব্যস্ত দেখা গেছে। যার ফলে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লেগেছে।

তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা (Literature Review) :

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার গোড়ার কথা, ইসলামী ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দেশের অর্থনীতি ও শিল্পনীতিতে এ ব্যাংকের ভূমিকা, ইসলামী ব্যাংকের চলার পথে বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ের উপর কিছু সংখ্যক বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে এবং সামান্য দিক ও বিভাগ নিয়ে গবেষণাও হয়েছে। তম্মধ্যে কয়েকটি হল :

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম তাঁর 'ইসলামের অর্থনীতি' (১ম প্রকাশ ১৯৫৬) নামক গ্রন্থে অর্থনীতির গোড়ার কথা, অর্থনীতির সামাজিক উন্নয়ন শক্তি, জাতীয় উন্নয়নে অর্থব্যবস্থার অবদান, অর্থোৎপাদনের পন্থা, শিল্প, ভূমি ও বণ্টননীতি, ইসলামের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকের পরিকল্পনা, ইসলামী ব্যাংকের পূর্ব ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক সুশাসনে ইসলামী ব্যাংকের অংশগ্রহণ, বৈদেশিক বিনিময় ও ইসলামী ব্যাংক প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তবে এ বইটিতে পুঁজিবাদের বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে শিল্পায়ন সম্পর্কে বিবৃত হয়নি।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, অনূঃ আবদুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' (১ম প্রকাশ ১৯৮৭) নামক গ্রন্থে আদর্শগত দিকগুলো উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থে ইসলাম, পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজমসহ ইসলামের বিধান, বাণিজ্যিক বিনিয়োগ প্রভৃতি বিষয়সমুহ প্রাধান্য পেয়েছে। তবে শিল্পায়ন সম্পর্কে কোন বর্ণনা এ গ্রন্থে পাওয়া যায়নি।

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন 'ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা' (১৯৯৬) শীর্ষক গ্রন্থে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পটভূমি, ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য, সুদ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা, ইসলামী ব্যাংকের তহবিলের উৎস, ইসলামী ব্যাংকের কার্যাবলী, বিনিয়োগ, মুদারাবা কারবারের শর্তাবলী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিময় এবং ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব অত্যন্ত সুচারুভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার নৈতিকতা সামাজিক প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় কতখানি অবদান রাখে তার একটা চিত্র এ গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। তবে সত্যিকার অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনে মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে রচিত তথাকথিত পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থার সীমাহীন ব্যর্থতা এবং অর্থনীতি তথা সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শিল্পায়নের বিষয়ে লেখক তেমন কিছু আলোকপাত করেননি।

ইসলামী ব্যাংকিং এর তাত্ত্বিক বিষয় সম্বলিত আরেকটি গ্রন্থ হলো 'ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব • প্রয়োগ • পদ্ধতি' (১ম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৪), লিখেছেন যৌথভাবে আব্দুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ। গ্রন্থখানিতে ব্যাংক ও অর্থব্যবস্থা, ইসলামী ব্যাংকিং, সুদ, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বিনিয়োগ পদ্ধতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান 'বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন' (পরিমার্জিত পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০০৫) গ্রন্থে বাণিজ্যিক আইন ও এর আওতাধীন অন্যান্য আইন যেমন, পণ্য বিক্রয় আইন-১৯৩০, অংশিদারি আইন-১৯৩২, হস্তান্তরযোগ্য আইন-১৮৮১, কোম্পানি আইন-১৯৯৪, পণ্য পরিবহণ আইন, বীমা আইন-১৯৩৮ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করেছেন। শিল্প আইন ও এর আওতাভূক্ত বিষয়াবলি যেমন, কারখানা আইন-১৯৬৫, কারখানার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি, মজুরি পরিশোধ আইন-১৯৩৬, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন-১৯৬৫, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ-১৯৬৯, দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন-১৯৬৫, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন-১৯২৩ ও সালিসি আইন-১৯৪০ সম্পর্কে ব্যাপক আলোকপাত করেছেন।

রেজাউল করিম সিদ্দিক ও মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার কর্তৃক যৌথভাবে প্রণিত 'ব্যবসায় উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা' (২য় মু., জুন ২০০৩) গ্রন্থে ব্যবসায় উদ্যোগ, উদ্যোক্তা এবং এর মৌলিক ধারণা, ব্যবসায় উদ্যোগের তত্ত্বসমূহ, ব্যবসায় উদ্যোগের পরিবেশ, ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ব, ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিকল্পনা, এর অর্থসংস্থান, উৎপাদন ব্যবস্থা, বাজারজাতকরণ ও বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থ থেকে ক্ষুদ্র শিল্পের ধারণা গ্রহণপূর্বক এ গবেষণাকর্মকে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

শিল্পায়নের তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর লিখিত এম. জামান হোসেনের 'শিল্প অর্থনীতি' (১ম সং. ফেব্রুয়ারি ২০১৩) গ্রন্থে শিল্প অর্থনীতির মৌলিক ধারণা, শিল্পের উদ্দেশ্য, কাম্য আকারের নির্ধারক,

প্রবৃদ্ধির হার ও খরচ রেখা, কাম্য আকার পরিমাপ, কেন্দ্রিভূতকরণ, সমন্বয় করণ, স্থানীয় করণ ও বাংলাদেশের উৎপাদনকারী শিল্পের কাঠামো সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার আলোকে শিল্পায়নে অর্থায়নের কোন দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়নি। উক্ত গ্রন্থ থেকে শিল্পায়নের পরিচিতি ও শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক তত্ত্ব নিয়ে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় কীভাবে শিল্পখাতে অর্থায়ন করা যেতে পারে সে সম্পর্কে গবেষণা করা হয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এবং শিল্পায়ন বিষয়ক আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই যেমন- এ. জেড. এম. শামসুল আলম রচিত 'ইসলামী ব্যাংকিং' (১ম প্রকাশ, মে ১৯৯৯)। বইয়ে লেখক ইসলামী ব্যাংকের পরিচিতি, কর্মপদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, বিনিয়োগ, বীমা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। মুহাম্মদ মুবারক হুসেইন রচিত 'ইসলামী ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ' (১ম প্রকাশ, ১৯৯৯)। এ বইয়ে লেখক ইসলামী ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞা, প্রায়োগিক দিকসমূহ ও আনুষঙ্গিক মৌলিক বিষয়াদির উপর আলোচনা করেছেন। এম এ মান্নান রচিত 'ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব • প্রয়োগ' (১৯৮৩)। এটা ইসলামী অর্থনীতির তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর লিখিত একটা গুরুত্বপূর্ণ বই। এ.এ.এম হাবীবুর রহমান রচিত 'ইসলামী ব্যাংকিং' (১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪) গ্রন্থে ইসলামী ব্যাংক ও অর্থনীতি, ইসলামী সাধারণ জ্ঞান, বিনিয়োগ, জামানত, বিবিধ ব্যাংকিং আইন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। শাহ আব্দুল হান্নান-এর 'ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও কর্মকৌশল' দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী অর্থনীতির তাত্ত্বিক বিষয়গুলো চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। মোল্লা জালালউদ্দিন প্রণীত 'শিল্প অর্থনীতি' (২য় প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৮) গ্রন্থখানা শিল্পায়নের তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর লিখিত। এ গ্রন্থে শিল্প অর্থনীতির মৌলিক ধারণা, শিল্পের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, উপাদান, ও বাংলাদেশের উৎপাদনকারী শিল্পের কাঠামো সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দেয়া। এ গ্রন্থে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার আলোকে শিল্পায়নে অর্থায়নের কোন দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়নি। উক্ত গ্রন্থ থেকে শিল্পায়নের তাত্ত্বিক বিষয়ক গ্রহণপূর্বক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় কীভাবে শিল্পায়নেঅর্থায়ন করা যেতে পারে সে সম্পর্কে গবেষণা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভ গঠন ও গবেষণা পরিকল্পনা (Structure of the Study) :

গবেষণাকর্মের সুবিধার জন্য **বাংলাদেশের শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা** শিরোনামে এ এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভকে ৬টি অধ্যায় ও প্রত্যেকটি অধ্যায়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনার শিরোনাম ও পরিচ্ছেদের বর্ণনা নিম্নোক্তভাবে করা হয়েছে :

প্রথম অধ্যায়

এ অধ্যায়ের শিরোনাম 'গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা'। এ অধ্যায়ে মূলত গবেষণার বাস্তবতা সম্পর্কীয় বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণার শিরোনামোক্ত বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার ভূমিকা এ অধ্যায়ে প্রস্তুত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা কর্মের পদ্ধতি, গবেষণা কর্মের পরিধি/ব্যাপকতা, গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, গবেষণার সময়কাল,

গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা, তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা, অভিসন্দর্ভ গঠন/গবেষণা পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্রমানুসারে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায়ের শিরোনাম 'শিল্পায়নের ধারণা'। শিল্পায়নের পরিচিতি, শ্রেণিবিন্যাস, বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে শিল্পায়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত বিষয়াবলি এ অধ্যায়ে স্থান লাভ করেছে। এ অধ্যায়ে যেসব বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা হলো, শিল্পায়নের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস, শিল্পায়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান পরিচিতি, দেশের শিল্পায়নের বর্তমান অবস্থা। উল্লিখিত শিরোনামে বিষয়বস্তুর আলোচনা প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব ও উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং সূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সংযুক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায়ের শিরোনাম 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচিতি'। এ অধ্যায়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচিতি, এর নীতি ও পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর অবদান তুলে ধরা হয়েছে। যেসব বিষয়কে এ অধ্যায়ভূক্ত করা হয়েছে তা হলো, ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য, ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগনীতি ও পদ্ধতিসমূহ, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের অবদান। শিরোনামোক্ত বিষয়বস্তুকে আরো বস্তুনিষ্ঠ করে তুলতে যথাস্থানে তত্ত্ব ও উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং তথ্যসূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সংযোজন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

এ অধ্যায়ের শিরোনাম 'দেশের শিল্পায়নে আইবিবিএল'। জাতীয় শিল্পায়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশিদার হিসেবে ইসলামী ব্যাংক যেসব শিল্পখাতে অর্থায়ন করেছে তা এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ভূক্ত বিষয়গুলো হলো, শিল্পের খাতভিত্তিক বিনিয়োগের বর্ণনা, শিল্পায়নে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ, শিল্পায়নে অবহেলিত খাতসমূহ। উক্ত শিরোনামাধীন বিষয়গুলো আলোচানা-পর্যালোচনা করে আরো সুস্পষ্ট করতে সংশ্লিষ্ট স্থানে তদ্‌সংক্রান্ত তত্ত্ব ও উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতির উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

এ অধ্যায়ের শিরোনাম 'শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও সমাধান : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ'। বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো খুঁজে বের করা ও তার যথাযথ সমাধানের উপায় কি হতে পারে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের উপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে এবং প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এ অধ্যায়ের শিরোনাম 'সুপারিশমালা ও উপসংহার'। গবেষণা অভিসন্দর্ভকর্ম শেষ করে ও সমীক্ষার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী-কর্মকর্তা ও গ্রাহকগণের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সংগ্রহ করে একটি সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। অভিসন্দর্ভের শেষে উপসংহার লেখা হয়েছে। উপসংহার হিসেবে এতে সমগ্র অভিসন্দর্ভের সারনির্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা

হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে যে অনুভূতিতে এর উপাত্ত প্রস্তুত করা হয়েছে সে বিষয়ে একান্ত অভিব্যক্তি উপসংহারে প্রকাশের আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত সাক্ষাৎকার অনুসূচি সন্নিবেশিত করা হয়েছে ও ইসলামী ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের চিত্র সংযুক্ত করা হয়েছে। সর্বশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করা হয়েছে যা অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, শিক্ষার্থী, শিল্পায়নে আগ্রহী ও ইসলামী অর্থনীতিবিষয়ক গবেষকবৃন্দসহ অনুসন্ধিৎসু আপামর জনসাধারণের বিশেষভাবে উপকারে আসবে বলে মনে করি। এ অভিসন্দর্ভ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ও শিল্পায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও দেশ যদি সামান্যতম উপকৃত হয় তাহলেই এ শ্রম সার্থক হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
শিল্পায়নের ধারণা

প্রথম পরিচ্ছদে : শিল্পায়নের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পের ভূমিকা ব্যাপক। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ষোড়শ শতকের শেষের দিকে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয় পর্যায়ে। শিল্পবিপ্লব সাধিত হওয়ার পর ইউরোপীয়দের ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। দেশে উৎপন্ন শিল্প-সামগ্রী তাদের নিজস্ব চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে রপ্তানি হতে থাকে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবন যাত্রার মানে আসে ব্যাপক উন্নতি, অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। শিল্প উৎপাদনের বাহন। শিল্প ছাড়া উৎপাদন এবং ব্যাপক ও বিস্তৃত ভোগ কার্যত অসম্ভব। কৃষিকার্য, পশুপালন, পশুশিকার ইত্যাদি পেশা এক সময় জনপ্রিয় থাকলেও আধুনিক বিশ্বে বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে শিল্পই হল মানুয়ের উপজীবিকার প্রধান অবলম্বন। শিল্পনির্ভর দেশগুলোই বর্তমানে উন্নয়নের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছে। তাই পৃথিবীর দেশে দেশে নানা ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় উন্নয়ন শিল্পের উপর নির্ভর করে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প হতে আরম্ভ করে উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভর ভারী শিল্প সকল দেশেই কম-বেশি লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে শিল্পায়নের সংজ্ঞা, এর শ্রেণিবিন্যাস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা হল :

শিল্পায়নের সংজ্ঞা

কৃষি নির্ভর অর্থনীতি থেকে শিল্প নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরকে শিল্পায়ন বলে। এটা মূলত মোট দেশজ উৎপাদনে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বুঝায়। অন্যভাবে বললে উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রাথমিক খাত থেকে মাধ্যমিক খাতে পদার্পণকেও শিল্পায়ন বলা যেতে পারে। মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির অবদান হ্রাসকে সবসময় শিল্পায়নের যাত্রা বলা যায় না। কারণ, তা সেবা খাতের ব্যাপক বিকাশের কারণেও হতে পারে। Frederik Nixson এর মতে,

> 'By industrialisation we mean the development of a modern manufacturing sector which inter alia involves the transformation and modernisation of the agricultural sector, the development of indigenous technological capabilities on the creation on an income distribution profile consistent with the achievement of agreed development objectives.'[১]

১. 'শিল্পায়ন বলতে আমরা এমন একটা আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উন্নয়নকে বুঝি যা কৃষি খাতের রূপান্তর ও আধুনিকায়ন, স্বদেশী প্রযুক্তি সামর্থ্যের উন্নয়ন এবং উন্নয়নের স্বীকৃতি লক্ষ্য অর্জনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আয় বণ্টন

শিল্পায়ন বলতে শিল্পখাতে সম্পদের স্থানান্তরকেও বুঝানো হয়ে থাকে। একটি অর্থনীতির উন্নয়নের প্রাথমিক লগ্নে এ অবস্থাই সাধারণত লক্ষ্য করা যায়। এ সময় প্রাথমিক পণ্যের উৎপাদন থেকে সম্পদ ক্রমাগত স্থানান্তরিত হতে থাকে।

ব্যাপক অর্থে শিল্পায়ন বলতে নিম্নোক্ত উৎপাদন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডকে বুঝায় :

> 'পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের পুনঃসামঞ্জস্যকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক সকল প্রকার ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকাণ্ড। যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধা সম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যে সব সেবামূলক কর্ম সম্পাদিত হয় সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান সেবামূলক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[২]

P. H. Collins শিল্প সম্পর্কে বলেছেন-

'Industry means all factories or companies or processes involved in the manufacturing of products.'[৩]

সাধারণ অর্থে উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠানকে কারখানা বলে। ১৯৬৫ সনের কারখানা আইনের ২(এফ) ধারায় বলা হয়েছে,

> 'কারখানা বলতে সীমানাসহ এমন একটি ভবনকে বুঝায় যেখানে ১০ জন বা তার অধিক সংখ্যক শ্রমিক কাজ করছে বা পূর্ববর্তী ১২ মাসের মধ্যে কাজ করেছিল এবং যেখানে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে বা তা ব্যতিত উৎপাদন কার্য চালানো হয়। অবশ্য ১৯২৩ সনের খনি আইনের ২(এফ) ধারার আওতায় কোন খনি কারখানা হিসেবে গণ্য নয়।'[৪]

A. H. Bhiwandiwal Vs. State of Bombay [AIR (1962) SC. 29)] মোকদ্দমার রায়ে বলা হয়েছে যে,

> 'সীমানাসহ ভবন বলতে খোলা জমি বা চতুর্দিকের জমিসহ ভবন অথবা শুধুমাত্র ভবনকে বুঝায়। ইংল্যান্ডের আইন অনুযায়ী কারখানা ভবনের সীমানা কারখানার চতুর্দিকের প্রাচীর বা বেড়ার দ্বারা নির্ণীত হয়।'[৫]

কারখানা বলতে কোন ভবন বা অট্টালিকাতে কমপক্ষে দশজন শ্রমিক অবিরাম কাজ করবে এমন নয়। যদি উক্ত ভবনে পূর্ববতী ১২ মাসের মধ্যে কোন একদিন কমপক্ষে দশ জন শ্রমিক কাজে

অবস্থা নির্মাণে মধ্যস্ততার ভূমিকা পালন করে।' দ্র. ড. জালাল উদ্দিন, *শিল্প অর্থনীতি*(ঢাকা : মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৮), পৃ. ১৫৫

২. এম. জামান হোসেন, *শিল্প অর্থনীতি*(ঢাকা : সুপ্রীম প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩), পৃ. ১১১

৩. 'শিল্প হল সকল কারখানা, প্রতিষ্ঠান অথবা প্রক্রিয়া যা পণ্য প্রস্তুতের সাথে সম্পর্কিত।' দ্র. রেজাউল করিম সিদ্দিক ও মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার, *ব্যবসায় উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা*(ঢাকা : ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ২য় মুদ্রণ, জুন ২০০৪), পৃ. ১০৬

৪. "Factory means any premises including the precincts thereof whereon ten or more workers are working or where working on any day of the preceding twelve months and in any past of which a manufacturing process is being carried on with or without the aid of power but does not include a mine subject to the operation of the Mine Act 1923" Section 2(f) দ্র. কারখানা আইন ১৯৬৫, ২(এফ) ধারা; মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*(ঢাকা : দি যমুনা পাবলিশার্স, পরিমার্জিত মুদ্রণ, অক্টোবর ২০০৫), পৃ. ৬৭১

৫. Backs Dock Kerr Co. Ud. (1906) A.C. দ্র. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*, প্রাগুক্ত।

নিযুক্ত থাকে সে ক্ষেত্রেই তা কারখানা হিসেবে বিবেচিত হয় এবং পরবর্তীতে তা হ্রাস পেলেও কমপক্ষে দশজন শ্রমিক নিযুক্ত ছিল এমন দিন হতে পরবর্তী ১২ মাস তা কারখানা হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

শিল্পায়নের নির্দেশক : শিল্পায়নকে পরিমাপ করার জন্য প্রধানত দু'টি নির্দেশক রয়েছে। যথা :

(১) মোট দেশজ উৎপাদনে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ও

(২) ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে শ্রমিক নিয়োগের হার।

কারখানার উপাদান : Nagpur Electric Light & Power Co. Vs Regional Directors Employees State Insurance Corporation [AIR (1967) SC. 1364] মোকদ্দমায় বিচারপতি বলেন, কোন স্থানকে কারখানা হিসেবে গণ্য করতে হলে সেক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে নিম্নোক্ত দু'টি উপাদান থাকতে হবে :

১. বছরের কোন দিনে সেখানে কমপক্ষে দশ জন শ্রমিক কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে অর্থাৎ সারা বছরই সেখানে কমপক্ষে দশজন শ্রমিক কর্মরত থাকতে হবে এমনটি নয়। যে কোন একদিন কাজ করলেই তা পরবর্তী এক বছরের জন্য কারখানা হিসেবে গণ্য হবে।

২. উক্ত স্থানের কোন না কোন অংশে অবশ্যই উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু থাকতে হবে।

এছাড়া নিম্নোক্ত দু'টি উপাদানও কারখানার বেলায় প্রযোজ্য হবে :

২. এরূপ উৎপাদন প্রক্রিয়া কোন শক্তির সাহায্যে বা সাহায্য ছাড়া কোন মাধ্যমে চালিত হবে।

৩. কারখানার একটি নির্দিষ্ট অবস্থান থাকবে অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট ভবন বা ভবন সংলগ্ন জমিতে উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে।[৬]

উপরোক্ত উপাদান বিবেচনায় নিম্নোক্ত বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহ কারখানা হিসেবে গণ্য :

১. **ফিল্ম স্টুডিও (Film Studio) :** একটা ফিল্ম স্টুডিওর প্রতিটা বিভাগে যেখানে দশজন বা ততোধিক শ্রমিক মজুরি গ্রহণ করে থাকেন তার প্রতিটা বিভাগ একটা কারখানা।[৭]

২. **ছাপাখানা (Printing Press) :** ছাপাখানার ছাপার কাজের উদ্দেশ্যে যেখানে কম্পোজ করা হয় সেখানেও দশজন বা ততোধিক শ্রমিক বছরের কোন একদিন কাজ করে মজুরি গ্রহণ করলে তাও কারখানা এবং ছাপার কাজ অন্যত্র করা হলেও তা কারখানা বলে পরিগণিত হবে।[৮]

৩. **খাদ্য-দ্রব্য ও পানীয় তৈরি প্রতিষ্ঠান (Food & beverage manufacturing organization) :** যে সকল প্রতিষ্ঠান খাদ্য-দ্রব্য ও পানীয় তৈরি করে তা জনসাধারণের

---

৬. Usha Printers India Private Ltd. Vs. Employees State Insurance Corporation AIR (1961) Cal. 381. দ্র. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭১

৭. K.V. Sharma Vs. Jemini Studio AIR (1953) Mad. 269. দ্র. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*, প্রাগুক্ত।

৮. Bishamitra Press Vs. Kanpur Wage Payment Authority AIR (1955). দ্র. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*, প্রাগুক্ত।

নিকট সরবারহ করে এবং কারখানার মত প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে সেটাও কারখানা।[৯]

৪. **বিড়ি কারখানা (Biri factory) :** যে ভবনে বিড়ি উৎপন্ন করা হয় তাও কারখানা হিসেবে গণ্য।[১০]

৫. **গাড়ীর বডি তৈরির প্রতিষ্ঠান (Vehicle's body manufacturing organisation) :** যেখানে ছুতোরের সাহায্যে বাস ও ট্রাকের বডি তৈরি করা হয়।[১১]

৬. উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের কোন একটা ভবনে উৎপাদন প্রক্রিয়া চললে এবং ন্যূনতম শ্রমিক সংখ্যা কর্মরত থাকলে তা কারখানা হিসেবে গণ্য হয়। তবে অন্য ভবনে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ না চললে তা কারখানা হিসেবে গণ্য হবে না।[১২]

৭. **যন্ত্রপাতি :** কারখানা আইনের ২(ছ) ধারায় বলা হয়েছে যে, যন্ত্রপাতি বলতে মূল চালিকা যন্ত্র, সঞ্চালনকারী যন্ত্র এবং যে সকল যন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন, রূপান্তর, সঞ্চালন ও প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয় তাদের সকলকে বুঝায়।[১৩]

৮. **উৎপাদন প্রক্রিয়া :** কারখানা আইনের ২(জ) ধারায় বলা হয়েছে যে, নিম্নবর্ণিত যে কোন প্রক্রিয়াকে উৎপাদন প্রক্রিয়া বলা হবে-[১৪]

ক. কোন বস্তু ব্যবহার, বিক্রয়, বহন, অর্পণ, প্রদর্শন, বা বিলি-বণ্টন করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত, রূপান্তর, মেরামত, অঙ্গসজ্জা করা, রং করা, ধৌত করা, সমাপ্ত করা বা অন্য কোনভাবে ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে কাজ করা; অথবা

খ. তৈল, গ্যাস, পানি, নর্দমার আবর্জনা বা অন্য কোন তরল পদার্থ পাম্প করা; অথবা

গ. বিদ্যুৎ বা গ্যাস উৎপাদন, রূপান্তর বা সঞ্চালন করা; অথবা

---

৯. P. Laxman Rao & Sons. Vs. Additional Inspector of Factories AIR (1959) Aundhara 142. দ্র. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*, প্রাগুক্ত।

১০. Ajmiri Biri Works Vs. Haidarabad (1963) PLC 9(4). দ্র. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*, প্রাগুক্ত।

১১. Metro Motors Ltd. Vs. Regional Provident Commissioner AIR (1959) Panjab 89. দ্র. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭১

১২. Nagpur Electric Light & Power Co, Vs. Regional Director AIR (1967) SC. 1364. দ্র. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*, প্রাগুক্ত।

১৩. 'Machinery' includes prime movers, transmission machinery and other appliances whereby power is generated, transformed, transmitted or applied. দ্র. কারখানা আইন ১৯৬৫, ২(জি) ধারা; মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*, প্রাগুক্ত।

১৪. 'Manufacturing process means any process –

(i) for making, altering, repairing, ornamenting, painting and washing, finishing or packing or otherwise treating any articles or substance with a view to it's use, sell, transport, delivery, display or disposal; or

(ii) for pumping oil, gas water, sewage or other fluids or slurries; or

(iii) for generating, transforming or transmitting power or gas; or

(iv) for constructing, reconstructing, repairing, refitting, finishing or breaking up of ships or vessels; or

(v) for printing by letter press, lithography, photogravure, or other similar work or bookbinding which is carried on by way of trade or for purpose for gain or incidental to another business so carried on-Sec 2 (h)'. দ্র. কারখানা আইন ১৯৬৫, ২(এইচ) ধারা; মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭২

ঘ. জাহাজ বা নৌযান নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, মেরামত, সংস্কার, সম্পূর্ণকরণ বা ভেঙ্গে ফেলা; অথবা

ঙ. ছাপাযন্ত্র, লিথোগ্রাফি, ফটোগ্রাফার দ্বারা বা অনুরূপ কোন উপায়ে কিছু ছাপানোর বা স্বতন্ত্র ব্যবসায় হিসেবে বা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন ব্যবসায়ের সহযোগী কার্য হিসেবে পুস্তক বাঁধাই করা।

উৎপাদন প্রক্রিয়ার সংজ্ঞাটি অত্যন্ত ব্যাপক। বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে উপরোক্ত পাঁচ ধরনের কাজ উৎপাদন প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য। এর প্রথম ধরনের কাজের মধ্যে উৎপাদন, প্রস্তুত, মেরামত, সংযোজনসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১৫] উৎপাদন প্রক্রিয়াকে কাজের দিক দিয়ে বিবেচনা না করে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। মূলত উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফলে কোন দ্রব্যের নতুন উপযোগ সৃষ্টি হয় যা এর মূল্যকে বৃদ্ধি করে। যন্ত্রপাতি বা শ্রমশক্তি ব্যবহার করে কোন দ্রব্যের এরূপ মূল্যবৃদ্ধি করা হলে তা উৎপাদন প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য।

যে সকল বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কার্য উৎপাদন প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য হয় :[১৬]

১. **তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ :** তামাক পাতা আর্দ্র করে বোঁটা ছাড়িয়ে এগুলো গুড়া করা হয় বা এগুলো গুড়া করে বান্ডিল বেঁধে বস্তা ভর্তি করা হয়। এ প্রক্রিয়াটি উৎপাদন হিসেবে গণ্য।

২. **চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্যবহৃত কাঁচা ফিল্ম তৈরি :** চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্যবহৃত কাঁচা ফিল্ম তৈরি একটা সামগ্রী। এতে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে শব্দ শোষণ এবং ছবি মুদ্রণ করে সিনেমা বা থিয়েটারে প্রদর্শন উপযোগী করা হয়। এটা ছবিকে চূড়ান্ত রূপদানের প্রক্রিয়া উৎপাদন প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য।

৩. **আদা-মরিচ প্রক্রিয়াজাত করণ :** মরিচ গুঁড়া করার কারখানা একটা রূপান্তর প্রক্রিয়া। এরূপ রূপান্তরের ফলে মরিচ ব্যবহারোপযোগী হয়ে ওঠে। আদা প্রক্রিয়াজাত করণের ফলেও তা ব্যবহারোপযোগী হয়ে ওঠে।

৪. **লবণ তৈরির প্রক্রিয়া :** দৈহিক সামর্থ্য বা প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার করে সমুদ্রের পানি থেকে লবণ আহরণ করা হয়। তাই এটাও একটা রূপান্তর প্রক্রিয়া যা উৎপাদন প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য।

৫. **খাদ্যদ্রব্য তৈরি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ :** কোন রেস্তোরার পাঁকশালায় খাদ্য-দ্রব্য তৈরি করা হলে এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে রেফ্রিজারেটর ব্যবহার করা হলে তা উৎপাদন প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য হয়।

৬. **পেট্রোল পাম্প ও লুব্রিকেটিং সার্ভিস :** মোটরযান লুব্রিকেটিং এর কাজে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয় এবং মাটির নিচে রক্ষিত আধার থেকে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করে পেট্রোল উত্তোলন করা হয়। তৈল পাম্প করার এ কাজ ২(এইচ) ধারার বিধান মতে উৎপাদন প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য।

শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Industrialisation and Economic Growth) :

---

১৫. রেজাউল করিম সিদ্দিক ও মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার, *ব্যবসায় উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

১৬. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৩

অনুন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টাই সর্বাপেক্ষা কঠিন ক্রুসেড-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। শিল্পায়নের মাধ্যমেই অনুন্নত বিশ্ব তাদের দারিদ্র্য বিমোচন ও পশ্চাদপদতা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। তাদের কাছে অর্থনৈতিক অগ্রগতি বলতে মূলত শিল্পোন্নয়নকেই বুঝায়। শিল্পায়নের মাধ্যমে জাতীয় আয় তথা ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি পায় এবং এর মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। শিল্পায়নের মাধ্যমে প্রাপ্য সম্পদের নিবিড় ব্যবহারের মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়। শিল্পায়ন কিভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করে করে তা এখানে আলোকপাত করা হলো :

ক. **শিল্পোন্নয়ন ও কর্মসংস্থান :** শিল্পোন্নয়ন নিঃসন্দেহে লাভজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহযোগিতা করে। অনুন্নত বিশ্বে সাধারণত উদ্বৃত্ত শ্রমের যোগান লক্ষ্য করা যায়। শিল্পায়নের মাধ্যমে এসব উদ্বৃত্ত শ্রমের কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচিত হতে পারে। পশ্চিমা বিশ্বে শিল্পায়নের উষালগ্নে বর্ধিত শ্রমের যোগান প্রধানত গ্রামীণ খাত থেকে এসেছিল। শিল্পোন্নয়নের সাথে কৃষি শ্রমের আপেক্ষিক বা পরম সংকোচন সম্পৃক্ত। যেসব দেশ উচ্চ জনসংখ্যার ভারে আক্রান্ত সেসব দেশে দ্রুত শিল্পায়ন একটি অনিবার্য বিষয়।[১৭]

খ. **শিল্পায়ন ও উৎপাদনশীলতা :** শিল্পায়ন একটি অর্থনীতির সাধারণ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। তুলনামূলকভাবে ভাল সাংগঠনিক ও প্রযুক্তির কারণে শিল্প খাতের উৎপাদনশীলতা স্বভাবতই বেশি। এর ফলে শিল্প খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদেরকে ভাল মজুরি প্রদান করাও সম্ভব।[১৮] শিল্পায়নের মাধ্যমে কৃষিতে উন্নত উপকরণ সরবরাহ করা যায়। ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া কৃষি হতে উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের প্রত্যাহারের মাধ্যমে কর্মরত শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধিও সম্ভব। কৃষি হতে ছদ্মবেকারত্ব[১৯] দূরীকরণের মাধ্যমে কৃষি শ্রমিকের গড় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়। এর ফলে তাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। শিল্পের দিকে শ্রমিকের আকর্ষণের ফলে কৃষিতেও শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পায়।[২০]

গ. **শিল্পায়ন ও কৃষি :** শিল্প ও কৃষির মাঝে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।[২১] তাদের একটির উন্নয়ন অপরটির উন্নয়নে সহায়তা করে। নিম্নোক্তভাবে এ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পৃক্ত। (১) কৃষি হতে শিল্পে কাঁচামাল ও উপকরণের সরবরাহ এবং তার বিপরীত (খ) শিল্পখাতে মজুরি পণ্যের (Wage goods) যোগান (গ) কৃষির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত স্থাপনে মালামালের যোগান (ঘ) কৃষি খাতের মানুষের মৌলিক ভোগ্য পণ্যের যোগান। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে এর পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও বৃদ্ধি পায়। কৃষিতে বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষিতে ব্যবহার যোগ্য শিল্প পণ্যের সংযোজনকে বা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে। কৃষি আধুনিকায়নে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতিকে তার উদারহণ বলা যেতে পারে। শিল্পখাত কৃষি খাতের উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। শিল্পজাত

---

১৭. ড. জালাল উদ্দিন, *শিল্প অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

১৮. রেজাউল করিম সিদ্দিক ও মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার, *ব্যবসায় উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

১৯. ড. জালাল উদ্দিন, *শিল্প অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

২০. প্রাগুক্ত।

২১. 'শিল্প উন্নয়নের কাছ থেকে সমর্থন লাভ ছাড়া পল্লী বা কৃষি উন্নয়ন সংঘটিত হতে পারে না।' দ্র. এম, উমর চাড়রা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

যেসব পণ্যের উপর কৃষির নির্ভরশীলতা রয়েছে সেসব হচ্ছে- সার, কীটনাশক, যান্ত্রিক মোটর, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, পশু চিকিৎসার ঔষধ, নলকূপ ইত্যাদি। কৃষিজাত পণ্য সামগ্রী যেমন- তৈল বীজ, আখ, পাট, তুলা, চা, তামাক, রাবার ইত্যাদি কাঁচামাল হিসেবে শিল্পে ব্যবহৃত হওয়ায় শিল্পও কৃষির উপর নির্ভরশীল।[২২]

ঘ. **শিল্পায়ন ও বৈদেশিক বাণিজ্য :** শিল্পায়নের সাথে সাথে একটি দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতিও পাল্টে যেতে পারে। অনুন্নত বিশ্বের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রাথমিক পণ্যের রপ্তানি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের আমদানিতে প্রাধান্য দেখা যায়। শিল্পায়নের ফলে আমদানি-রপ্তানি সংমিশ্রণে তথা গতি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমদানি বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। এছাড়া রপ্তানিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদানও বৃদ্ধি পেতে পারে। শিল্পোন্নয়ন একটি দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের সমতা আনয়নে সহায়ক হতে পারে।

ঙ. **শিল্পায়ন ও সামাজিক পরিবর্তন :** শ্রমের গতিশীলতা মানুষের আঞ্চলিক স্থানান্তর, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষার উন্নয়ন ইত্যাদিসহ শিল্পোন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিবিধ উন্নয়নের ফলে নিশ্চিত কিছু সামাজিক পরিবর্তন আসতে পারে। সামাজিক প্রথা ও ঐতিহ্যের দুর্বল প্রভাব এবং নব ধ্যান-ধারণার উন্মেষ ও বিস্তার থেকে সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম নেয়।[২৩]

শিল্পায়নের উপাদানসমূহ (Factors of Industrialisation) :

শিল্পায়ন বহুবিধ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। নিম্নে শিল্পায়নের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো :

ক. **উদ্যোগ (Entrepreneurship) :** উদ্যোগ শিল্পায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান পর্যাপ্ত থাকলেও উদ্যোক্তার অভাবে শিল্পায়ন সম্ভব নয়। উদ্যোক্তাই ঝুঁকি বহন করে এবং অন্যান্য সব উপাদানকে সমন্বিত ও সংগঠিত করে। এ কারণে সুম্পিটার যথার্থই বলেছেন- 'একটি অর্থনীতি কতটুকু ধনী বা দরিদ্র তা নির্ভর করে ঐ অর্থনীতিতে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নয়; বরং উদ্যোক্তা শ্রেণির দক্ষতার উপর।'[২৪]

খ. **মূলধন (Capital) :** ম্যানুফ্যাকচারিং খাত কম-বেশি মূলধন নির্ভর। বৃহদায়তন শিল্পে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত সম্পদের সংস্থানে মূলধন অত্যাবশ্যক। এ কারণে মূলধনের সহজলভ্যতা শিল্পায়নের পূর্বশর্ত।[২৫]

গ. **দক্ষ মানবসম্পদ (Expart Human Resources) :** মানব সম্পদ নিঃসন্দেহে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে একটা বড় উপাদান। অনুন্নত বিশ্বে সীমাহীন বেকারত্বের কারণ সেখানে দক্ষ মানবসম্পদের অভাব। শিল্পায়নের জন্য উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন, উপযুক্ত স্থানে কর্মী নিয়োগ, কর্মী প্রশিক্ষণ ও প্রেষণা ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ পরিকল্পনাকেই জনশক্তি বা মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বলে। দক্ষ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত কর্মীরা যদি শিল্পায়নের উদ্যোক্তার আদর্শ ও

---

২২. ড. জালাল উদ্দিন, *শিল্প অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

২৩. রেজাউল করিম সিদ্দিক ও মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার, *ব্যবসায় উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

২৪. ড. জালাল উদ্দিন, *শিল্প অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

২৫. রেজাউল করিম সিদ্দিক ও মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার, *ব্যবসায় উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকভাবে বুঝতে না পারে তাহলে তাদের পক্ষে সঠিক কাজটি করা সম্ভব হয় না।[২৬]

ঘ. **অবস্থান (Location) :** শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় এর অবস্থানটি যথাযথভাবে বিবেচনা করা দরকার। বাজারের নৈকট্য, উপকরণের প্রাপ্যতা, যোগাযোগ ও পরিবহণের সুবিধা, অপরাপর অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ইত্যাদি দিক বিশ্লেষণ করে অবস্থান নির্বাচন করা উচিত।[২৭]

ঙ. **প্রযুক্তিগত উপাদান (Technological Factors) :** প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটলে তা শিল্পায়নের জন্য সহায়ক। তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের জন্য টেলিকম্যুনিকেশন প্রযুক্তি প্রয়োজন। বর্তমানে কৃষি, শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তিসহ সকল ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিকে আহ্বান করা হচ্ছে যাতে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করা যায়। শিল্প পরিবেশকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হলে এসব প্রযুক্তিগত বিষয়কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।[২৮]

চ. **কৃষি উন্নয়ন (Agricultural Development) :** কৃষি উন্নয়নও শিল্পায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ কৃষিজাত পণ্য সামগ্রী যেমন- তৈল বীজ, আখ, পাট, তুলা, চা, তামাক, রাবার ইত্যাদি কাঁচামাল হিসেবে শিল্পে ব্যবহৃত হওয়ায় শিল্পায়ন কৃষির উপর নির্ভরশীল।[২৯]

ছ. **বাজার (Market) :** শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বিপণনের জন্য সঠিক বিপণন চ্যানেল বা বাজার নির্বাচন, উপযুক্ত বিক্রয়কর্মী নিয়োগ, কার্যকর বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার ব্যবস্থাকে বাজার বা বিপণন ব্যবস্থাপনা বলে। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি প্রধান উপাদান বলে বিবেচিত।[৩০]

জ. **পরিকল্পনা (Planning) :** ভবিষ্যতের কাজকে কিভাবে সম্পন্ন করা হবে তা বর্তমানে নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াকেই পরিকল্পনা বলে। পরিকল্পনা যথাযথ না হলে শিল্পায়নে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সঠিক তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বাস্তবসম্মত ও প্রয়োগযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সাফল্য নিশ্চিত করা যায়। পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনে দক্ষ ব্যক্তির সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

ঝ. **চাহিদা নির্ধারণ (Determination of Demand) :** বাজারের চাহিদা সঠিকভাবে নির্ধারণ শিল্পায়নে সফলতার অন্যতম প্রধান উপাদান। যে পণ্য শিল্পোদ্যোক্তা উৎপাদন করবেন তার প্রকৃত চাহিদা কত, এ চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু, এ পার্থক্য পূরণের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা কতটুকু সরবরাহ করতে পারবেন এসবই নির্ধারণ করা

---

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

২৮. রেজাউল করিম সিদ্দিক ও মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার, *ব্যবসায় উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

২৯. ড. জালাল উদ্দিন, *শিল্প অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

৩০. রেজাউল করিম সিদ্দিক ও মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার, *ব্যবসায় উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

জরুরি। সঠিক চাহিদা নির্ধারণ করতে পারলে শিল্পোদ্যোক্তার পক্ষে বাজার টিকিয়ে রাখার জন্য সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ সম্ভব হয়।[৩১]

ঞ. **সরকারি নীতিমালা (Government Policies) :** একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় শিল্পনীতি কী তার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি।[৩২]

ট. **প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resources) :** প্রাকৃতিক সম্পদও শিল্পায়নের একটি প্রধান উপাদান। তাই শিল্পের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের সহজপ্রাপ্যতার প্রতি একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে সর্বদা খেয়াল রাখা জরুরি।[৩৩]

শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিন্যাস

শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবিন্যাসিত করা হয়েছে :[৩৪]

১. বৃহৎ শিল্প ২. মাঝারি শিল্প ৩. ক্ষুদ্র শিল্প ৪. মাইক্রো শিল্প ৫. কুটির শিল্প ৬. হাইটেক শিল্প ৭. সংরক্ষিত শিল্প ৮. অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প ৯. নিয়ন্ত্রিত শিল্প ১০. নারী শিল্পোদ্যোক্তা।

মালিকানার দিক থেকে শিল্পের শ্রেণি বিন্যাস :

(ক) ১. দেশিয় মালিকানা ২. বিদেশি মালিকানা ৩. যৌথ মালিকনা।
(খ) ১. সরকারি মালিকানা ২. বেসরকারি মালিকানা ৩. যৌথ মালিকনা।

উৎপাদিত পণ্য ও সেবার ভিত্তিতে শিল্পের শ্রেণি বিন্যাস :

ক. ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খ. খনিজ শিল্প গ. বিদ্যুৎ শিল্প ঘ. নির্মাণ শিল্প।

ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের শ্রেণি বিন্যাস :

ক. খাদ্য, পানীয়, তামাক। এ শিল্পের অন্তর্ভূত খাতগুলো হচ্ছে- মাছ ও সামুদ্রিক খাদ্য, সয়াবিন ও ভেজিটেবল অয়েল, ময়দার কল, চিনিকল, চা শিল্প, কোমল পানীয়, তামাক শিল্প ইত্যাদি।

খ. পাট, সূতি বস্ত্র এবং চামড়া শিল্প। এ শিল্পের অন্তর্ভূক্ত খাতগুলো হচ্ছে- সূতি বস্ত্র, পাট বস্ত্র, তৈরি পোশাক।

গ. কৃষিজাত পণ্য সামগ্রীর কারখানা।

ঘ. কাগজ ও কাগজজাত পণ্যের কারখানা।

ঙ. রাসায়নিক সার, পেট্রোলিয়াম ও রাবার। সার, ঔষধ শিল্প, কীটনাশক কারখানা, রং ও পালিশ, দিয়াশলাই, রাবারের জুতা, সাবান ডিটারজেন্ট ইত্যাদি।

চ. মৌলিক ধাতব পণ্য।

---

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৩২. ড. জালাল উদ্দিন, *শিল্প অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
৩৩. প্রাগুক্ত।
৩৪. *জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০*, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ১১-১৩

ছ. ফ্যাবরিকেটেড মেটাল, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ এ খাতের অন্তর্ভূক্ত।

বৃহৎ শিল্প[৩৫]

১. ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে 'বৃহৎ শিল্প'[৩৬] (Large Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ (replacement cost) ৩০ কোটি টাকার অধিক কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৫০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।[৩৭]

২. সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে 'বৃহৎ শিল্প'[৩৮] বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকার অধিক কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।[৩৯]

সেবাশিল্পের খাতসমূহ[৪০]

সাম্প্রতিককালে শিল্প ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের সীমানা পেরিয়ে এর ব্যাপকতায় পরিবহণ খাতসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডও শিল্পখাতের মধ্যে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে সম্পৃক্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যেমন-এগ্রোবেইজড ও এগ্রো-প্রসেসিং শিল্প, মৎস্য আহরণ, মৎস্য সংরক্ষণ ও বিপণন, হর্টিকালচার, ফুলচাষ ও ফুল বাজারজাতকরণ, খাদ্যশস্য ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পাটের পোস্ট হার্ভেস্ট প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদিকেও শিল্প খাতের আওতায় আনা হয়েছে। অনুরূপভাবে পর্যটন শিল্প, হোটেল ব্যবস্থাপনা, টেলিকম্যুনিকেশন, আইসিটি-এর আওতায় কম্পিউটার সফটওয়্যার ও প্রোগ্রামিং, ই-কমার্স, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ও এলায়েন্স বর্তমান প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সমৃদ্ধভাবে সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিজের মধ্যে সেবাশিল্প হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। একইভাবে পরিবহণ ও যোগাযোগ, নির্মাণ, হাউজিং, ফার্নিচার, বনশিল্প এবং চিত্তবিনোদনের জন্য সিনেমা ও ডিভিডি ইত্যাদিকেও শিল্প হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। বর্তমান শিল্পোন্নত বিশ্বে সেবা খাতের আওতাভুক্ত যেমন-প্রিন্টিং প্রেস, গিনিং এন্ড বেলিং, কনস্ট্রাকশন বিজনেস, ফটোগ্রাফি, ল্যাবরেটরি, ওয়্যারহাউস, কোল্ড স্টোরেজ, কনটেইনার সার্ভিসকে সেবাশিল্প

---

৩৫. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭২

৩৬. 'সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প সুবিধাজনক হবে না, তাই যেখানে প্রয়োজন হয় সেখানে কর্পোরেশন জাতীয় বৃহৎ শিল্পকে পছন্দ করা যেতে পারে। ফলে, সমাজে মালিকানার ধারণাটি আরও বেশি মজবুত হতে পারে।' দ্র. সি. রাইট মিলস্, *দি পাওয়ার এলিট*(নিউইয়র্ক : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৯), পৃ. ১১৭

৩৭. রেজাউল করিম সিদ্দিক ও মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার, *ব্যবসায় উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-৪

৩৮. 'অর্থনীতির বিশেষ খাতের জন্য বৃহৎ শিল্প অতীব জরুরি। তাই যেখানে প্রয়োজন বৃহৎ শিল্পকে উৎসাহিত করতে হবে, যদি আর্থ-সামাজিক খরচের চেয়ে লাভ বেশি হয়ে থাকে এবং সস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করতে না হয়।' দ্র. এম, উমর চাপরা, *ইসলাম অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

৩৯. 'পশ্চিমা বিশ্বের বর্তমান বড় বড় কর্পোরেশনগুলো ক্ষমতা ও সম্পদের কুক্ষিগত হওয়ার পিছনে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি যদিও কর্পোরেশনগুলো অর্থনীতিতে প্রভাবশালী খাত হিসেবে কাজ করছে, মৌলিক উৎপাদন, মূল্য এবং বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে এ কর্পোরেশনগুলো প্রভাব খাটাচ্ছে। ফলে সমগ্র জাতি তথা বিশ্ব প্রভাবিত হচ্ছে।' দ্র. গ্যাবরিয়েল কলকো, *ওয়েলথ এন্ড পাওয়ার ইন আমেরিকা : এন এনালাইসিস অব স্যোসাল ক্লাস এন্ড ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন*(নিউ ইয়র্ক : প্রেজার, ১৯৬৪), পৃ. ৬৮ ও ১২৭

৪০. *জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্তমান শিল্পনীতিতে সেবা শিল্পসমূহের তালিকা নিম্নরূপ ভাবে তৈরি করা হয়েছে।[৪১]

টেবিল-১ : সেবা শিল্পসমূহের তালিকা

ক্রমিক	সেবাশিল্পের খাতসমূহ
১	কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড যেমন- মৎস্য আহরণ, মৎস্য সংরক্ষণ ও বিপণন
২	তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা (আইটিইএস) ও কর্মকাণ্ড যেমন- সিস্টেমস এনালাইসিস, ডিজাইন, সলিউশন সিস্টেম উন্নয়ন, তথ্য সেবা প্রদান, কল সেন্টার সার্ভিস, অফশোর ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ওডিসি), বিজনেস প্রসেস আউট সোর্সিং (বিপিও) ইত্যাদি
৩	নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং
৪	বৈদেশিক কর্মসংস্থান[৪২]
৫	বিনোদন শিল্প
৬	জিনিং অ্যান্ড বেলিং
৭	হর্টিকালচার, ফ্লোরিকালচার, ফুলচাষ ও ফুল বাজারজাতকরণ
৮	হাসপাতাল ও ক্লিনিক
৯	নিউক্লিয়ার ও এনালাইটিক্যাল সেবা (যেমন- নিউক্লিয়ার চিকিৎসা সেবা)
১০	পর্যটন ও সেবা
১১	মানব সম্পদ উন্নয়ন, উচ্চমানের মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন নলেজ সোসাইটি
১২	বিভিন্ন ধরনের টেস্টিং ল্যাবরেটরি
১৩	ফটোগ্রাফি
১৪	টেলিকম্যুনিকেশন
১৫	পরিবহণ ও যোগাযোগ
১৬	ওয়্যারহাউজ
১৭	ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি
১৮	ফিলিং স্টেশন (প্রেট্রোল পাম্প, সি এন জি স্টেশন, কনভার্শন সেন্টার)
১৯	প্রাইভেট ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো এন্ড কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশন
২০	ট্যাংক টার্মিনাল
২১	চেইন সুপার মার্কেট/শপিংমল
২২	এ্যাভিয়েশন সার্ভিস
২৩	ইন্সপেকশন এন্ড টেস্টিং সার্ভিস

৪১. প্রাগুক্ত।

৪২. 'বৈদেশিক সম্পদের মুদ্রার উপর চাপ কমাতে এবং কর্মসংস্থান ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে আমদানি বিকল্প শিল্প কারখানা গড়ে তোলা জরুরি তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে অব্যাহত উন্নয়ন দর্শনের অনুপস্থিতিতে আমদানি বিকল্প শিল্প কারখানা নির্বাচন করার বিষয়টির সাথে ন্যায়পর উন্নয়ন অথবা সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে যৌক্তিক নীতির সম্পর্ক বিতর্কিত থেকে যায়।' দ্র. এম, উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

ক্রমিক	সেবাশিল্পের খাতসমূহ
২৪	মডার্নাইজড ক্লিনিং সার্ভিস ফর হাইরাইজ এপার্টমেন্টস, কমার্শিয়াল বিল্ডিং
২৫	অটোমোবাইল সার্ভিসিং
২৬	টেকনিক্যাল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটস
২৭	দুগ্ধ ও পোল্ট্রি উৎপাদন এবং বিপণন
২৮	বিজ্ঞাপন শিল্পখাত ও মডেলিং যেমন- প্রিন্ট মডেলিং, টিভি কমার্শিয়ালস, র‍্যাম্প মডেলিং (ক্যাট ওয়াক/ফ্যাশন)
২৯	বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প
৩০	আউটসোর্সিং এবং সিকিউরিটি সার্ভিস (বেসরকারিভাবে নিরাপত্তারক্ষী/ জনবল সরবরাহ)
৩১	সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল ব্যবসা

মাঝারি শিল্প[৪৩]

১. ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' (Medium Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ কোটি টাকার অধিক এবং ৩০ কোটি টাকার মধ্যে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০-২৫০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

২. সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫০-১০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

৩. কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।[৪৪]

ক্ষুদ্র শিল্প[৪৫]

১. ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প'[৪৬] (Small Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী

---

৪৩. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭২

৪৪. রেজাউল করিম সিদ্দিক ও মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার, *ব্যবসায় উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

৪৫. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭২

৪৬. ড. মোহাম্মদ ইউনুস ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন এ বলে যে, 'দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য মজুরিভিত্তিক নিয়োগ সুখকর কোন ব্যাপার নয় এবং আত্মকর্মসংস্থান একজন ব্যক্তির সম্পদের ভিত্তি মজবুত করার ক্ষেত্রে মজুরিভিত্তিক নিয়োগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।' দ্র. ড. মোহাম্মদ ইউনুস, *দি পুওর এজ দি ইঞ্জিন অব গ্রোথ*(ওয়াশিংটন : দি ওয়াশিংটন কোয়ার্টারলী, হেমন্ত, ১৯৮৭), পৃ. ৩১

সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৫-৯৯ জন শ্রমিক কাজ করে।[৪৭]

২. সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০-২৫ জন শ্রমিক কাজ করে।

৩. কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।[৪৮]

মাইক্রো শিল্প[৪৯]

১. 'মাইক্রো শিল্প' (Micro Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০-২৪ জন বা তার চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে।

২. কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।[৫০]

কুটির শিল্প[৫১]

১. 'কুটির শিল্প' (Cottage Industry) বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্য বিশিষ্ট সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে

---

৪৭. 'ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গরীব পরিবারগুলোর সদস্যদের জন্য উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হ্রাস করবে।' দ্র. হাসানুল বান্না, *মাজমুয়াত রাসাইল*(আলেকজান্দ্রিয়া : দারুদ দাওয়াহ্, ১৯৮৯), পৃ. ২৬৭

৪৮. রেজাউল করিম সিদ্দিক ও মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার, *ব্যবসায় উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-৪

৪৯. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৩

৫০. *জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৫১. 'ইতালিতে কুটিরশিল্পীরা পারিবারিক ব্যবসা হিসেবে অনেক কাজই করে থাকে বলে ইতালিয়ান স্বর্ণালংকার, স্বর্ণ, রোপ্য, চামড়াজাত সামগ্রি, এমব্রয়ডারি, কাঁচের কাজ, আসবাবপত্র তৈরি, জুতা তৈরি এবং কাপড় উৎপাদন ইত্যাদি কতিপয় খাতে ব্যবসায়িক সফলতা এসেছিল।' দ্র. আলান ফ্রেডম্যান, *ইটালিয়ান স্মল বিজনেস : দি ব্যাকবোন অব দি ইকনোমি এক্সপ্লোরড*(নিউইয়র্ক : ফিন্যানশিয়াল টাইমস, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭), পৃ. ১

স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকার নিচে এবং পারিবারিক সদস্য সমন্বয়ে সর্বোচ্চ জনবল ১০ এর অধিক নহে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়।[৫২]

২. কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

হাইটেক শিল্প

১. 'হাইটেক শিল্প' বলতে জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব এবং আইটি/আইটিইএস বা গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) নির্ভর শিল্পকে বুঝায়।

২. কোন একটি শিল্প কারখানা সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃক নিবন্ধিত শিল্পের বেলায় যে কোন বিনিয়োগ সীমা হলেও তার দায়–দায়িত্ব প্রাথমিক পোষক কর্তৃপক্ষের আওতায় থাকে।

সংরক্ষিত শিল্প

১. সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে যে সকল শিল্প জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন এবং যেসব শিল্প স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হিসাবে সরকারি বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষিত সেসব শিল্পকে সংরক্ষিত শিল্প (Reserved Industry) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[৫৩]

টেবিল-২ : সংরক্ষিত শিল্পখাতের তালিকা

ক্রমিক	সংরক্ষিত শিল্পের খাতসমূহ
১	অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি
২	পারমাণবিক শক্তি
৩	সিকিউরিটি প্রিন্টিং ও টাকশাল
৪	বনায়ন ও সংরক্ষিত বনভূমির সীমানায় যান্ত্রিক আহরণ

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প

১. 'অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প' (Thrust Sector) বলতে সে সমস্ত উদীয়মান শিল্পকে বুঝায় যেসব শিল্পের প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা/ প্রেষণা প্রদানের মাধ্যমে পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সরকার কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অগ্রাধিকারমূলক নীতি সমর্থন যোগানো প্রয়োজন হয়। তবে উল্লিখিত উপাদান (Factors) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনার ভিত্তিতে কোন শিল্পখাত/শিল্প উপ-খাত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাত/উপ-খাত হিসেবে সরকার কর্তৃক ঘোষিত হয়। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ বিশেষ প্রণোদনা (Special Incentives) ও আর্থিক সহায়তা যেমন- শুল্ক/কর অব্যাহতি (Tax Exemptions), দ্বৈতকর প্রদান থেকে

---

৫২. 'জার্মানিতে পারিবারিক ব্যবসা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সব সময় পালন করে থাকে বলে সেখানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে তোলার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।' দ্র. আলান ফ্রেডম্যান, *স্মল বিজনেস*(নিউইয়র্ক : ফিন্যানশিয়াল টাইমস, ২৯ এপ্রিল ১৯৮৭), পৃ. ১

৫৩. *জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১৩

অব্যাহতি, হ্রাসকৃত হারে কর আরোপের বিষয়টি আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪, The Customs Act, 1969 এবং মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ মোতাবেক বিবেচনা করা হয়।[৫৪]

২. দেশিয় প্রযুক্তির ব্যবহার, আমদানি প্রতিস্থাপন, উপযোজন এবং/অথবা রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় বা অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহসহ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলেও প্রদান করা হয়। তবে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতের আওতায় শিল্পোদ্যোক্তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ সব সুবিধা পেয়ে থাকেন।

৩. সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শক্রমে এবং বিভিন্ন শিল্প ও তাদের বিকাশের সম্ভাবনা ও অর্থনীতির উপর তাদের সম্ভাব্য ইতিবাচক প্রভাব বিষয়ে সংগৃহিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সরকার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পসমূহের তালিকা তৈরি ও সেটাকে সময়ে সময়ে পুনর্মূল্যায়নপূর্বক হালনাগাদ করে থাকে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প কারখানাসমূহ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলো চিহ্নিতকরণ ও অতীত পারফরমেন্সের ভিত্তিতে সরকার অগ্রাধিকার খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য করণীয় নির্ধারণসহ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৪. জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ করে শিল্পখাতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত উপখাত/শিল্প কারখানাসমূহের অবদান এবং পারফরমেন্স বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনান্তে সরকার অগ্রাধিকার খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য প্রদত্ত সুবিধাসমূহ নির্ধারণ করে এবং প্রদেয় প্রণোদনা তালিকা (List of Incentives) তৈরি করে।

টেবিল-৩ : অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প খাতের তালিকা[৫৫]

ক্রমিক	অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পের খাতসমূহ
১	কৃষিভিত্তিক ও কৃষিপণ্য/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প
২	জনশক্তি রপ্তানি
৩	জাহাজ নির্মাণ ও পরিবেশ সম্মত জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প
৪	নবায়ন যোগ্য শক্তি (সোলার পাওয়ার, উইন্ড মিল)
৫	পর্যটন শিল্প
৬	বেসিক কেমিক্যালস রং ও রাসায়নিক দ্রব্য
৭	আইসিটি পণ্য ও আইসিটি ভিত্তিক সেবা
৮	তৈরি পোশাক শিল্প (উচ্চমূল্য সংযোজিত পোশাক শিল্প বিশেষ অগ্রাধিকার পাবে)
৯	এ্যাকটিভ ফার্মাসিটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট শিল্প ও রেডিও ফার্মাসিটিক্যাল শিল্প
১০	ভেষজ ঔষধ শিল্প
১১	তেজস্ক্রিয় রশ্মির (বিকিরণ) প্রয়োগ শিল্প (পচনশীল পলিমারের গুণগত

৫৪. *জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৫৫. *জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

ক্রমিক	অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পের খাতসমূহ
	মান উন্নয়ন/খাদ্য-শস্য সংরক্ষণ/ চিকিৎসা সামগ্রী জীবাণুমুক্তকরণ শিল্প)
১২	পলিমার উৎপাদন শিল্প
১৩	পাটজাত
১৪	চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য
১৫	হাসপাতাল ও ক্লিনিক
১৬	অটোমোবাইল
১৭	প্লাষ্টিক শিল্প
১৮	ফার্নিচার
১৯	হস্ত শিল্প
২০	বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি (Energy efficient appliances)/ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প/ইলেক্ট্রনিক মেটেরিয়েল উন্নয়ন[৫৬]
২১	হিমায়িত মৎস্য শিল্প
২২	চা শিল্প
২৩	হোম টেক্সটাইল
২৪	সিরামিকস (সিরামিক তৈজসপত্র, টাইলস্ এবং সেনিটারি পণ্য)
২৫	টিসু গ্রাফটিং ও বায়োপ্রযুক্তি (বায়োটেকনোলজি)
২৬	জুয়েলারি
২৭	খেলনা
২৮	কনটেইনার সার্ভিস
২৯	ওয়্যারহাউজ
৩০	নব উদ্ভাবিত ও আমদানি বিকল্প শিল্প
৩১	প্রসাধনী ও টয়লেট্রি
৩২	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প

নিয়ন্ত্রিত শিল্প[৫৭]

১. প্রাকৃতিক/খনিজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে, দেশের স্বার্থে সেবামূলক/বিনোদনমূলক কিছু শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সরকারের যথাযথ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি হুমকির কারণ হতে পারে বা অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন সকল শিল্প সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের (যেমন- সংস্কৃতি/ধর্ম মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি ইত্যাদি) অনুমোদন/ অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে বেসরকারি খাতে স্থাপন করা হয়। সরকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে নিয়ন্ত্রিত শিল্পের তালিকা তৈরি করে। তাছাড়া,

৫৬. 'অভ্যন্তরীণভাবে ক্ষুদ্র শিল্প জাপানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাপানী শিল্প পণ্যের প্রায় ৫০% কর্মসংস্থান হয়েছে এ শিল্পখাতে। জাপানে তিন ভাগের এক ভাগ খুচরা বিক্রয় হয়ে থাকে ক্ষুদ্র পারিবারিক স্টোরগুলোর মাধ্যমে। এসব ক্ষুদ্র ব্যবসা স্টোর আইন দ্বারা সংরক্ষিত ও পরিচালিত।' দ্র. স্টিভেন সলোমন, *স্মল বিজনেস, ইউএসএ*(নিউইয়র্ক: ক্রাউন পাবলিশার্স, ১৯৮৬), পৃ. ২৮৩-২৮৪

৫৭. *জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্প যেমন- ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মনোরেইল, আন্ডারগ্রাউন্ড রেইল, অর্থনৈতিক অঞ্চল ইত্যাদির ক্ষেত্রে Private Sector Infrastructure Guidelines-এর উল্লেখিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

২. নিয়ন্ত্রিত শিল্পের ক্ষেত্রে সরকার যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্পে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ-কারীদের ইক্যুইটির হার নির্ধারণ করতে পারে।

৩. জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ যৌক্তিক কারণে নিয়ন্ত্রিত শিল্পের তালিকা সময় সময় সভা করে সংকোচন বা সম্প্রসারণ করতে পারে।

৪. নিয়ন্ত্রিত তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের অনুমোদন/ অনাপত্তি না পাওয়া পর্যন্ত শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষ যেমন বিনিয়োগ বোর্ড, বিসিক, বেপজা শিল্প স্থাপনের জন্য নিবন্ধন দিতে পারে না।

টেবিল-৪ : নিয়ন্ত্রিত শিল্পের তালিকা[৫৮]

ক্রমিক	নিয়ন্ত্রিত শিল্পের খাতসমূহ
১	যন্ত্রচালিত ট্রলারযোগে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শিল্প
২	বেসরকারি খাতে ব্যাংক/আর্থিক শিল্প
৩	বেসরকারি খাতে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি
৪	বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্পসমূহ
৫	প্রাকৃতিক গ্যাস/তৈল অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প
৬	কয়লা অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প
৭	অন্যান্য প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প
৮	বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প (যেমন-ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে, মনোরেইল, অর্থনৈতিক অঞ্চল, ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো/কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশন ইত্যাদি) স্থাপন
৯	ক্রুড অয়েল রিফাইনারি (জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত)/ব্যবহৃত লুব অয়েল রিসাইক্লিং/রিফাইনিং
১০	কাঁচামাল হিসেবে দেশিয় প্রাকৃতিক গ্যাস/কনডেনসেট ও অন্যান্য খনিজ ব্যবহৃত মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান
১১	টেলিকম্যুনিকেশন সেবা শিল্প (মোবাইল/সেলুলার এবং ল্যান্ড ফোন)
১২	স্যাটেলাইট চ্যানেল
১৩	কার্গো/যাত্রী পরিবহণ বিমান
১৪	সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল
১৫	সমুদ্র বন্দর/গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন
১৬	VoIP ও IP Telephone
১৭	সৈকত বালি থেকে আহরিত ভারী খনিজ নির্ভর শিল্প স্থাপন ও আহরণ

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

নারী শিল্পোদ্যোক্তা শিল্প[৫৯]

১. যদি কোন নারী ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্ত্বাধিকারী বা প্রোপ্রাইটর হন কিংবা অংশিদারি প্রতিষ্ঠান বা জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে অন্যূন ৫১% অংশের মালিক হন তাহলে তিনি নারী শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন।[৬০]

আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর শুল্ক সুবিধার জন্য এলাকা বিভাজন করা হয়েছে। শিল্পোন্নত এলাকা ও শিল্পে অনুন্নত এলাকা। নিম্নে সারণিবদ্ধভাবে তা দেখানো হলো :

টেবিল-৫ : শিল্পোন্নত এলাকার তালিকা

বিভাগ	জেলাসমূহ
ঢাকা বিভাগ	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও গাজীপুর
চট্রগ্রাম বিভাগ	চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর
রাজশাহী বিভাগ	বগুড়া

টেবিল-৬ : শিল্পে অনুন্নত এলাকার তালিকা

বিভাগ	জেলাসমূহ
রাজশাহী বিভাগ	জয়পুরহাট, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা
রংপুর	রংপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর, নিলফামারি, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা
খুলনা	চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট
বরিশাল	বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালি, বরগুনা ও ভোলা
ঢাকা বিভাগ	জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ি, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর, মাদারিপুর, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ
চট্রগ্রাম বিভাগ	খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান
সিলেট	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভিবাজার ও হবিগঞ্জ

টেবিল-৭ : কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড ও কৃষিপণ্য/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প তালিকা[৬১]

ক্রমিক	কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড ও কৃষিপণ্য/ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের খাতসমূহ
১	প্রক্রিয়াকরণকৃত ফলজাত খাদ্য[৬২] (জ্যাম, জেলি, জুস, আচার, শরবত, সিরাপ, সস ইত্যাদি)

৫৯. *জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৬০. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৬১. *জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

ক্রমিক	কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড ও কৃষিপণ্য/ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের খাতসমূহ
২	ফল (টমেটো, আম, পেয়ারা, ইক্ষু, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, নারিকেল ইত্যাদি), শাক-সবজি, ডাল প্রক্রিয়াকরণ
৩	ব্রেড এন্ড বিস্কুট, সেমাই, লাচ্ছা, চানাচুর, নুডুলস ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ
৪	আটা, ময়দা, সুজি প্রস্তুতকরণ
৫	মাশরুম ও স্পাইরুলিনা (Spirulina) প্রক্রিয়াকরণ
৬	স্টার্চ, গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ এবং অন্যান্য স্টার্চ পণ্য উৎপাদন
৭	দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ (দুধ পাস্তুরিতকরণ, গুড়োদুধ, আইসক্রিম, কনডেন্সড মিল্ক, মিষ্টি, পনির, মাখন, ঘি, চকোলেট, দধি ইত্যাদি)
৮	আলু থেকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য (চিপস, পটেটো, ফ্লেক্স, স্টার্চ ইত্যাদি) উৎপাদন
৯	বিভিন্ন গুড়ো মসলা উৎপাদন
১০	ভোজ্য তেল পরিশোধন ও হাইড্রোজিনেশন
১১	লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ
১২	চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও হিমায়িতকরণ
১৩	হারবাল ও ভেষজ প্রসাধনী (Cosmetics) প্রস্তুতকরণ
১৪	ইউনানি আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতকরণ
১৫	হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু এবং মাছের জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুতকরণ
১৬	বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ
১৭	পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণ (যেমন- দড়ি, সূতা, টোয়াইন, চট, থলে, কার্পেট, পাটের স্যান্ডেল প্রভৃতি)
১৮	রেশম বস্ত্র ও বস্ত্র উৎপাদন
১৯	কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে সহায়ক যন্ত্র শিল্প স্থাপন, মেরামত প্রভৃতি
২০	চাল, মুড়ি, চিড়া, খৈ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ (স্বয়ংক্রিয় চাল কলসহ)
২১	সুগন্ধি চাল উৎপাদন
২২	চা প্রক্রিয়াকরণ
২৩	নারিকেল তৈল প্রস্তুতকরণ
২৪	রাবার টেপ, লাক্ষা প্রক্রিয়াজাতকরণ
২৫	কোল্ড স্টোরেজ
২৬	কাঠ, বাঁশ ও বেতের আসবাব তৈরি এবং তামা-কাঁসার সরঞ্জামাদি তৈরি
২৭	ফুল সংরক্ষণ ও রপ্তানি
২৮	মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ
২৯	জৈব সার, মিশ্র সার, গুটি ইউরিয়া ইত্যাদি তৈরি[৬৩]
৩০	বায়োপেস্টিসাইড, নিম উৎপাদিত পেস্টিসাইড ইত্যাদি তৈরি
৩১	মৌমাছি চাষ/মধু তৈরি
৩২	পার্টিকেল বোর্ড

৬২. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৬৩. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

ক্রমিক	কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড ও কৃষিপণ্য/ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের খাতসমূহ
৩৩	চিনি ও অন্যান্য মিষ্টিকারক পণ্য
৩৪	সয়াফুড উৎপাদন ও সয়াবিন প্রসেসিং
৩৫	সরিষার তৈল প্রস্তুতকারী শিল্প (যদি দেশিয় সরিষা ব্যবহৃত হয়)
৩৬	রাবারজাত দ্রব্যাদি তৈরির প্রকল্প

টেবিল-৮ : পর্যটন শিল্পের আওতাভুক্ত সম্ভাব্য প্রোডাক্টের তালিকা

ক্রমিক	সরকারি খাতভুক্ত ট্যুরিজম প্রোডাক্টসমূহ
১	সকল প্রকার ঐতিহাসিক পর্যটন এলাকা
২	প্রত্নতাত্ত্বিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদ যা পর্যটন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত বা পরবর্তীতে চিহ্নিত হবে
৩	সরকারি মালিকানাধীন হোটেল/মোটেল/রিসোর্ট সেন্টার/ চিড়িয়াখানা/ বোটানিকাল গার্ডেন
	বেসরকারি খাতভুক্ত ট্যুরিজম প্রোডাক্টসমূহ
১	বেসরকারি পর্যটন কেন্দ্র
২	হোটেল/মোটেল/কটেজ/হানটিং লজ/হলিডে হোম ইত্যাদি
৩	সকল প্রকার রাইডস
৪	থিম পার্ক
৫	ট্যুরিষ্ট রিসোর্ট
৬	এ্যামিউজমেন্ট পার্ক
৭	ফ্যামিলি ফান এন্ড গেমস্
৮	পিকনিক স্পট
৯	স্যুটিং স্পট
১০	হেলথ ক্লাব
১১	চিলড্রেন পার্ক
১২	দেশিয় সংস্কৃতি ভিত্তিক নৃত্য ও অন্যান্য প্রদর্শনীর জন্য স্থায়ী মঞ্চ
১৩	বার্ডস/বাটার ফ্লাই পার্ক
১৪	সাফারী পার্ক/চিড়িয়াখানা
১৫	নৌ ও সমুদ্র কুজিন
১৬	সী-সাইড এক্যুরিয়াম
১৭	সাইট সিয়িং ট্যুর
	শুধুমাত্র পর্যটন কেন্দ্রে অবস্থিত প্রোডাক্টসমূহ
১	বিউটি পার্লার
২	দেশিয় আঞ্চলিক/কন্টিনেন্টাল/চাইনিজ ও অন্যান্য দেশের খাবারের দোকান
৩	কুটির শিল্প ভিত্তিক স্থায়ী বিক্রয় কেন্দ্র

পরিশেষে বলা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। এ ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সমস্যা হল সৃজনশীল উদ্যোগের অভাব। শিল্পখাতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। দেশে অনেক শিক্ষিত বেকার যুবকগণ এবং দক্ষ ও আধা-দক্ষ বেকার জনসম্পদ রয়েছেন।[৬৪] এ ছাড়া প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করে অনেক যুবক চাকুরি বাজারের এই বিদ্যমান বেকারদের সাথে যোগ দিচ্ছেন। দেশের আয়বর্ধক খাত সৃষ্টি করা না হলে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্ভব ঘটবে না এবং বিদ্যমান শিক্ষিত বেকার যুবকগণ কোন কাজে আসবে না। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ দেশে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা যায়।

৬৪. 'ব্যাংক ব্যবস্থার ইসলামীকরণ এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পে অর্থায়নের ফলে গ্রামীন জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের এক বিরাট অংশ যা এখনো ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় চলে আসেনি এখন তা আসতে পারে। গ্রামীন সঞ্চয় ব্যাংকে না আসার কারণ হতে পারে তাদের অবিশ্বাস। এর ফলে অর্থনীতিতে অলস সঞ্চয় সঞ্চালিত হবে এবং মূল্যস্তর বৃদ্ধি ছাড়াই উচ্চ হারে উন্নয়ন সূচিত হবে। তাছাড়া সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে স্বর্ণের চাহিদা কমবে এবং বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয় অবমুক্ত হবে; শিল্পায়নের প্রবৃদ্ধি ঘটবে।' দ্র. এম, উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, পৃ. ১৩৯-৪০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিল্পায়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য শিল্পায়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এখানকার মানুষের মাথাপিছু আয় উন্নত বিশ্বের তুলনায় নিতান্তই কম। এখানকার অর্থনীতিতে আজও কৃষি খাতের প্রাধান্য বিদ্যমান। অতি জনসংখ্যার চাপে এদেশে বেকারত্বও একটি ভয়াবহ সমস্যা। এদেশের মত অধিক জনসংখ্যার দেশে শিল্পায়ন এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রায় ষোল কোটি জনসংখ্যা[৬৫] অধ্যুষিত এ দেশে শিল্পায়নের অবস্থা ক্রমবর্ধমান। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে শ্রম বাজার সস্তা হওয়ায় তৈরি পোশাক শিল্পের মাধ্যমে মোট রপ্তানি আয়ের ৭৬ শতাংশ অর্জিত হয়। তবে দেশটিতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ঘন ঘন হরতাল, অবরোধ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক কমসূচি শিল্পায়নের সবচেয়ে বড় বাধা বলে ব্যবসায়ী ও অর্থনীতি বিশ্লেষকগণ মনে করেন।[৬৬] ফলে লেনদেনের ভারসাম্য সর্বাদাই বাংলাদেশের প্রতিকূল। সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে এ দেশে শিল্পায়ন অপরিহার্য একটা বিষয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ কৃষি প্রধান দেন। কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর না করে দেশের অর্থনীতিকে যদি দ্রুত উন্নয়নের পথে ধাবিত করাতে হয় তাহলে শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই। উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন ও বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনীতিকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে এ দেশে শিল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা চালিকাশক্তি হতে পারে।[৬৭]

২. **মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন :** ২০১২-১৩ অর্থ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৬.১৮ ভাগ ও মাথাপিছু জাতীয় আয় মাত্র ১০৪৪ মার্কিন ডলার[৬৮] যা পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর তুলনায় খুবই নগন্য। নিম্ন মাথাপিছু আয়ের কারণে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মানও নিচু। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটাতে হলে অবশ্যই এদেশে শিল্পায়ন একটি অপরিহার্য উপায় হতে পারে।

৩. **কৃষির উন্নয়ন :** বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এখানকার কৃষি ব্যবস্থা খুবই উন্নত। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় উৎপাদনে অংশিদারিত্বের দিক থেকে এখানে কৃষির অবস্থান অন্যান্য খাতের তুলনায় শীর্ষে। কিন্তু উন্নত দেশের কৃষি ব্যবস্থার তুলনায় এখানকার কৃষি ব্যবস্থা আজও সেকেলে ধরনের। কৃষির উন্নয়ন ঘটাতে হলে কৃষির সাজ-সরঞ্জাম দরকার, যা পাওয়া যায় শিল্প-কারখানা থেকে। সে দৃষ্টিকোণ থেকেও বাংলাদেশে শিল্পের গুরুত্ব রয়েছে।

---

৬৫. *স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক ২০১২*, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পৃ. ২

৬৬. সম্পাদকমণ্ডলী, *শিল্পায়ন ও উন্নয়ন বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*(ঢাকা : প্যানোরমা পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৭), পৃ. ১০০

৬৭. ড. জালাল উদ্দিন, *শিল্প অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

৬৮. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-১৩*, পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. XI

৪. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** বাংলাদেশ একটা অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশ। এদেশে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ[৬৯] বেকার। অন্য দিকে কৃষিতে রয়েছে ছদ্মবেকারত্বের আধিক্য। ফলে বেকার এসব মানুষকে কর্মসংস্থান দান করা শুধু কৃষির পক্ষে সম্ভব নয়। এদেরকে কর্মসংস্থান দানের জন্য তাই শিল্পায়ন হতে পারে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিল্প।

৫. **প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার :** বাংলাদেশ দরিদ্র হলেও প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সেসব প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করার মত শিল্প-কারখানা না থাকায় একদিকে যেমন তার অপচয় হচ্ছে, অন্যদিকে হচ্ছে অপূর্ণ বা অদক্ষ ব্যবহার। সুতরাং এসব প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে হলে বাংলাদেশে শিল্পায়নের বিকল্প নেই।[৭০]

৬. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা :** কৃষি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে অতি সহজে। কিন্তু শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থায় অত সহজে বিপর্যয় আসে না। ফলে কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা কম হলে শিল্প নির্ভর অর্থনীতি গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার দিক থেকেও বাংলাদেশে শিল্পায়ন গুরুত্ববহ।[৭১]

৭. **লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণ :** প্রাথমিক পণ্য রপ্তানি ও শিল্পজাত পণ্য আমদানি করতে গিয়ে বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্য ক্রমাগত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই এ দশা কাটানোর জন্য বাংলাদেশে শিল্পায়নের গুরুত্ব রয়েছে।

৮. **আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন :** শিল্পায়নের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটে। সুতরাং সেদিক থেকেও বাংলাদেশে শিল্পায়নের গুরুত্ব অনেক।

৯. **বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাস :** একটি দেশ শিল্পে সমৃদ্ধ না হলে শিল্পজাত বিবিধ পণ্যের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয়। কোন কারণে সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে কূটনৈতিক দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি হলে দেশে অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশও শিল্পের ক্ষেত্রে এ অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং উক্ত সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে দেশে শিল্পায়ন যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

১০. **স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা :** দেশের প্রতিরক্ষা সাজ-সরঞ্জামের জন্য যদি বিদেশের উপর নির্ভরশীল হতে হয় তাহলে দেশটির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির মধ্যে থাকে। প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম নির্মাণকারী শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পশ্চাদপদ রয়েছে। সুতরাং সে শিল্প দেশে থাকা আবশ্যক। উপর্যুক্ত কারণে বাংলাদেশে দ্রুত ও নিশ্চিত উপায়ে শিল্পায়ন আবশ্যক।

১১. **রপ্তানি বাণিজ্যের সুনাম পুনরুদ্ধার :** বাংলাদেশের অর্থনীতি চিরকালই আমদানি নির্ভর ছিল না। এক সময়ে রপ্তানি বাণিজ্যে এ দেশের সুনাম ছিল বিশ্বজোড়া। বাংলার মসলিন বিশ্ব বাজারে সর্বোৎকৃষ্ট সৌখিন বস্ত্র হিসেবে মর্যাদার আসন লাভ করেছিল। বাংলাদেশের পণ্য সম্ভার নিয়ে দুঃসাহসী নাবিকগণ তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যেতেন বহির্বিশ্বের বন্দরে বন্দরে। কিন্তু, দীর্ঘ উপনিবেশিক শাসন-শোষণে

---

৬৯. ড. জালাল উদ্দিন, *শিল্প অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

৭১. প্রাগুক্ত।

> বাংলার সে সোনালী অতীত হারিয়ে গেছে কালের অন্ধকারে। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে এ দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ, আর এর ফলে দেশটা হয়ে উঠেছে আমদানি নির্ভর। আর তাই অন্যের সাহায্যের উপর ভরসা করেই প্রণয়ন করতে হয় বাংলাদেশের বাজেট ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য পরিকল্পনা। এ গ্লানিকর অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করে আত্মনির্ভরশীল ও একটা মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে জগৎ সভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে ব্যাপক শিল্পায়ন ও রপ্তানিমুখী অর্থনীতি গড়ে তোলা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তাই বাংলাদেশের উৎপাদনই সমৃদ্ধি এ শ্লোগান তুলে সাহায্য নয় বাণিজ্য এ উচ্চারণ নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ব্রত নিতে হবে।[৭২] আমদানি এবং উন্নয়ন ব্যয় মেটাতে এ দেশের পরনির্ভর হয়ে থাকতে হচ্ছে। একটা স্বাধীন মর্যাদাশীল জাতির জন্য এটা কাম্য হতে পারে না। তাই পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার নীতি তথা ব্যাপকভাবে শিল্পায়নের নীতি ও পদক্ষেপ নেয়া বাংলাদেশের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, নিঃসন্দেহে স্বনির্ভরতা অর্জন, বেকার সমস্যার সমাধান, ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অবশ্যই বাংলাদেশকে শিল্পায়নের প্রতি সর্বাত্মক গুরুত্ব আরোপ করা অত্যন্ত জরুরি হিসেবে পরিগণিত। বিনিয়োগের উৎসাহ জাগিয়ে তোলার জন্য শিল্পায়নের শান্তি-শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান করাও আবশ্যক।[৭৩] উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির একটি অপরিহার্য পূর্বশর্তও হচ্ছে শিল্পায়ন। অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্রায়ন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, ত্বরিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি হচ্ছে শিল্প উন্নয়নের সর্বজনস্বীকৃত নির্ণায়ক। শুধু কৃষির উপর নয়; কৃষিখাতকে উন্নত করার জন্য শিল্পায়নকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করা জরুরি।

---

৭২. সম্পাদকমণ্ডলী, *শিল্পায়ন ও উন্নয়ন বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান পরিচিতি

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বাংলাদেশ এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবন অবস্থিত হওয়ায় ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে রয়েছে বিস্তীর্ণ জলাধার বঙ্গোপসাগর। যৌক্তিক কারণেই চট্টগ্রামে ও মংলায় দু'টি সমুদ্রবন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নৌপথে পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যা বাংলাদেশের শিল্পায়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থানের একটি যোগসূত্র রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান পরিচিতির বর্ণনা করা হল :

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান : বাংলাদেশ ২০°৩৪ হতে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশে[৭৪] এবং ৮৮°০১ হতে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমায়[৭৫] অবস্থিত। ১৪৭৫৭০ বর্গকি.মি. বা ৫৬৯৭৭ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ বাংলাদেশ প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আবাস।[৭৬] বাংলাদেশের প্রমাণ সময় (জিএমটি) +৬ ঘন্টা।[৭৭] ভারতের সাথে মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৩,৭১৫ কি.মি.। মিয়ানমারের সাথে মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ২৮৩ কি.মি.। সমুদ্র উপকূলের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৭১১ কি.মি.। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা যার অপর নাম কর্কটক্রান্তি বা ট্রপিক অব ক্যান্সার। বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত সংযোগ রয়েছে ভারত ও মিয়ানমারের। বাংলাদেশ থেকে ফারাক্কা বাঁধের দূরত্ব ১৬.৫ কি.মি. বা ১১ মাইল। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ৩৬৭ কি.মি. বা ২০০ নটিক্যাল মাইল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল। ফ্রান্স ভিত্তিক Bureau international des poids et mesures প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বীকৃত হিসেব অনুযায়ী ১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫২০০ কি.মি. বা ১.১৫০৭৮ মাইল। বাংলাদেশের মধ্যে ভারতের ছিটমহল ১১১টি। ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের ছিটমহল রয়েছে ৫১টি। বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে ৫টি রাজ্যের। মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে ৩টি জেলার। মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে রাঙামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার-এর। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সীমানা রয়েছে রাঙামাটি জেলার। ভারতের সাথে সীমান্ত নেই বাংলাদেশের বরিশাল বিভাগের। ভারতের অধিকাংশ

---

৭৪. 'বিষুবরেখা হতে যে কোন দূরত্বে যে কোন কোণ অঙ্কন করা যায়। এরূপে কোন স্থান বিষুবরেখার সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে ঐ স্থানের অক্ষাংশ বলে।' দ্র. খান মুহাম্মদ সালেক, *ইসলামী ভূগোল*(ঢাকা : মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯৯), পৃ. ৪২

৭৫. 'লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে গ্রীনিচের উপর দিয়ে সুমেরু হতে কুমেরু বিন্দু পর্যন্ত একটি কাল্পনিক অর্ধবৃত্ত রয়েছে। এটাকে প্রধান দ্রাঘিমা রেখা বলা হয়। প্রধান দ্রাঘিমা রেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের দ্রাঘিমাংশ বলে।' দ্র. খান মুহাম্মদ সালেক, প্রাগুক্ত, *ইসলামী ভূগোল*, পৃ. ৪৪-৪৫

৭৬. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩*, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. xvi

৭৭. প্রাগুক্ত।

ছিটমহল বাংলাদেশের লালমানিরহাট জেলায়। বাংলাদেশের ছিটমহলগুলোর সবকটিই ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলায়। ভারত বাংলাদেশের জন্য তিনবিঘা করিডোর খুলে দেয় ২৬ জুন ১৯৯২ সালে। বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের স্থান বা দ্বীপ হলো ছেঁড়া দ্বীপ, সর্ব পূর্বের স্থান আখাইনঠং, সর্ব পশ্চিমের স্থান মনাকশা, সর্ব উত্তরের উপজেলার নাম তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়, সর্ব দক্ষিণের উপজেলার নাম টেকনাফ, কক্সবাজার। সর্ব দক্ষিণের জেলা হল কক্সবাজার ও সর্ব উত্তরের জেলা হল পঞ্চগড়। আয়তনে বড় বিভাগ হল চট্টগ্রাম ও ছোট বিভাগ সিলেট। আয়তনে বড় জেলা রাঙামাটি ও ছোট জেলা নারায়ণগঞ্জ (যা পূর্বে ছিল মেহেরপুর)। জনসংখ্যায় বড় বিভাগ ঢাকা ও ছোট বিভাগ বরিশাল। জনসংখ্যায় বড় জেলা ঢাকা ও ছোট জেলা বান্দরবান। আয়তনে বৃহত্তম উপজেলা শ্যামনগর (সাতক্ষীরা জেলা) ও ক্ষুদ্রতম উপজেলা বন্দর (নারায়ণগঞ্জ জেলা)। জনসংখ্যায় বৃহত্তম উপজেলা গাজীপুর সদর (গাজীপুর জেলা) ও ক্ষুদ্রতম উপজেলা থানচি (বান্দরবান জেলা)। আয়তনে বৃহত্তম থানা শ্যামনগর (সাতক্ষীরা জেলা) ও ক্ষুদ্রতম থানা হল ওয়ারি (ঢাকা জেলা)। আয়তনে বৃহত্তম পৌরসভা হল বগুড়া পৌরসভা ও ক্ষুদ্রতম পৌরসভা ভেদরগঞ্জ (শরিয়তপুর জেলা)। জনসংখ্যায় বৃহত্তম পৌরসভা বগুড়া সদর। আয়তনে বৃহত্তম ইউনিয়ন সাজেক (রাঙামাটি জেলা) ও ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন হাজীপুর (ভোলা)। জনসংখ্যায় বৃহত্তম ইউনিয়ন থামসানী (সাভার উপজেলা) ও ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন হাজীপুর (ভোলা)।

দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার জন্য নিম্নে বাংলাদেশের মানচিত্র উপস্থাপিত হলো :

বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর ২টি। ১. চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, ২. মংলা সমুদ্রবন্দর।

(১) চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর : বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। এটা ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৮৮ সালে। বন্দরটি কর্ণফুলি নদীর তীরে অবস্থিত। এটা বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার। এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯২% পরিচালিত হয়ে থাকে।[৭৮]

(২) মংলা সমুদ্রবন্দর : এ বন্দরটি ১৯৫০ সালে বর্তমান বাগেরহাট জেলায় পশুর নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দূর্যোগমুক্ত বন্দর হিসেবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মংলার বিশেষ পরিচিতি রয়েছে।[৭৯]

বাংলাদেশের স্থলবন্দরসমূহ :

১. বেনাপোল : শার্শা, যশোর। এটা বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর।
২. হিলি : দিনাজপুর। এটা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর।
৩. বাংলাবান্ধা : এটা তেতুলিয়ায় অবস্থিত।
৪. হাতিবান্ধা : এটা লালমনিরহাট জেলায় অবস্থিত।
৫. বিরল : এটা দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত।
৬. সোনা মসজিদ : এটা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।
৭. তামাবিল : এটা সিলেট জেলায় অবস্থিত।
৮. কসবা : এটা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত।
৯. হালুয়াঘাট : এটা ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত।
১০. বিবিরবাজার : এটা কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত।
১১. দর্শনা : এটা চুয়াডাঙ্গা জেলায় অবস্থিত।
১২. ভোমরা : এটা সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত।
১৩. বিলোনিয়া : এটা ফেনী জেলায় অবস্থিত।
১৪. টেকনাফ : এটা কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত এবং মিয়ানমারের সাথে একমাত্র স্থলবন্দর।

বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহ :

১. শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।
২. ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট।
৩. শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।
৪. যশোর বিমানবন্দর।
৫. বরিশাল বিমানবন্দর।
৬. কক্সবাজার বিমানবন্দর।
৭. ঈশ্বরদি বিমানবন্দর।

এছাড়াও দেশে উৎপাদিত শিল্পপণ্য এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সহজে পরিবহণের জন্য বাংলাদেশে রয়েছে দীর্ঘ নদীপথ, রেলপথ ও সড়কপথ। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে শিল্পায়নের যেমন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এর ভৌগোলিক অবস্থান ও বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ অঞ্চলে শিল্পায়নের প্রচুর সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজন কেবল বলিষ্ঠ ও সঠিক উদ্যোগের।

---

৭৮. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২*, অর্থমন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

তাহলেই সম্ভাবনাময় এদেশটা একদিন শিল্প বিপ্লব ঘটিয়ে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশের কাতারে গিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবে হয়ত সেদিন বেশি দূরে নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : দেশের শিল্পায়নের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। প্রায় ষোল কোটি জনসংখ্যা[৮০] অধ্যুষিত এ দেশে শিল্পায়নের অবস্থা ক্রমবর্ধমান। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে শ্রম বাজার সস্তা হওয়ায় তৈরি পোশাক শিল্পের মাধ্যমে মোট রপ্তানি আয়ের ৭৬ শতাংশ অর্জিত হয়। তবে দেশটিতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশই শিল্পায়নের সবচেয়ে বড় বাধা বলে ব্যবসায়ী ও অর্থনীতি বিশ্লেষকগণ ধারণা করেন। ঘন ঘন হরতাল, অবরোধ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি বাংলাদেশের শিল্পায়নের প্রবৃদ্ধিকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। এরপরও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী দেশের শিল্পায়নের অগ্রযাত্রা থেমে থাকেনি। একটা দেশের শিল্পায়নের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে হলে প্রথমে দেখতে হবে এ সম্পর্কে সে দেশের সরকারের নীতিমালা কী তা এবং শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/দপ্তরগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী ও অবস্থার বিশ্লেষণ। নিম্নে শিল্পায়নে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃত গৃহীত নীতিমালা ও শিল্পসংশ্লিষ্ট সংস্থা/দপ্তরগুলোর তথ্যাবলি উল্লেখ করা হল :

দেশের শিল্পায়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত নীতিমালা :[৮১]

বাংলাদেশ সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের রূপকল্প/দিক্‌ভাস ২০২১ গ্রহণ করেছে এবং এর আওতায় ২০২১ সাল নাগাদ দেশে একটি শক্তিশালী শিল্প খাত গড়ে উঠবে যেখানে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান বিদ্যমান ২৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে এবং শ্রমশক্তি নিয়োজনে (মোট কর্মসংস্থানে) অবদান ১৬ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নিত হবে। এ জন্য মানব পুঁজির উন্নয়ন ও সমাহার ঘটিয়ে দেশের সব ধরনের শিল্পখাত যথা উৎপাদন শিল্প, জ্বালানি শিল্প, কৃষি ও বনজ শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পর্যটন ও সেবা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পসহ উপযোগী সব ধরনের শিল্পের পরিবেশ বান্ধব বিকাশ ও উন্নয়ন তরান্বিত করতে সরকার সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বাংলাদেশের শিল্প খাতের নিয়ামক হবে একটি উদ্দীপ্ত ও গতিশীল ব্যক্তিখাত। বেসরকারি খাতের দক্ষতা ও গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার সহায়ক এবং তদারকিমূলক ভূমিকা পালন করবে। অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব। বাংলাদেশের শিল্পখাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে স্থানীয় শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ, যেখানে সুযোগ আছে সেখানে আমদানি-বিকল্প শিল্প স্থাপন এবং অব্যাহতভাবে অধিক মাত্রায় রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়ন। এ লক্ষ্যে পণ্যের সংমিশ্রণ, পণ্যবহুমুখীকরণ, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, পণ্যের গুণগতমান বিশ্বমানে উন্নিতকরণসহ উৎপাদন ও সেবা এবং বাজারজাতকরণের সকল কাঠমো ও সুযোগ-সুবিধায় উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য আনা হবে। উপযোগিতা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুষম ও সুসমন্বিত শিল্প স্থাপন ও বিকাশ নিশ্চিত করা হবে।

দেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে। সম্পদভিত্তিক রপ্তানি/শিল্প থেকে প্রক্রিয়া ভিত্তিক রপ্তানি/শিল্পে সম্পূর্ণ উত্তরণ ঘটানো হবে। অধিক হারে মূল্য সংযোজন নিশ্চিত করার জন্য রপ্তানির ক্ষেত্রে দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও হস্তান্তর এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের

---

৮০. *স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক ২০১২*, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৮১. *জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৯

অধিক হারে মূল্য সংযোজন ঘটানো হবে। বিকেন্দ্রিকৃত কর্মসংস্থান ও অধিক সংখ্যক নারী শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার মাধ্যমে শিল্পখাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হবে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প। বাংলাদেশে শহরাঞ্চলের ন্যায় স্থানীয় ও গ্রামীণ পর্যায়ে দরিদ্রতার স্তর ও প্রকৃতি এক রকম নয়। শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ ক্রমান্বয়ে হ্রাসের লক্ষ্যে এবং সর্বোপরি স্থানীয় ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানীয় ও গ্রামীণ পর্যায়ে সমতাভিত্তিক ক্ষুদ্র[৮২] ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকে তরান্বিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

দেশের শিল্পখাতের অবকাঠামো আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যা অর্থনীতিকে গতিশীল ও শিল্পখাতকে বিশ্ব পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে তুলে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) ও আঞ্চলিক সহযোগিতা চুক্তির আলোকে বাংলাদেশের শিল্পখাতকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সংগে যুক্ত করা হবে। শিল্পখাত হবে পরিবেশ বান্ধব। শিল্পখাতের পরিবেশ বান্ধব পরিস্থিতি বজায় রাখতে পরিবেশ সংক্রান্ত দেশিয় আইন কানুন যথাযথভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং উদ্যোক্তাদের তা প্রতিপালনে উৎসাহিত করা ও ব্যর্থতার জন্য দায়বদ্ধ করা হবে। এক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি অনুযায়ী আবশ্যকীয় স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাসহ অন্যান্য মানদণ্ড মেনে চলা হবে। শিল্পে নবউদ্ভাবন ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ/প্রয়াসের সুরক্ষা ও স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক/ ধী-সম্পদ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনসমূহকে পর্যায়ক্রমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুসৃত আইনের (TRIPS প্রভৃতি) সংগে সাযুজ্য করা হবে এবং এর কাঠামোগত পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন করা হবে।[৮৩]

শিল্প খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যেসব বিষয় প্রয়োজন সেগুলোকে চিহ্নিত করা এবং এসব চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবসা সহায়ক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে একটা প্রাসঙ্গিক নীতিগত উদ্দেশ্য হবে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে প্রণোদনা দেয়া হয় তা যৌক্তিকীকরণ করা যা দক্ষতা ও প্রযুক্তির হস্তান্তর এবং রপ্তানি ক্ষেত্রে বাজার যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত পরিবেশ, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও মানসম্পন্ন কর্ম-পরিবেশ ইত্যাদি মানদণ্ডসমূহ শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে শিল্পনীতিতে এসব নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে।

নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য খালি বা উন্মুক্ত জায়গার ব্যবস্থা করতে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এসব পদক্ষেপের অন্তর্ভূক্ত হলো অব্যবহৃত সরকারি জমি বণ্টন, বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় রাজস্ব প্রণোদনা প্রদান, বিসিকের শিল্প নগরী/অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্মসূচিকে শক্তিশালীকরণ ও সম্প্রসারণ। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতা ও এসব অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উত্তম পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি ও ব্যক্তিখাতের অংশিদারিত্বে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন নিশ্চিত করা হবে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, বন্দর সুবিধাদি, সড়ক ও রেলপথ

---

৮২. 'বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, ঐ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ঋণ পরিশোধের হার শতকরা ৯৯ ভাগ। অন্যান্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানও অনুরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।' দ্র. ড. মোহাম্মদ ইউনুস, *দি পুওর এজ দি ইঞ্জিন অব গ্রোথ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৮৩. *জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

পরিবহণ, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর প্রয়োজনের প্রতি প্রাধিকারমূলক দৃষ্টি প্রদান করা হবে বলে বাংলাদেশ সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস ও কয়লা ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ/কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। শক্তির বিকল্প উৎসসমূহ যেমন নবায়নযোগ্য শক্তি, সৌরশক্তি, মিউনিসিপ্যাল গার্বেজ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বায়োগ্যাস ইত্যাদির প্রসারে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টায় ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ এবং শক্তি সেক্টরে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে।[৮৪]

শিল্পক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের যে চাহিদা রয়েছে তা পূরণে সকল ব্যাংক ও সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বমানের ব্যবসায় পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জ্ঞান ভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব হাইটেক শিল্প যথা আইটি/আইটিইএস, বায়োটেকনোলজি, ন্যানো টেকনোলজি ইত্যাদি শিল্প স্থাপনে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হাইটেক পার্ক, আইটি পার্ক, ইনকিউবেশন সেন্টার ইত্যাদি স্থাপন ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। শিল্পখাতে অর্থায়নের বিদ্যমান ব্যবস্থা যেমন ইক্যুইটি ও উদ্যোক্তা তহবিলকে পুণর্গঠিত করা হবে এবং ঋণগ্রহীতাদের চলতি তহবিল চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা রেখে শক্তিশালী করা হবে। চলতি তহবিলের ব্যবস্থা নিশ্চিত না করে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান নতুন প্রকল্প বিনিয়োগে অংশ নিতে পারবে না বা উদ্যোগ নিতে পারবে না। তবে যদি কোন শিল্পোদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করে যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে চলতি মুলধন না নিয়েও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারবে, সেক্ষেত্রে অত্র প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প ঋণ দেয়া হবে।[৮৫]

পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করার চলমান প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করা হচ্ছে। এ প্রচেষ্টার অন্তর্ভূক্ত হবে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড একচেঞ্জ কমিশনের সার্বক্ষণিক নজরদারি, কেন্দ্রিয় ডিপোজিটরি ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ, বন্ড মার্কেটের উন্নয়ন সাধন, পুঁজি বাজারে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার ছাড়া, পুঁজিবাজারে নতুন নতুন পদ্ধতি ও উপায় প্রবর্তন, বড় আকারের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের নিরাপত্তাবিধান ইত্যাদি। দক্ষ ব্যবস্থাপক ও কারিগরি কর্মীর চাহিদা পূরণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিবে। যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যবসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করে থাকে সেসব প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য বৃদ্ধি, পাঠ্যক্রমের আধুনিকায়ন ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি এবং এসব প্রতিষ্ঠান ও তাদের পাঠ্যক্রমকে ব্যক্তিখাতের প্রয়োজন ও চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হবে।

উন্নত প্রযুক্তির সন্ধান, আহরণ ও এসব প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়ানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তিখাতকে সহায়তা প্রদান করছে সরকার। এ ক্ষেত্রে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ এবং প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে নিয়োজিত সরকারি সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ/শাখাগুলোর সামর্থ্য এজন্য শক্তিশালী করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সরকার দেশের সরকারি ও ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ট মিথষ্ক্রিয়াকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে যেন এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রযুক্তিগত চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়। এছাড়া সরকার প্রত্যক্ষ বিদেশি

---

৮৪. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষ* ২০১৩, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৮৫. *জাতীয় শিল্পনীতি*-২০১০, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে যাতে প্রযুক্তির হস্তান্তর ঘটে। সরকার ফার্ম লেভেলে গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে রাজস্ব সংক্রান্ত প্রণোদনা প্রদান করছে।

বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প নীতিতে বর্ণিত শর্তাদির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এজন্য জমি ও অর্থায়ন এবং ব্যবসায় সহায়তামূলক সেবা লাভের ক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশে শিল্পখাতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে রপ্তানিমুখীতা। এছাড়া আমদানি-বিকল্প শিল্প এবং কৃষিভিত্তিক ও কৃষি/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনয়ন এবং এসব পণ্যের রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে রাজস্ব, ট্রেড ও বিনিময় হার নীতিমালা সম্পর্কিত যেসব রপ্তানি প্রণোদনা রয়েছে সেগুলোকে আরও সম্প্রসারিত ও ব্যাপকভিত্তিক করা হবে। সরবরাহ সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতা বিশেষ করে অর্থায়ন, অবকাঠামো ও বন্দর সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে প্রাধিকারভিত্তিক দৃষ্টি দেয়া হবে। রপ্তানির ক্ষেত্রে এক্রিডিটেশন ও পণ্যের মান পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করবে সরকার এবং ব্যবসা/বাণিজ্য সহায়ক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে ব্যবসায় পরিচালনা ব্যয় ও পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সময় হ্রাস পায়। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজার প্রবেশ সুবিধা লাভের প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করা হবে।

স্থানীয় বিনিয়োগে সম্পদের অপর্যাপ্ততা দূর করা, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং রপ্তানি বাজারে প্রবেশের সুযোগ লাভ ইত্যাদির জন্য রপ্তানিমুখী ও দেশিয় বাজারমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পদক্ষেপ নেয়া হবে। শিল্পায়ন প্রক্রিয়া পরিবেশবান্ধব হচ্ছে কিনা এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধিবিধান ও অন্যান্য মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে অনুসৃত হচ্ছে কিনা সরকার তা নিশ্চিত করবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), ট্রিমস্ (Trade-Related Investment Measures), ট্রিপস্ (Trade related Aspects of Intellectual Property Rights, Agreement on Subsidies and countervailing Measures) এবং GATT-সহ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্যান্য চুক্তির শর্তানুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ চুক্তি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সময়ের যে ছাড় সুবিধা (Time Waiver) পেয়েছে, তার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক মান অর্জনে সরকার কাজ করে যাবে।

একটি ইনফরমেশন ও ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শিল্প পরিসংখ্যান ইউনিট এবং পোষক সংস্থার (বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা, বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, তাঁত বোর্ড ইত্যাদি) ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম উইংকে শক্তিশালী করা হবে যেখানে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ ও বাজার সুযোগ, যন্ত্রপাতির উৎস, প্রযুক্তির উৎস ইত্যাদি বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য পাবে। বেসরকরি/ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ, আউটপুট, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে সঙ্গতিপূর্ণ তথ্য পেতে বিভিন্ন সরকারি এজেন্সি ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হবে যা ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের/সংস্থার ওয়েব সাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হবে।[৮৬]

৮৬. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষ ২০১২*, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

শিল্পে নব-উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং মেধা শিল্পের বিকাশ ও প্রসারের জন্য মেধাস্বত্ব (Intellectual Property Rights) রক্ষায় আইনের সংস্কার করা হবে এবং নব উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগ ও দক্ষতার উন্নয়নকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও খাতের বিভিন্ন ব্যাকিং ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ইকো ট্যুরিজমের উন্নয়নে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও অপ্রতুল জমির সঠিক ব্যবহার বিষয়ে সরকারি আইন/নীতিমালার প্রতিপালন নিশ্চিত করবে। দেশে ইকো ট্যুরিজম শিল্পের প্রসারে গতি সৃষ্টি করতে সরকার বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিশ্ব ইকোট্যুরিজম মার্কেটিং প্রসারের ক্ষেত্র তৈরি করবে।

রুগ্ন শিল্পের সমস্যা থেকে দেশকে পরিত্রাণ দিতে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে রুগ্ন শিল্প আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। যে সব রুগ্ন শিল্প পুনরায় চালু করার সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই, সেগুলো সনাক্ত করা হবে। দেউলিয়াত্ব রোধকল্পে এবং কোন কারণে দুরবস্থায় পতিত শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অগ্রিম পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যাংকিং খাতকে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

মালিকানা, অপারেশন, প্রযুক্তির আধুনিকায়ন, পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ ও মান উন্নয়ন, এ শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, কাঁচা পাট ক্রয়ের জন্য সময়মত অর্থায়ন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন, পাট ও পাট পণ্যের বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংস্কার ও পুনর্গঠনমূলক কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সরকার পাট শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিবে। চালু সরকারি পাটকলগুলোর অব্যবস্থাপনা দূরীভূত করে সংস্কার কার্যক্রম এর মাধ্যমে পুনরায় লাভজনক করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। পাটজাত পণ্যের বৈচিত্রায়ন ও উচ্চ মূল্যের পণ্য উৎপাদনের জন্য বেসরকারিখাতে নতুন পাটকল প্রতিষ্ঠায় উৎসাহদান, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, কারিগরি সহায়তা ও ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান করা হবে। একটি গতিশীল, দক্ষ ও কার্যক্ষম পাট শিল্প খাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদির উন্নয়ন সাধনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

বস্ত্র পণ্যের আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্রমবর্ধমান বাজার চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে নতুন বিনিয়োগ ও পুরাতন মিলের বিএমআরই খাতে বিনিয়োগসহ বস্ত্রখাতের আধুনিকায়ন ও পশ্চাৎ সংযোজনে উৎসাহ প্রদান করা হবে। বস্ত্রখাতের সরকারি মালিকানাধীন বস্ত্রকলগুলোর পরিচালনা পদ্ধতির মৌলিক সংস্কার করে বস্ত্রকলগুলো চালু রাখার ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

বেসরকারি পর্যায়ে দুগ্ধ উৎপাদন ও পোল্ট্রি শিল্প উন্নয়ন এবং গবাদি পশুর চামড়া খাতকে আধুনিকায়ন ও পশ্চাৎ সংযোজনে উৎসাহিত করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি খাতের নতুন/ পুরাতন/ বন্ধ শিল্প কলকারখানা, ব্যবসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্কার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের মাধ্যমে শিল্পখাতগুলোকে পুনর্গঠিত করা হবে।[৮৭]

---

৮৭. *জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

বিনিয়োগ প্রণোদনা প্যাকেজ চালু করা হবে। শিল্পায়নে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত এলাকায় শিল্প স্থাপনে ব্যাপক অবকাঠা অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টিসহ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর অবকাশ ও অবচয় এর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। স্থানীয় ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার দিকটি মাথায় রেখে সরকার ৪ ধাপ বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক কাঠামোর ব্যবস্থা করেছে। ভবিষ্যতেও শুল্ক কর কাঠামো প্রণয়নকালে সরকার এই দিকটি বিবেচনায় রেখে বিশেষ শুল্ক সুবিধা প্রদানের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। অনাবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হবে। দেশে অনাবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনাবাসীরা বিদেশি বিনিয়োগ-কারীদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা পাবে। রয়্যালটি, কারিগরী জ্ঞান ইত্যাদির জন্য যেকোনো বিদেশি সহযোগী, ফার্ম, কোম্পানি ও বিশেষজ্ঞ কর্তৃক গৃহীত ফি-এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে দ্বৈত কর পরিহার চুক্তির আলোকে দ্বৈত কর অব্যাহতির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের অধীনে রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোকে বিশেষ সুবিধা ও ঝুঁকি তহবিল সহায়তা প্রদান করা হবে। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশে সহায়তাদান, তাঁতশিল্প রক্ষা, বেনারসি ও জামদানি পল্লীর মত রেশম পল্লী গড়ে তোলাসহ তাঁতি, কামার, কুমার, মৃৎশিল্প, বাঁশ, বেত, তামা, কাঁসা ও পাটি শিল্পে বিশেষ প্রণোদনা দেয়া হবে।

শিল্পায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

সরকারের Rules of Business এর Schedule I এ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপর সরকার বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করেছে। শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রধানত নীতি সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া অধীনস্থ সংস্থা ও দপ্তরসমূহে গতিশীলতা আনয়নে সমন্বয় ও দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতের অবদান ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধির ফলে মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি ও কৌশলে বিগত বছরসমূহে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।[৮৮]

শিল্পায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক. শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৮-১০ অক্টোবর ২০১২ সময়ে ঢাকায় 7th Meeting of the Working Group on Industrial Cooperation এবং 3rd D-8 Ministerial Meeting on Industrial Cooperation শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

খ. বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান এবং তুরস্কের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ইস্তাম্বুল ঘোষণার মধ্য দিয়ে ডি-৮ অর্গানাইজেশন ফর ইকনোমিক কো-অপারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সদস্য দেশসমূহের মধ্যে শিল্প ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি এ সংস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকল্পে ১৯৯৭ সালে সৃষ্ট এ সংস্থাটির এ ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যসমূহ হলো, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা, শিল্পায়ন ও বাণিজ্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন ও বহুমূখী সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করা ও বিশ্বঅর্থনীতিতে সদস্য দেশসমূহের অবস্থান উন্নয়ন করা।

---

৮৮. *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২-২০১৩, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫

গ. বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ৪-৬ অক্টোবর, ২০১১ সময়ে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত 2nd D-8 Ministerial Meeting on Industrial Cooperation এ অংশগ্রহণ করেন। এ সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা বিবেচনা করে উক্ত সম্মেলনে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী 3rd D-8 Ministerial Meeting on Industrial Cooperation ২০১২ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেন। সভায় প্রস্তাবটি সানন্দে গৃহীত হয়।

ঘ. বিশ্বের প্রধান প্রধান মুসলিম দেশসমূহের আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসাবে ডি-৮ ইতোমধ্যে বৈশ্বিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। এ ৮টি দেশ সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৩ শতাংশ এবং সারা বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে এবং সামগ্রিকভাবে সদস্য দেশসমূহের অর্থনীতি অত্যন্ত বৃহৎ। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ডি-৮ এর প্রভাব এবং সদস্যদেশসমূহের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সহায়ক সংস্থা/দপ্তরসমূহ

সংস্থাসমূহ :[৮৯]

১. বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (BCIC)
২. বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (BSFIC)
৩. বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (BSEC)
৪. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (BSCIC)

দপ্তরসমূহ :[৯০]

১. বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশন (BSTI)
২. বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (BIM)
৩. বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (BITAC)
৪. পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (DPDT)
৫. ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (NPO)
৬. প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়
৭. বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (BAB)

সংস্থা ও দপ্তরভিত্তিক কার্যক্রম

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এ সংস্থার অধীনে ১৮টি কারখানা আছে।[৯১] তন্মধ্যে ১৩টি চালু কারখানা নিম্নরূপ :[৯২]

সার কারখানা : ৮টি

---

৮৯. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৯০. প্রাগুক্ত।
৯১. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩*, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
৯২. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২*, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

কাগজ কারখানা	:	১টি
সিমেন্ট কারখানা	:	১টি
গ্লাসশিট কারখানা	:	১টি
হার্ডবোর্ড মিল	:	১টি
ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারিওয়্যার কারখানা	:	১টি

সার কারখানা গুলোতে ২০১২-২০১৩ বছরে ১০,২৬,৯৯৯ মে.টন ইউরিয়া সার, ৪০,১৫২ মে.টন টিএসপি ও ২৮,৪৬৪ মে.টন ডিএপি সার উৎপাদন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি সিদ্ধান্ত ক্রমে গত ১৫.০১.২০১৩ হতে চিটাগং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল), ১০.০৪.২০১৩ হতে আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি (এফসিসিএল), ০৭.০৪.২০১৩ হতে ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড (ইউএফএফএল) ও ০৮.০৪.২০১৩ হতে পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড (পিইউএফএফএল)সহ চারটি ইউরিয়া সরকারখানায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় ইউরিয়া সার উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।[৯৩]

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১৩,৭৫৬ মে.টন কাগজ, ৭৯,৫৩৫ মে.টন সিমেন্ট, ২৩.৬৩ লক্ষ বর্গমিটার গ্লাসশিট, ১২০১ মে.টন স্যানিটারিওয়্যার সামগ্রি ও ১২৭১ মে.টন ইন্স্যুলেটর এবং ৪৭০ মে.টন রিফ্র্যাক্টরিজ উৎপাদিত হয়েছে। পে-অফ ও বন্ধ কারখানা পুনরায় চালুর কার্যক্রম চলছে। বিসিআইসি একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন কারিগরি ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট পরিচালনা করছে। বিসিআইসি'র শাখা অফিস চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদে অবস্থিত। ইউরিয়া সার উৎপাদনের পাশাপাশি বিসিআইসি উক্ত অর্থ বছরে ১৩.১৫ লক্ষ মে.টন ইউরিয়া সার আমদানি করে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৪৮২টি উপজেলায় প্রায় ৫৩৮৫ জন ডিলারের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সার বিতরণ করেছে।

বিসিআইসির কার্যক্রম :

সংস্থার অধীনস্থ কারখানাসমূহ ও চট্টগ্রামস্থ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান, পর্যালোচনা ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারি খাতে সার আমদানি ও কৃষিমন্ত্রণালয়ের বার্ষিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠুভাবে সার বিতরণ সংস্থার প্রধান কার্যালয় করে থাকে। অধীনস্থ কারখানাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, আর্থ-কারিগরি সহায়তা প্রদান, শূন্য পদে লোক নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান, কারখানাসমূহের কমন আইটেম আমদানি, বিপণন সহায়তা প্রদান, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান ও সার ব্যতিত অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি কার্যক্রম সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের বিশেষায়িত বিভাগসমূহ করে থাকে। তা ছাড়াও সরকারি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কারখানাসমূহের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ অডিট পরিচালনা করে থাকে।[৯৪]

দেশে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে বিসিআইসি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থ-কারিগরি সহায়তায় ঘোড়াশাল সার কারখানার প্রাঙ্গনে ১৭.০৩ একর জমির উপর ১৯৮৯ ইং সালে একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন Traning Institute

৯৩. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩*, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

৯৪. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

for Chemical Industries স্থাপন করা হয়। এখানে প্রতি বছর দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন কোর্সে বিসিআইসি'র প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশের সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের শিক্ষানবিশ ও চাকুরিরত বিভিন্ন শ্রেণির কারিগরি কর্মকর্তা, শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে ও মানোন্নয়নে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি কলেজ হতে পাশ করা দেশে ও বিদেশে চাকুরি প্রার্থী শিক্ষিত যুবক তাদের কারিগরি জ্ঞান আন্তর্জাতিক মানে উন্নিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। প্রতি বছর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি এবং মানোন্নয়ন কোর্সে প্রায় ৬০০/৭০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

টেবিল-৯ : বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন বর্তমানে ১৩টি চালু কারখানার বিবরণী[৯৫]

কারখানার নাম	অবস্থান	স্থাপনা কাল	উৎপাদিত পণ্যের নাম	একক	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা
চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ	রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম	১৯৮৭	ইউরিয়া	মে.টন	৫,৬১,০০০
যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ	তারাকন্দি,জামালপুর	১৯৯১	ইউরিয়া	মে.টন	৫,৬১,০০০
আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিঃ	আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৯৮১	ইউরিয়া	মে.টন	৫,২৮,০০০
ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ	ঘোড়াশাল, নরসিংদী	১৯৭০	ইউরিয়া	মে.টন	৪,৭০,০০০
ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ	ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট	১৯৬০	ইউরিয়া	মে.টন	১,০৬,০০০
			এমো.সালফেট	মে.টন	১২,০০০
পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ	পলাশ, নরসিংদী	১৯৮৫	ইউরিয়া	মে.টন	৯৫,০০০
টিএসপি কমপেক্স লিঃ	নর্থ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	১৯৬৫	টিএসপি	মে.টন	১,০০,০০০
			এসএসপি	মে.টন	১,২০,০০০
ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লিঃ	রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম	২০০৬	ডিএপি	মে.টন	৫,২৮,০০০
কর্ণফুলি পেপার মিলস্ লিঃ	চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	১৯৪৮	পেপার	মে.টন	৩০,০০০
খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লিঃ	খালিশপুর, খুলনা	১৯৬৫	হার্ডবোর্ড	ল.ব.ফু	৩০০
ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ	ছাতক, সুনামগঞ্জ	১৯৩৭	সিমেন্ট	মে.টন	১,৯০,০০০
উসমানিয়া গ্লাসশীট ফ্যাক্টরি লিঃ	কালুরঘাট শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম	১৯৫৯	গ্লাসশীট	ল.ব.ফু	১৮.৬৭
বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লিঃ	বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা	১৯৮১	স্যানিটারিওয়্যার	মে.টন	৩,৪০০
			ইন্স্যুলেটর	মে.টন	১,৪০০

টেবিল-১০ : ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বিসিআইসি'র আর্থিক কর্মকাণ্ডের বিবরণী[৯৬]

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণী	২০১২-২০১৩ অর্থ বছর
১	কারখানার সংখ্যা	১৩
২	উৎপাদন	২২২৫.৪০
৩	বিক্রয়	২৪৩৭.৭১

৯৫. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৯৬. প্রাগুক্ত।

৪	লাভ/লোকসান	৫০.৯০
৫	জাতীয় কোষাগারে অর্থ প্রদান	১২৩.১২
৬	ডিএসএল প্রদান	৭৭.৮৯

টেবিল-১১ : ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সিএফআর এবং এফওবি মূল্যের ভিত্তিতে সংস্থা কর্তৃক কর্ণফূলি ফার্টিলাইজার কোম্পানি (কাফকো) ও বহিঃর্বিশ্ব হতে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে আমদানিকৃত ইউরিয়া সারের পরিমাণ এবং সরকার হতে প্রাপ্ত ট্রেডগ্যাপের অর্থের পরিমাণ নিচে ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো-

(কোটি টাকা)

আমদানিকৃত ইউরিয়া (মে.টন)	আমদানি বাবদ মোট ব্যয়	আমদানিকৃত সারের বিক্রয়মূল্য	ট্রেড-গ্যাপের পরিমাণ	সরকার হতে প্রাপ্ত ট্রেড-গ্যাপের পরিমাণ
১২০০৭৫৮	৪২৯৩.৬৭	২২৪৫.৪১	২০৪৮.২৬	২০৪৮.২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্পের উন্নয়ন প্রতিবেদন :[৯৭]

এসএফপি শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প হিসাবে হাতে নেয়া হয়েছে। চীন সরকারের 1.6 Billion RMB Yuan Chinesoe Govts. Concessional Loan (CGCL), চীনা এক্সিম ব্যাংকের US$ 325.00 million 'Preferential Buyer's Credit (PBC) ও বাংলাদেশ সরকারের ১৫,১৪২.৫০ লক্ষ টাকার সমন্বয়ে মোট ৫৮০.১৯ মিলিয়ন US$ LSTK মূল্যসহ সর্বমোট ৫,৪০,৯০০.৪৮ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয় সম্বলিত বার্ষিক ৫,৮০,৮০০ মে.টন ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি)[৯৮] চীনা পদ্ধতি অনুসরণে চীন সরকার কর্তৃক নির্বাচিত প্রকল্পের সাধারণ ঠিকাদার চীনের মেসার্স কমপ্লান্ট কর্তৃক LSTK এর ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে। শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি)'র ডিপিপি গত ০১.১২.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গত ১১.১২.২০১১ তারিখে প্রকল্পের সাধারণ ঠিকাদার M/S. COMPLANT এর সাথে বিসিআইসি'র বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং গত ২১.০১.২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে প্রকল্পের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে গত ২৪ মার্চ ২০১২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। প্রকল্পের ঋণ চুক্তি ০৫.০৪.২০১২ তারিখে কার্যকর হয়েছে এবং প্রকল্পের বাণিজ্যিক চুক্তি ১৬.০৪.২০১২ তারিখে কার্যকর হয়েছে।

চুক্তির শর্তানুসারে General Contactor (Complant) কে ০১.০৬.২০১২ তারিখে প্রকল্পের জায়গা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বর্তমানে প্রকল্পটির বাণিজ্যিক চুক্তি কার্যকরের তারিখ ১৬.০৪.২০১২ থেকে ৩৮ মাসের (জুন ২০১৫) মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় পাইলিং ও বিভিন্ন ফাউন্ডেশন ওয়ার্ক সমাপ্তির পর্যায়ে আছে এবং বিভিন্ন বিল্ডিং ওয়ার্ক এর কাজও এগিয়ে চলছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি/ইকুইপমেন্ট আসা শুরু হয়েছে। বাণিজ্যিক চুক্তি কার্যকর হওয়ার প্রেক্ষিতে মোট LSTK মূল্যের ১০% হারে RMB Yuan ১৬৫.৭৭ million ও US$ ৩৩.৬৭১ million সাধারণ

৯৭. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৯৮. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩*, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

ঠিকাদারকে Down Payment হিসাবে পরিশোধ করা হয়েছে। মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত চায়না এক্সিম ব্যাংকে কমিটমেন্ট ফি বাবদ ৬.৫৮ (ছয় দশমিক আটান্ন) কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

Down Payment ও Monthly Progress Payment ১৩তম কিস্তি (২৫.০৬.২০১৩) পর্যন্ত সর্বমোট RMB Yuan 716.66 million, US$ 145.57 million এবং বাংলাদেশী টাকায় ৫৮.১৬ কোটি পরিশোধ করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৩৮.৪১% (২৫.০৬.২০১৩ পর্যন্ত)। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে আরএডিপিতে প্রকল্পের জন্য মোট ১৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ১৩০০ কোটি টাকা ও জিওবি ১০০ কোটি টাকা।

জুন ২০১৩ পর্যন্ত জিওবি খাতে বরাদ্দকৃত ১০০ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়েছে। জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৩৩৫.৮০ কোটি টাকা যার মধ্যে জিওবি ১০০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১২৩৫.৮০ কোটি টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত সর্বমোট ব্যয় ১৯০৭.৫৯ কোটি টাকা। যার মধ্যে জিওবি ১২১.৭৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৭৮৫.৮০ কোটি টাকা।

সেবামূলক কার্যক্রম :

বর্তমান যুগে যেখানে মানবাধিকারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। এই বিষয়টিকে উদ্দীপনা সহায়ক হিসাবে বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনশক্তির নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের উপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে বিসিআইসিও তার পে-রোলে কর্মরত কর্মচারিগণের জন্য কল্যাণমূলক সুবিধাদি সম্প্রসারণে পিছিয়ে নেই। উন্নয়নমূলক সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে বিসিআইসিতে কর্মরত কর্মচারিগণের সন্তান ও নির্ভরশীলদের শিক্ষা সুবিধা প্রদানের জন্য ঢাকা পৌর এলাকা এবং নিয়ন্ত্রনাধীন কারখানাসমূহে ৬টি কলেজ ও ১১টি স্কুল পরিচালনা করছে। প্রত্যেক বছরই এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী জাতীয় পরীক্ষাসমূহে অংশগ্রহণ করছে এবং উত্তরোত্তর ভাল ফলাফল করে আসছে।

প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম :

বিসিআইসিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারি/শ্রমিকগণকে বিভিন্ন মেয়াদে দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

টেবিল-১২ : ২০১২-১৩ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারি/শ্রমিকের সংখ্যা[৯৯]

প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা	কর্মচারি/শ্রমিক	মোট
স্থানীয় প্রশিক্ষণ	১৩৪ জন	১২৮ জন	২৬২ জন
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১৮ জন	-	১৮ জন

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

৯৯. *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২-২০১৩, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১৯৯৬-৯৭ সাল হতে বিসিআইসি এর গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত আস্থার সাথে পালন করে আসছে। এ লক্ষ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বিসিআইসি ২৪টি বাফারগুদাম ও প্রায় ৫৩৮৫ জন ডিলারের মাধ্যমে ২২,৪৭,১১৬ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার দেশের প্রান্তিক চাষি পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে সার বিতরণ নিশ্চিত করেছে যা সরকারের বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

সার উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা :

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৬টি ইউরিয়া সার কারখানায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১১,১৫,০০০ মে.টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০,২৬,৯৯৯ মে.টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হয়েছে। সংস্থাধীন ৪টি সারকারখানা যথা- সিইউএফএল, ইউএফএফএল, পিইউএফএফএল ও এএফসিসিএল এ দীর্ঘদিন গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় উৎপাদন ঘাটতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। উক্ত অর্থ বছরের শুরুতে ৫,৭৮,১১১ মে.টন প্রারম্ভিক মজুদ এবং সংস্থার ৬টি ইউরিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত ১০,২৬,৯৯৯ মে.টন, কাফকো থেকে ৪,৩১,৬৭৬ মে.টন ও বহির্বিশ্ব থেকে ৮,৮৩,৪৫৭ মে.টন আমদানিকৃত ইউরিয়া সারসহ মোট ২৯,২০,২৪৩ মে.টন ইউরিয়া সারের বিপরীতে মোট ২২,৪৭,১১৬ মে.টন ইউরিয়া সার বিতরণ করা হয়েছে।[১০০]

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৬টি ইউরিয়া সার কারখানা এবং দেশের উত্তরাঞ্চলে ১৪টি, দক্ষিনাঞ্চলে ৮টি এবং দেশের মধ্যাঞ্চলে ২টি মোট ২৪টি বাফার গুদাম থেকে ডিলারদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সার সরবরাহ করা হয়। দেশের ৬৪টি জেলাকে ৬টি ইউরিয়া সার কারখানার মধ্যে কমান্ডভূক্ত করে কমান্ডাধীন জেলায় সার কারখানা ও বাফার গুদাম থেকে সার সরবরাহ করা হয়।

কাগজ উৎপাদন ও বিপণন :

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কর্ণফূলি পেপার মিলস্ লিঃ এ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ২২,০০০ মে.টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৩,৭৫৬ মে.টন বিভিন্ন গ্রেডের কাগজ উৎপাদিত হয়েছে। কর্ণফূলি পেপার মিলের উৎপাদিত কাগজ নিয়োজিত ২০৪৬ জন ডিলারের মাধ্যমে মাসিক বরাদ্দের ভিত্তিতে বিপণন করা হয়। তাছাড়াও সরকারি পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিস (বিএসও), নির্বাচন কমিশন (ইসি), সকল শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান কেপিএম লিঃ থেকে সরাসরি কাগজ ক্রয় করে।

সিমেন্ট উৎপাদন ও বিপণন :

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রাণাধীন ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ এ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১,২৫,০০০ মে.টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭৯,৫৩৫ মে.টন সিমেন্ট উৎপাদিত হয়েছে। সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর উৎপাদিত পোর্ট ল্যান্ড সিমেন্ট প্রতিরক্ষা বাহিনী সরাসরি নির্ধারিত দরে বিসিআইসি'র অনুমতিক্রমে কারখানা থেকে ক্রয় করে। এছাড়াও নিয়োজিত ৩৭ জন ডিস্ট্রিবিউটর ও ৪০০ জন ডিলারের মাধ্যমে উৎপাদিত ডায়মন্ড ব্রান্ড পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কারখানা নির্ধারিত দরে বিক্রয়/বিতরণ করা হয়।[১০১]

টেবিল-১৩ : ২০১২-১৩ সালে বিসিআইসি'র অধীনস্থ শিল্প কারখানর উৎপাদনের সংক্ষিপ্ত সার

পণ্যের নাম	একক	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন

১০০. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

ইউরিয়া	মে.টন	১১,১৫,০০০	১০,২৬,৯৯৯
টিএসপি	মে.টন	৬৫,০০০	৪০,১৫২
ডিএপি	মে.টন	৭৭,০০০	২৮,৪৬৪
কাগজ	মে.টন	২২,০০০	১৩,৭৫৬
সিমেন্ট	মে.টন	১,২৫,০০০	৭৯,৫৩৫
হার্ডবোর্ড	লক্ষ ব.ফু.	২৮.৩৩	-
গ্লাসশীট	লক্ষ ব.মি.	২১.১৮	২৩.৬৩
স্যানিটারিওয়ার	মে.টন	২,১০০	১,২০১
ইন্স্যুলেটর	মে.টন	১,২০০	১,২৭১
রিফ্র্যাক্টরিজ	মে.টন	৫০০	৪৭০

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন

১৯৭২ সনে রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর আদেশ বলে গঠিত বাংলাদেশ সুগার মিল্‌স কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ফুড অ্যান্ড এ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন একীভূত করে সরকারি আদেশে ১ জুলাই ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation, BSFIC) গঠন করা হয়। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ১ জন চেয়ারম্যান এবং অনধিক ৫ জন পরিচালকের সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদের নিয়ন্ত্রণে কর্পোরেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনিকল, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও ১টি বাণিজ্যিক ভবন রয়েছে।

সংস্থার ২০১২-২০১৩ সনের কর্মকাণ্ড :

- ২০১২-২০১৩ মাড়াই মৌসুমে ১৫টি চিনিকলে ১৭,৪৫,০০০ মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে গড়ে ৭.৪০% চিনি আহরণ হারে ১২৯০৭৫ মে.টন চিনি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৫,৬২,২৯৬ মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে ৬.৮৫% চিনি আহরণ হারে ১,০৭,১২৩.০০ মে.টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে এবং ৬৫,৫৮৫.০০ মে.টন মোলাসেস উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৮,৭৩৮.০০ মে.টন মোলাসেস উৎপাদিত হয়েছে।
- কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর ডিস্টিলারিতে ৫০.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও এলকোহল উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫০.৬৫ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও এলকোহল এবং ফরেন লিকার ৮.১০ লক্ষ প্রুফ লিটার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯.৯০ লক্ষ প্রুফ লিটার উৎপাদিত হয়েছে।
- রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর এ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেডে ১৩০০ মে.টন ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৬৪.৫০ মে.টন উৎপাদিত হয়েছে।

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড :

২০১২-২০১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) এর আওতায় চারটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে দু'টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন জুন ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে এবং দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এছাড়াও দু'টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পসমূহের বিবরণ ছকের মাধ্যমে নিম্নে প্রদত্ত হল :

টেবিল-১৪ : বিএসএফআইসি'র আওতায় ৬টি প্রকল্পের বিবরণী[১০২]

সমাপ্ত	বাস্তবায়নাধীন	অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন

১০২. *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২-২০১৩, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১) ইস্টাবলিসমেন্ট অব অ্যান অরগানিক বায়ো-ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট ফ্রম প্রেসমাড এ্যাট কেরুজ সুগার মিলস্ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭২৪.৬৫ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয় : ৭১৯.১৩ লক্ষ টাকা বাস্তবায়ন মেয়াদ : আরম্ভ : ০১.০৭.২০০৯ সমাপ্ত : ৩১.১২.২০১২	১) বিভিন্ন চিনিকলের পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর এবং বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প জয়পুরহাট, নর্থবেঙ্গল, পাবনা, কুষ্টিয়া, কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড , ফরিদপুর ও জিলবাংলা চিনিকল] প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৩৬২.১৭ লক্ষ টাকা বাস্তবায়ন মেয়াদ : আরম্ভ : ০১.০৭.২০১০ সমাপ্ত : ৩০.০৬.২০১৩	১) ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন ও বিট সুগার উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি সংযোজন। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ১০১৫৩.৫৪ লক্ষ টাকা বাস্তবায়ন মেয়াদ : আরম্ভ : ০১.০৭.২০১২ সমাপ্ত : ৩০.০৬.২০১৫
২) বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস্ লিমিটেড প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৫৮৩.৭৪ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয় : ২২৬১.০৭ লক্ষ টাকা বাস্তবায়ন মেয়াদ : আরম্ভ : ০১.০৭.২০০৯ সমাপ্ত : ৩০.০৬.২০১৩	২) বিএমআর অব কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৬৫৭.৪৭ লক্ষ টাকা বাস্তবায়ন মেয়াদ : আরম্ভ : ০১.০৭.২০১২ সমাপ্ত : ৩০.০৬.২০১৪	২) নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সুগার রিফাইনারি স্থাপন। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭৩৪৬.৮১ লক্ষ টাকা বাস্তবায়ন মেয়াদ : আরম্ভ : ০১-০৭-২০১২ সমাপ্ত : ৩০-০৬-২০১৫

সেবামূলক কার্যক্রম

- ২০১২-১৩ রোপণ মৌসুমে ইক্ষু আবাদের জন্য ইক্ষুচাষিদের মধ্যে ঋণ হিসেবে প্রায় ৮০ কোটি টাকার বীজ, সার ও কীটনাশক বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০১২-১৩ মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু উৎপাদনের জন্য ইক্ষুচাষিদের মাঝে ঋণ বাবদ ৬৯.৫৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছিল, যা চিনিকলে আখ সরবরাহের মাধ্যমে ১০০% আদায় করা হয়েছে।
- ২০১২-১৩ মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু মূল্য বাবদ প্রায় ৩০৪.৬৪ কোটি টাকা ইক্ষুচাষিদের মাঝে পরিশোধ করা হয় যা নিভৃত পল্লী এলাকার চাষিদের নগদ অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করেছে।
- ইক্ষু রোপণ, পরিচর্যা , কর্তন ও পরিবহণ খাতে প্রায় ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।
- তাছাড়া চিনিশিল্পকে কেন্দ্র করে চিনিকল এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নসহ পাকা রাস্তা, সেমিপাকা রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম

২০১২-১৩ অর্থ বছরে কর্পোরেশনের সদর দপ্তর ও অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারি ও শ্রমিকদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কর্পোরেশনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। আলোচ্য সময়ে মোট ১৮২ জন কর্মকর্তা, কর্মচারিদের বিভিন্ন চিনিকলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দেশের খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।[১০৩]

(১) দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ :
  (ক) চিনিকলের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে প্রশিক্ষণ - ১২১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি
  (খ) দেশের খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান - ৫৬ জন কর্মকর্তা
(২) বিদেশে প্রশিক্ষণ : - ৫ জন কর্মকর্তা
  সর্বমোট - ১৮২ জন

ইলেকট্রনিক্স পূর্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

১০৩. *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২-২০১৩, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

আখচাষিদের নিকট থেকে আখ ক্রয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য ইউএনডিপি এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ উৎপাদন মৌসুমে সকল 'চিনিকলে ইলেকট্রনিক্স পূজি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রকল্পটির সার্বিক কর্মকাণ্ড আখ মাড়াই মৌসুমে চালু রাখার প্রয়াস অব্যাহত আছে।

ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম

- বিএসএফআইসি'র Static ওয়েবসাইটটি ডাইনামিক ওয়েবসাইট-এ রূপান্তর করা হয়েছে। তাছাড়া বিএসএফআইসি'র আওতাধীন কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর জন্য একটি ডাইনামিক ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে কর্পোরেশনের যাবতীয় মৌলিক তথ্যাবলী, শেয়ার নিউজসহ অনলাইন ভিত্তিক ই-টেন্ডারিং, অনলাইন এমআইএস, অনলাইন রিক্রুটমেন্ট ইত্যাদি নানাবিধ সেবা চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিএসএফআইসি'র আওতাধীন ১৭টি মিল/প্রতিষ্ঠানের সংগে ই-মেইল সার্ভিস চালু আছে।
- বিএসএফআইসি'র সদর দপ্তরে ইন্ট্রিগ্রেটেড একাউন্টিং, পে-রোল, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং সুগার ডিলারস্ ডাটাবেজ চালু আছে।
- বিএসএফআইসি'র সদর দপ্তরে LAN (Local Area Network) প্রতিষ্ঠাকল্পে Optical Fiber Backbone সম্বলিত উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন Broad Band Internet সংযোগ চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।
- বিএসএফআইসি'র আওতাধীন ১৭টি মিল/প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে অটোমেশানে উন্নিত করা, ল্যান ও ওয়ান স্থাপনের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের সাথে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য প্রবাহের নিমিত্তে যোগাযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

টেবিল-১৫ : মিলভিত্তিক বাণিজ্যিক খামারের বিবরণ[১০৪]

ক্রমিক	মিলের নাম	জমির পরিমাণ (একর)	আখ আবাদযোগ্য জমি (একর)	২০১২-২০১৩ মৌসুমে আখ আবাদ (একর)		
				নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়	লিজে	মোট
১	ঠাকুরগাঁও	২৪৯৭	১৮০২	৫০৫	৩৬৪	৮৬৯
২	সেতাবগঞ্জ	৩৭০৩	২৪৭৩	৬০০	৭০৮.২০	১৩০৮.২০
৩	রংপুর	১৮৩২	১৩৪৩	-	৭৭০	৭৭০
৪	নর্থবেঙ্গল	৪৭০৫	৩৯৩৮	২৩২৮	-	২৩২৮
৫	কেরু	৩০৫৫	২২৫২	১০৬১	১২৫.৬৫	১১৮৬.৬৫
	মোট:	**১৫৭৯২**	**১১৮০৮**	**৪৪৯৪**	**১৯৬৭.৮৫**	**৬৪৬১.৮৫**

দেশে চিনির চাহিদা ও উৎপাদন ক্ষমতা

(ক) চিনির বাৎসরিক চাহিদা : ১৪.০০ লক্ষ মে.টন

(খ) চিনিকলসমূহের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা : ২,১০,৪৪০ মে.টন

টেবিল-১৬ : ২০১২-১৩ মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু চাষ, মাড়াই ও চিনি উৎপাদন পরিস্থিতি এবং ২০১৩-১৪ মৌসুমের কর্মসূচি[১০৫]

১০৪. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

বিবরণ	২০১২-২০১৩ মৌসুম		২০১৩-২০১৪ মৌসুম	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
ইক্ষু আবাদ (একর)	২০৫৫০০	১৭৪০০৬	২০৬৫০০	
আখ মাড়াই (মে.টন)	১৭৪৫০০০	১৫৬২২৯৬	১৮৬০০০০	
চিনি উৎপাদন (মে.টন)	১২৯০৭৫	১০৭১২৩	১৩৮১৫০	
রিকভারি (%)	৭.৪০	৬.৮৫	৭.৪৩	
মোলাসেস (মে.টন)	৬৫৫৮৫	৫৮৭৩৮	৭০০৮১	
স্পিরিট ও এ্যালকোহল উৎপাদন (প্রুফ লিটার)	৫০০০০০০	৫০৬৫১৭০	৫৬০০০০০	
ফরেন লিকার উৎপাদন (প্রুফ লিটার)	৮১০০০০	৯৮৯৫০৮	১০১২৫০০	

কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর উৎপাদিত ডিস্টিলারি পণ্য

কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর ডিস্টিলারিতে ৭ প্রকার বিভিন্ন ব্রান্ড ও সাইজের ফরেন লিকার এবং ৩ প্রকার স্পিরিট উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত পণ্য কেরুর বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্র এবং ওয়্যার হাউজের মাধ্যমে করপোরেশন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত দরে সরকারের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে তাদের ইস্যুকৃত লাইসেন্সধারীদের অনুকুলে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড ২৪.৯৪ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে এবং মাদকদ্রব্য শুল্ক বাবদ ৬৮.৬১ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।[১০৬]

টেবিল-১৭ : ২০১২-১৩ অর্থ বছরে কেরু এ্যান্ড কোম্পানির উৎপাদন বিবরণী

উৎপাদিত পণ্য	বাৎসরিক উৎপাদন (লক্ষ লিটার)	বাৎসরিক চাহিদা (লক্ষ লিটার)
১। দেশি মদ	৩৬.৭৩	৪০.০০-৪৫.০০
২। রেকটিফাইড স্পিরিট	৯.৫০	১২.০০-১৫.০০
৩। ডিনেচার্ড স্পিরিট	৩.৬৩	১০.০০-১৫.০০
৪। ইএনএ	০.৭৯	১.০০-১.০০
মোট:	৫০.৬৫	৬৩.০০-৭৬.০০

উৎপাদিত ফরেন লিকার

প্রধান কাঁচামাল : ডিস্টিলারিতে উৎপাদিত রেকটিফাইড স্পিরিট ও ইএনএ

উৎপাদন ক্ষমতা : ৭.০০ লক্ষ লিটার।

ব্রান্ডের নাম : জিআরজিন, মলটেড হুইস্কি, ফাইন ব্রান্ডি, ইমপেরিয়াল হুইস্কি, জরিনা ভদকা, রোজা রাম ও ওল্ড রাম।

টেবিল-১৮ : বিএসএফআইসি'র সদর দপ্তর ও তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবলের বিবরণী

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ
প্রথম	৮২৬	৭৪৪	৮২
দ্বিতীয়	২১০	২০৩	৭
তৃতীয়	৫৯৭৬	৫৭৯৬	১৮০

১০৫. প্রাগুক্ত।

১০৬. *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২-২০১৩, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

চতুর্থ (শ্রমিকসহ)	১০২৫১	১০০৩১	২২০
মোট	১৭২৬৩	১৬৭৭৪	৪৮৯

আর্থিক ব্যবস্থাপনা (লাভ ও লোকসান) [১০৭]

- ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর্পোরেশনের আওতাধীন কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড এবং রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর এ্যাণ্ড কোং (বিডি) লি. যথাক্রমে ২৪.৯৪ কোটি ও ০.৯৫ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান দু'টি ঐ সময়ে যথাক্রমে ৬৮.৬১ কোটি ও ০.৩৩ কোটি টাকা রাজস্ব প্রদান করেছে। বিএসএফআইসি'র ১৫টি চিনিকলে চিনি উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা সরকার কর্তৃক চিনির বিক্রয় মূল্য কম নির্ধারিত থাকায় ২০১২-১৩ মাড়াই মৌসুমে লোকসান অব্যাহত আছে।
- ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন শুল্ক ও কর বাবদ ৮০.৩৮ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে চিনি শিল্পের অবদান

- চিনিশিল্প দেশের চিনির চাহিদা পূরণে মূখ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থের যোগানসহ দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে।
- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কর ও শুল্ক, লভ্যাংশ, আয়কর, ইত্যাদি বাবদ ৩০.০৬.২০১৩ পর্যন্ত প্রায় ৩২৮১.৭১ কোটি টাকা জমা প্রদান করেছে।
- ৫ লাখ ইক্ষুচাষি ও ১৫ হাজারের ঊর্ধ্বে কর্মরত জনবল এবং তাদের আয়ের উপর নির্ভরশীল ৩০ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ এবং চিনিশিল্পের সাথে জড়িত ডিস্টিলারি ইউনিট, পরিবহণ ব্যবসা, ইক্ষু রোপণ ও কর্তন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকসহ আরো ২০ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে অর্থাৎ মোট ৫০ লক্ষ লোক চিনিশিল্পের উপর নির্ভরশীল।
- চিনিকল এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নসহ পাকা রাস্তা, সেমিপাকা রাস্তাঘাট, কালভার্ট, ব্রিজ, ইত্যাদি নির্মাণে প্রতি মে.টন চিনিতে ২৬৮ টাকা হিসেবে বছরে ৬/৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় এবং ২০০১-২০০২ সাল পর্যন্ত এ খাতে প্রায় ১০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করা হয়েছে।
- মিলে সরবরাহকৃত আখের মূল্য মিলস্ গেটে প্রতি কুইন্টাল ২৫০ টাকা এবং বহিঃকেন্দ্রে প্রতি কুইন্টাল ২৪৪ টাকা হিসেবে চাষিদেরকে প্রদান করা হয়।
- চিনিকলসমূহের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ইক্ষুচাষিগণকে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণদানসহ তাদেরকে তদারকি ঋণের আওতায় সার, উন্নত জাতের ইক্ষুবীজ, কীটনাশক ও নগদ অর্থ (কৃষিঋণ) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়।

চিনি শিল্পকে লাভজনক শিল্পে উন্নিতকরণে প্রস্তাব :

দেশের ১৫টি চিনিকলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে ২,১০,৪৪০ মে.টন। চিনিকলগুলিকে লাভজনক করতে হলে প্রথমত উৎপাদন ক্ষমতার সবটুকুই অর্জন করতে হবে। দুই লক্ষ মে.টন

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

চিনি উৎপাদন করতে হলে প্রতি মৌসুমে ২৫-৩০ লক্ষ মে.টন আখ মিলে সরবরাহ হওয়া দরকার। সে সাথে উৎপাদিত চিনি নিয়মিতভাবে বিক্রির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সঠিক অর্থে চিনিশিল্পকে লাভজনক করার লক্ষ্যে বর্তমানে নিচে উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন :

স্বল্প মেয়াদি পদক্ষেপ[১০৮]

১. আখচাষিদের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে আখ আবাদ এলাকা বৃদ্ধি করা যায়। এ ধরনের যোগাযোগের ফলে ২০১১-১২ রোপণ মৌসুমে ১,৫৯,৬৭৩ একর ও ২০১২-১৩ রোপণ মৌসুমে ১,৭৪,০০৬ একর জমিতে আখ আবাদ করা সম্ভব হয়েছে। আগামী ২০১৩-১৪ রোপণ মৌসুমে ২,০৬,৫০০ একর জমিতে আখ চাষের কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।

২. টিস্যু কালচারের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদে রোগ ও পোকা মুক্ত অধিক চিনিসমৃদ্ধ আখ উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

৩. আখচাষিদের মধ্যে আখ চাষ বৃদ্ধির জন্য ই-পূর্জি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নাধীন আছে, যা যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. মেসার্স কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড এ বর্তমানে ২টি ডিষ্টিলারি প্ল্যান্ট চালু আছে। প্রথম ডিষ্টিলারি প্ল্যান্টটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ প্রুফ লিটার। দ্বিতীয় ডিষ্টিলারি প্ল্যান্টটির কিছু মডিফিকেশনের মাধ্যমে উৎপাদন শুরু করায় উক্ত ডিষ্টিলারিতে উৎপাদন ১৩৫ লক্ষ প্রুফ লিটারে উন্নিত হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে নির্মিত বায়োফার্টিলাইজার কারখানাটি পুরোদমে চালু করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

৫. ৩নং দিলকুশাস্থ চিনিশিল্প ভবনকে আরও ১০ তলা সম্প্রসারণের কর্মসূচি গ্রহণ, ৭৬ মতিঝিলের নিজস্ব জায়গায় দ্রুত ১০ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ, পুরাতন ঢাকাস্থ ৪৬ নম্বর ইমামগঞ্জ এর বহু পুরাতন ভবনের স্থলে ৫ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. সুগার বিট ৪/৫ মাসের ফসল যা থেকে চিনি উৎপাদনের জন্য 'বিএসআরআই' এর সাথে পাইলট প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রয়েছে। সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে বিট হতে চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়।

দীর্ঘ মেয়াদি পদক্ষেপ[১০৯]

১. প্রতি বছর জুন-জুলাই মাসে মিলজোন এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মূল্যের সাথে সংগতি রেখে আখের মূল্য ঘোষণা করতে হবে। এ ব্যবস্থা গত ২০০৫-০৬ মৌসুম হতে চালু হলেও বর্তমানে বন্ধ আছে। এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। এতে করে আখের বাস্তবসম্মত মূল্য হলে চাষিগণ আখচাষে আগ্রহ প্রকাশ করবে। যার ফলে প্রতি মৌসুমে ২.০০ লক্ষ একর জমিতে আখ চাষ করা সম্ভব হবে এবং কমপক্ষে ২৫-৩০ লক্ষ মে.টন আখ মিলে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

---

১০৮. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

১০৯. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

২. ২.০০ লক্ষ মে.টন চিনি উৎপাদন করতে পারলে আখের মূল্য বেশি দিতে হলেও 'অভার হেড ও ফিক্সড' খরচের জন্য কেজিপ্রতি চিনির উৎপাদন খরচ কম হবে।

৩. সাধারণত আখের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে খোলা বাজারে মন প্রতি আখের মূল্য প্রতি মন ধানের দামের ১৬-১৮% ধার্য করতে হবে। তাহলে প্রতি মৌসুমে কমবেশি ২.০০ লক্ষ একর জমিতে আখের আবাদ করে ২.০০ লক্ষ মে.টন চিনি উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

৪. চিনি উৎপাদন খরচের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতি কেজি চিনির মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

৫. মিলে উৎপাদিত চিনি বিক্রয় নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে আমদানি পর্যায়ে 'হোয়াইট সুগার/র'সুগার' এর উপর রেগুলেটরি ট্যাক্স ধার্য করতে হবে যাতে চিনি রিফাইনারিগুলি চিনিকলের চেয়ে দু/এক টাকা বেশি মূল্যে চিনি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য প্রতি কেজি চিনির মূল্য ৭০-৮০ টাকা হলেও তা অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চেয়ে বেশি হবে না। চিনি অপেক্ষাকৃত নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত শ্রেণির খাদ্য হওয়ায় এর মূল্য একটু বেশি হলেও বৃহত্তর স্বার্থে সাধারণ জনসাধারণের উপর তেমন কোন চাপ ফেলবে না।

৬. বিএসএফআইসি তথা সরকারকে অবশ্যই চিনির মূল্য বৃদ্ধিসহ উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে চিনির উপর ট্যাক্স বসিয়ে তেল বা ডালের উপর হতে সম পরিমাণ ডিউটি প্রত্যাহার করে সাধারণ ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা করা যেতে পারে।

৭. যেহেতু সুগারবিট হতে চিনি উৎপাদনের বিষয়টি সম্ভাবনা আছে, তাই আপাতত দু/একটি চিনিকলকে অতিদ্রুত বিট হতে চিনি উৎপাদনের উপযোগী করে আগামী ২০১৩-১৪ মাড়াই মৌসুম হতে বিট হতে চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। উল্লেখ্য, সুগারবিট উৎপাদনের কলাকৌশল ও সম্ভাব্যতার বিষয়টি ইতোমধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। উল্লেখিত পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়ন করা হলে এ দেশে চিনি শিল্প তথা বিএসএফআইসি-কে লাভজনকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

দেশের শিল্পায়নের প্রবৃদ্ধি সচল রাখা এবং মনুষ্য ও পণ্যের দ্রুত ও সহজ চলাচল নিশ্চিত করার মাধ্যমে নৌ ও সমুদ্র পথে পরিবহণ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (BSEC) গঠিত হয়। বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ১৯৭৬ (জাতীয়করণ দ্বিতীয় সংশোধনী) বলে ১ জুলাই ১৯৭৬ তারিখে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও জাহাজ নির্মাণ কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ স্টিল মিলস্ কর্পোরেশন একীভূত করে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণে ১৩টি প্রতিষ্ঠান আছে। তন্মধ্যে ৯ (নয়)টি প্রতিষ্ঠান চালু আছে। উক্ত ৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩ (তিন)টি প্রতিষ্ঠানের ৪৯% শেয়ার জনসাধারণ ও স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারি ও শ্রমিকদের নিকট ইস্যু করা হয়েছে।[১১০]

১১০. *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২-২০১৩, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

কার্যবণ্টন

চেয়ারম্যান ও চারজন পরিচালক সমন্বয়ে বিএসইসি পরিচালকমন্ডলী গঠিত। কর্পোরেশনের সার্বিক নির্দেশনা ও ব্যবস্থাবলী সরকার কতর্কৃ নিয়োজিত পরিচালকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত। দক্ষ ও কার্যকরভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিচালকমণ্ডলী রয়েছে, বিএসইসি চেয়ারম্যান অথবা একজন পরিচালক প্রতিষ্ঠানগুলোর কোম্পানি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

উৎপাদিত পণ্যসমূহ

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রধানত: বৈদ্যুতিক ক্যাবলস, ট্রান্সফরমার, কপার ওয়্যার, ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বাল্ব, বাস, ট্রাক, জীপ, মোটর সাইকেল, মিশুক(ত্রি-চক্রযান), জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, সেফটি রেজর ব্লেড ইত্যাদি উৎপাদিত হয়ে থাকে।

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন চালু ৯টি প্রতিষ্ঠানের ২০১২-১৩ সালের উৎপাদন, বিক্রয়, লাভ/ লোকসান ও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা সারণির মাধ্যমে নিচে উপস্থাপন করা হল :

টেবিল-১৯ : উৎপাদন

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার (%)
১.	**এটলাস বাংলাদেশ লিঃ**			
	মোটর সাইকেল	৪০০০০ টি	৩৬৮৯৬ টি	
	মিশুক (ত্রি-চক্রযান)	-	২৪ টি	
	উপ-মোট	**৪৭৬০৮.৮৫ লক্ষ টাকা**	**৪১৬১১.১৬ লক্ষ টাকা**	**৮৭%**
২.	**ন্যাশনাল টিউবস লিঃ**			
	এমএস/জিআই/এপিআই পাইপ	৬৫০০ মে. টন	৫১৩৯ মে. টন	৭৯%
৩.	**ইস্টার্ন ক্যাবলস লিঃ**			
	ডমেস্টিক ও পাওয়ার ক্যাবলস	৩৫০০ মে. টন	৩৫০০ মে. টন	১০০%
৪.	**ইস্টার্ন টিউবস লিঃ**			
	ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট	৭.০০ লক্ষ পিচ	৫.৯৫ পিচ	
	সিএফএল বাল্ব	১.২৫ লক্ষ পিচ	০.৪৬ পিচ	
	উপ-মোট	**৮.২৫ লক্ষ পিচ**	**৬.৪১ পিচ**	**৭৮%**
৫.	**গাজী ওয়্যারস লিঃ**			
	এসইসি ওয়্যারস	৩৬০ মে. টন	৪২৮ মে. টন	১১৯%
৬.	**জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ**			
	ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	৫৪০০ লক্ষ টাকা	৩৪৭৬.৫২ লক্ষ টাকা	৬৪%
৭.	**বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লিঃ**			
	সেফটি রেজর ব্লেড	৬০০ লক্ষ পিচ	৫৮৮.০২ লক্ষ পিচ	৯৮%
৮.	**চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ**			
	জাহাজ মেরামত ও ইস্পাত সেতু নির্মাণ	৩০০০ লক্ষ পিচ	২৮৫৫.৬৮ লক্ষ পিচ	৯৫%
৯.	**প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ**			
	জীপ, ট্রাক, বাস, এ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি	৯০০ টি	৭৩০ টি	

	মোট	৩৮৭১৮.৯০ লক্ষ টাকা	২৭৭৫১.৬৩ লক্ষ টাকা	৯৮%

টেবিল-২০ : বিক্রয়

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বিক্রয় (স্টোরে রক্ষিত উৎপাদিত পণ্যসহ)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার (%)
১.	**এটলাস বাংলাদেশ লিঃ**			
	মোটর সাইকেল	৪০০০০ টি	৩৬৮৬৯ টি	
	মিশুক (ত্রি-চক্রযান)	-	৫১ টি	
	উপ-মোট	**৪৭৪৭২.৩৩ লক্ষ টাকা**	**৪৩৮৫৬.৯৮ লক্ষ টাকা**	**৯২%**
২.	**ন্যাশনাল টিউবস লিঃ**			
	এমএস/জিআই/এপিআই পাইপ	৬৫০০ মে. টন	৫০৭২ মে. টন	৭৮%
৩.	**ইস্টার্ন ক্যাবলস লিঃ**			
	ডমেস্টিক ও পাওয়ার ক্যাবলস	৩৫০০ মে. টন	৩৪০৯ মে. টন	৯৭%
৪.	**ইস্টার্ন টিউবস লিঃ**			
	ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট	৭.০০ লক্ষ পিচ	৪.৭৯ পিচ	
	সিএফএল বাল্ব	১.২৫ লক্ষ পিচ	০.৩৩ পিচ	
	উপ-মোট	**৮.২৫ লক্ষ পিচ**	**৫.১২ পিচ**	**৬২%**
৫.	**গাজী ওয়্যারস লিঃ**			
	এসইসি ওয়্যারস	৩৭৫ মে. টন	৪০৮ মে. টন	১১৯%
৬.	**জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ**			
	ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	৫৮০০ লক্ষ টাকা	৩৯৭৬.৯০ লক্ষ টাকা	৬৯%
৭.	**বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লিঃ**			
	সেফটি রেজর ব্লেড	৬০০ লক্ষ পিচ	৫৮৫.৮৬ লক্ষ পিচ	৯৮%
৮.	**চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ**			
	জাহাজ মেরামত ও ইস্পাত সেতু নির্মাণ	৩০০০ লক্ষ পিচ	২৫৭৮.৪৫ লক্ষ পিচ	৯২%
৯.	**প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ**			
	জীপ, ট্রাক, বাস, এ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি	৯০০ টি	৭৬৫ টি	
	মোট	**৪৪২৫৯.৩৪ লক্ষ টাকা**	**৩৪৩৭১.৯৩ লক্ষ টাকা**	**৭৮%**

টেবিল-২১ : লাভ/লোকসান

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত লাভ/ (লোকসান)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার (%)
১	এটলাস বাংলাদেশ লিঃ	৩২৭৯.৪৮	১৮০৬.১৮	৫৫%
২	ন্যাশনাল টিউবস লিঃ	৪৪৬.৭৪	৬১.৭৪	-
৩	ইস্টার্ন ক্যাবলস লিঃ	৪২৯.২২	১২০৫.১২	২৮১%
৪	ইস্টার্ন টিউবস লিঃ	৬৯.১০	(৬২.৩৭)	-
৫	গাজী ওয়্যারস লিঃ	৩৮৪.৭২	৫৬৬.৭০	১৪৭%
৬	জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ	(৬৪৬.২৪)	(৯৭৪.৭৯)	-
৭	বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লিঃ	(৭৪.৪৮)	(২৫.২০)	-
৮	চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ	২০০.০০	২৫৪.১৮	১২৭%
৯	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	৪৫০৭.১৯	৪৩৬৮.৮০	১২৪%
	মোট	**৮৫৯৫.৭৩**	**৭২০০.৩৬**	**৯৫%**

টেবিল-২২ : রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা[১১১] (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার (%)
১	এটলাস বাংলাদেশ লিঃ	৩৯৫১৩.৩৮	২৩৬১৯.১৭	৬০%
২	ন্যাশনাল টিউবস লিঃ	১৭১৫.৭৩	১১৮৯.৩৭	৬৯%
৩	ইস্টার্ন ক্যাবলস লিঃ	৩২৫০.০০	৩৫৮৭.১৩	১১০%
৪	ইস্টার্ন টিউবস লিঃ	২১৫.৪২	৯৪.২৬	৪৪%
৫	গাজী ওয়্যারস লিঃ	১৫৩৯.২১	১৪০৫.১৯	৯১%
৬	জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ	৪০১.০০	১৭১.৪২	৪৩%
৭	বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লিঃ	১১৩.২০	৯০.৭১	৮০%
৮	চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ	৬০৮.২১	৫০১.৭৯	৮৩%
৯	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	২৪৮৭১.১৫	১২৫৯৬.৩১	৫১%
	মোট	**৭২২৮৫.৩০**	**৪৩২৫৫.৩৬**	**৬০%**

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দেশব্যাপী বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে সরকারি মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রকার সেবা-সহায়তা প্রদানে দীর্ঘদিন যাবৎ দায়িত্ব পালন করে আসছে। স্থায়ী প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিসিক দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারের বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালায় বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প-কারখানাকে লাভজনকভাবে পরিচালনাকেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি)তে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে অবদানের হার ছিল ৫.২৭ শতাংশ। জিডিপিতে অবদানের ক্ষেত্রে তা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় ০.০৪ শতাংশ বেশি। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি সম্ভবনাময় খাত। এ খাত অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে ভূমিকা পালনসহ রপ্তানিযোগ্য পণ্য তৈরির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দেশব্যাপি বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে বিসিক তৎকালীন ইপসিক এর উত্তরসূরী; যা ১৯৫৭ সালে এক সংসদীয় আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিসিক দেশের বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের সেবা-সহায়তা প্রদান করে থাকে।[১১২]

বিসিকের মূল উদ্দেশ্য :

১১১. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১১২. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

- শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের শিল্পায়নের অবদান রাখা;
- শিল্পায়নের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়ন;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- দারিদ্র্য দূরীকরণ;
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

বিসিকের কার্যাবলি :

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম[১১৩]

- শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন;
- শিল্প ইউনিট স্থাপন, পণ্যের উৎপাদন, মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;
- শিল্প সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমীক্ষা, জরিপ ইত্যাদি পরিচালনা; এবং
- শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগপূর্ব ও বিনিয়োগোত্তর পরামর্শ প্রদান।
- উন্নত রাস্তাঘাট, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি সুবিধা সম্বলিত শিল্প নগরী স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত প্লট বরাদ্দদান;
- বিসিকের নিজস্ব কর্মসূচির মাধ্যমে ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদান;
- প্রকল্প প্রোফাইল প্রণয়ন ও প্রকল্প মূল্যায়ন;
- লাগসই প্রযুক্তি আহরণ ও স্থানান্তরকরণ;
- পণ্যের নকশা-নমুনা উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিতরণ;

বিসিকের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রি আমদানির ক্ষেত্রে প্রাধিকার নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান ।
- কর, শুল্ক ইত্যাদি সুবিধার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

বিসিকের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কাজের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা এবং উদ্যোক্তা ও তাদের উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দক্ষতার মানোন্নয়ন। দেশব্যাপি বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত বিসিকের ১৫টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র, জেলা পর্যায়ে শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, ঢাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (স্কিটি) এবং নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১০ হাজার ৩৪৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।[১১৪] দেশের শিল্প খাতের মানবসম্পদ উন্নয়নে বিসিকের উক্ত কর্মকান্ড উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

---

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

১১৪. *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২-২০১৩, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন

প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তাকে তাঁর প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য বিনিয়োগ ব্যয়, উৎপাদন ক্ষমতা, কারিগরি, আর্থিক ও বিপণন দিক বিশ্লেষণ, প্রয়োজনীয় লোকবল এবং মুনাফা ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়ে থাকে। বিসিক ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৪৩৭টি প্রোফাইল প্রণয়ন করছে।[১১৫] আগ্রহী উদ্যোক্তাগণ বিসিকের বিভাগীয় পর্যায়ের আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা পর্যায়ের শিল্প সহায়ক কেন্দ্রসমূহে এবং বিসিক প্রধান কার্যালয়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিভাগের পরামর্শ কেন্দ্রে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে সম্ভাব্য সহযোগিতা পেয়ে থাকেন।

প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন

বিভিন্ন অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংকের নিকট হতে বিনিয়োগ মূলধনের ক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তির নিমিত্তে অথবা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব অর্থায়নে শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে বিসিক উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। গত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিসিক কর্তৃক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে যথাক্রমে ১৮৩৯ ও ৪৯৩৫টি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

শিল্প ইউনিট/প্রকল্প নিবন্ধিতকরণ

শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তবে বিসিকের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ সুবিধা/আর্থিক রেয়াত পেতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিসিকের নিকট নির্ধারিত ফি-এর বিনিময়ে নিবন্ধিত হতে হয়। বিসিক কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৪৯২টি ক্ষুদ্র এবং ১০৫৬টি কুটির শিল্প ইউনিট নিবন্ধন করা হয়েছে।[১১৬]

ঋণ ব্যবস্থাকরণ

বিসিকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও আথির্ক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে নতুন ও বিদ্যমান ৬৮৩টি ক্ষুদ্র শিল্প এবং ৪৫১৮টি কুটির শিল্প ইউনিটে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী ঋণ ব্যবস্থাকরণে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত সময়ে বিসিকের পরামর্শ ও সহায়তায় উদ্যোক্তাগণ ৯৪৯টি ক্ষুদ্র এবং ১৭২০টি কুটির শিল্পে নিজস্ব তহবিল বিনিয়োগ করেছেন।

কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ

গত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিসিক ৬০টি কারিগরী তথ্য সংগ্রহ এবং ৯৪৮টি বিতরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

নকশা নমূনা উন্নয়ন ও বিতরণ

বিসিক নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবছর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উদ্যোক্তাদের চাহিদার আলোকে নতুন নতুন নকশা উদ্ভাবন ও সংগ্রহ করে তা উদ্যোক্তাগণের মাঝে বিতরণ করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৫০৫টি নকশা উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ২২৬১টি নকশা ও নমুনা উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন

---

১১৫. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩*, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

১১৬. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

শিল্পোদ্যোক্তাগণকে শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কোন পণ্য বা পণ্যসমূহের বিপণন সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত বিপণন সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়ে থাকে। বিপণন সমীক্ষার আওতায় পণ্যসমূহের বিপণন সংক্রান্ত তথ্য, পণ্যের মূল্য, চাহিদা ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাসমূহের তথ্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমীক্ষার মাধ্যমে পণ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিসিক কর্তৃক ৩৮৩টি বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন এবং মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উৎপাদকদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর পরিচিতি এবং বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪টি ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন ও পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। একই সময়ে বিসিক ঢাকায় ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০টি মেলার আয়োজন ও ১০টি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।[১১৭]

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

বিসিক বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে প্রায় ১৬৯০.২৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে এ সময়ে ৫৭,১৩৭ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।[১১৮]

টেবিল-২৩ : শিল্প নগরীসমূহে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	চালু ইউনিট সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিভূত মোট বিনিয়োগ	উৎপাদন মূল্য		সরকারকে প্রদত্ত রাজস্ব	কর্মসংস্থান (লক্ষ জন)
			মোট	রপ্তানিযোগ্য		
২০১২-১৩	৪২০৫	১৭৪১১	৩৬০৯৭	২০৮৯০	২৩১২	৫.০৪
২০১১-১২	৪০১৯	১৫৭৭১	৩২২০৩	১৮৭৬১	২১০৪	৪.৫৬
বৃদ্ধি	**১৮৬**	**১৬৪০**	**৩৮৯৪**	**২১২৯**	**২০৮**	**০.৪৮**

শিল্প নগরীগুলোর মধ্যে বিশেষায়িত শিল্প নগরী যেমন-জামদানি, হোসিয়ারি ও ইলেক্ট্রনিক্স কমপেক্স রয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে ৯ টি শিল্পপার্ক ও শিল্প নগরী বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়ানাধীন। এগুলো হলো : (১) চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা, (২) এপিআই শিল্প পার্ক, (৩) গোপালগঞ্জ শিল্প নগরী সম্প্রসারণ, (৪) বিসিক শিল্প নগরী, মিরসরাই, (৫) বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ, (৬) কুমিল্লা শিল্প নগরী-২, (৭) বিসিক স্পেশাল ইকোনমিক জোন (টেক্সটাইল) কুমারখালি, কুষ্টিয়া, (৮) বিসিক শিল্প নগরী, বরগুনা এবং (৯) শ্রীমঙ্গল শিল্প নগরী।

টেবিল-২৪ : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা এবং জিডিপিতে অবদান

ক্রমিক	শিল্প খাত ও অবদান	সাফল্য
১	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা (জুন ২০১৩ পর্যন্ত)	১০৩৬৮৫ টি
২	কুটির শিল্পের সংখ্যা (জুন ২০১৩ পর্যন্ত)	৬৪৯৮৫১ টি
৩	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত কর্মসংস্থান (জুন ২০১৩ পর্যন্ত)	৩৪.৫৫ লক্ষ জন
৪	জিডিপিতে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান[১১৯]	১৯.৫৪%

১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

১১৮. প্রাগুক্ত।

১১৯. *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২-২০১৩, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৫	জিডিপিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান[১২০]	৫.২৭%
৬	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার[১২১]	৬.৭৬%
৭	জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির হার	৬.০৩%

টেবিল-২৫ : জাতীয় অর্থনীতিতে বিসিক শিল্প নগরীসমূহের অবদান

ক্রমিক	অবদানের বিষয়	সাফল্য
১	উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট সংখ্যা	৪২০৫টি
২	রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা	৮৬৫টি
৩	স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে মোট বিনিয়োগ (জুন ২০১৩ পর্যন্ত)	১৭৪১১.১৩ কোটি টাকা
৪	শিল্প ইউনিটসমূহে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (২০১২-২০১৩)	৩৬০৯৭.৪০ কোটি টাকা
৫	বার্ষিক রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন (২০১২-২০১৩)	২০৮৮৯.৮৬ কোটি টাকা
৬	কর্মসংস্থান (জুন ২০১৩ পর্যন্ত)	৫.০৪ লক্ষ
৭	সরকারকে প্রদত্ত শুল্ক, কর, ভ্যাট ইত্যাদি (২০১২-২০১৩)	২৩১১.৯৬ কোটি টাকা

লবণ উৎপাদন

২০১২-১৩ অর্থ বছরের লবণ উৎপাদন মৌসুমে দেশে মোট ১৬ লক্ষ ৩৪ হাজার মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। যা বছরে চাহিদার তুলনায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার টন বেশি। অন্যদিকে উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১ লক্ষ ২৮ হাজার টন (৮%) বেশি। এ মৌসুমে লবণ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫ লক্ষ ২০ হাজার মেট্রিক টন। গত লবণ উৎপাদন মৌসুমের তুলনায় এবার ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন বেশি লবণ উৎপাদিত হয়েছে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চল কক্সবাজার জেলা, দক্ষিণ চট্টগ্রামে বাঁশখালি উপজেলা এবং সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার কিছু এলাকায় লবণ উৎপাদিত হচ্ছে। সৌরপদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) দেশের লবণ চাষীদের এবং আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ উৎপাদনে সম্ভাব্য বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিয়ে আসছে।

ইতোমধ্যে প্রথম বারের মত জাতীয় লবণ নীতি-২০১১ ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত নীতিতে লবণ চাষী এবং লবণ উৎপাদন ও বিপণনের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত স্টেকহোল্ডারদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিসিকের আধুনিক পলিথিন পদ্ধতি প্রযুক্তির প্রয়োগ ও পরামর্শমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যাপ্তির ফলে দেশে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১২-১৩ মৌসুমে মোট ৬২ হাজার ৭১৮ একর জমিতে লবণ চাষ হয়েছে। মোট ৪৩ হাজার ৩৯০ জন চাষী লবণ চাষে নিয়োজিত ছিলেন। বিসিকের এ কার্যক্রম দেশব্যাপি লবণের চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে। দেশ লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

চামড়া শিল্প নগরী-ঢাকা

রাজধানীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ঢাকার কেরানিগঞ্জ ও সাভার উপজেলাধীন কান্দিবৈলারপুর, চন্দ্রনারায়নপুর ও চরআলগী মৌজায় ধলেশ্বরী নদীর তীরে ৮২৭৯৯.০০ (সংশোধিত) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০ একর জমিতে পরিবেশবান্ধব চামড়া

১২০. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১২১. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত।

শিল্প নগরী প্রকল্পটি বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে চামড়া শিল্প নগরীর অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও বিদ্যুৎ লাইন, পানি সরবরাহ লাইন, পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার সার্ভিস সেড, পাম্প ড্রাইভার কোয়াটার ও প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজসহ অবকাঠামোগত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া শিল্প নগরীর কেন্দ্রিয় পানি শোধনাগার স্থাপনও সরবরাহের কাজ আরডিএ বগুড়া কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে তা পরীক্ষামূলক উৎপাদনের অপেক্ষায় আছে। শিল্প নগরীতে ২০৫টি শিল্প প্লট তৈরি করা হয়েছে এবং ১৫৫ টি শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ দিয়ে উদ্যোক্তাদের প্লটের দখল ইতোমধ্যে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। শিল্প নগরীর কেন্দ্রিয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের পাশাপাশি সিইটিপিকে আরও কার্যকর ও পরিবেশ সম্মত করার লক্ষ্যে সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্লান (এসটিপি), স্লাজ পাওয়ার জেনারেশন সিস্টেম (এসপিজিএস) ও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এসডব্লিউএমএস) ইত্যাদি নতুন আইটেম অন্তর্ভুক্ত করে ১ হাজার ৭৮ কোটি ৭১ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২য় সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। চামড়া শিল্প নগরী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন এবং হাজারীবাগের ট্যানারিসমূহ স্থানান্তরের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধে তা সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এখানে শিল্প-কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে।[১২২]

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহে অগ্রগতি

দেশের জাতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বিসিক দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বেশকিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এসব প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

এপিআই শিল্পপার্ক

ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য পরিবেশসম্মত স্থানে আনুষঙ্গিক অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি এবং আমদানি নির্ভর ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় সাধনের উদ্দেশ্যে ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের পাশে মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলার বাউসিয়া এলাকায় ২০০ একর জমিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত দেশের অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্স (এপিআই) ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মিত হচ্ছে। এটি দেশে এ ধরনের প্রথম বিশেষায়িত শিল্প পার্ক। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের পর মাটি ভরাট কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। প্রকল্পটি ২৩৩৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিসেম্বর ২০১২ সমাপ্তির জন্য অনুমোদিত ছিল। বর্তমান বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ৪৩৯ কোটি ৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত শিল্প পার্কে ৪২ টি উন্নত প্লট তৈরির মাধ্যমে ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল উৎপাদনের ৪২ টি শিল্প-কারখানা স্থাপিত হবে এবং ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।[১২৩]

গোপালগঞ্জ শিল্প নগরী সম্প্রসারণ-১

শিল্পোদ্যোক্তাদের বাড়তি চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক গোপালগঞ্জ শিল্প নগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পটি মোট ৭৪৩০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন ২০১৩ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মোট ৫০ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

---

১২২. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

১২৩. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

শিল্প নগরীর মাটি ভরাট কাজসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ চলছে। উক্ত শিল্প নগরীতে উন্নত ৩৭৭টি শিল্প প্লটে ২৫০টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২৫০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বিসিক শিল্প নগরী, মিরসরাই

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প-কারখানা স্থাপনে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে চট্টগ্রামে বিসিক শিল্প নগরী, মিরসরাই শীর্ষক প্রকল্পটি ১৫.৩২ একর জমিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা। বর্তমানে ভূমি উন্নয়নসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ চলছে। উক্ত শিল্প নগরীতে উন্নত ৮৮টি শিল্প প্লটে ৮৮ ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৫০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।[১২৪]

শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন, রংপুর

নিশবেতগঞ্জ ও রাধাকৃষ্ণপুর, রংপুর এলাকার ঐতিহ্যবাহী শতরঞ্জি শিল্প কর্মে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উক্ত শিল্পের উন্নয়নে ৩৮৭.৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন রংপুর শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট এলাকার ৩৯০ জন উদ্যোক্তাদেরকে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে এ কারুশিল্পের সাথে জড়িতদের পণ্য সামগ্রির উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে উৎপাদন-কাম-প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৬৬০ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে।

বেনারসি পল্লী উন্নয়ন, রংপুর

রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপ-জেলাধীন হাবুপল্লী এলাকায় বেনারসি শিল্পের উন্নয়নে ১৩৬.৩২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। জুন ২০১৩ তে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শেষ হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অফিস-কাম-প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণসহ ৪৩টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৮৬০ জন তাঁতীকে দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩৫ জন তাঁতীকে ১৯.৩৯ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।[১২৫]

কুমিল্লা শিল্প নগরী সম্প্রসারণ-২

কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলায় কুমিল্লা শিল্প নগরী সম্প্রসারণ-২ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। ৩১৬০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০ একর জমিতে শিল্প নগরীটি স্থাপিত হবে। এতে ১৬২টি শিল্প প্লটে ১০০টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৫০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ

দেশের শিল্পায়নের গতিকে তরান্বিতকরণ এবং শিল্পায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ৪০০ একর আয়তন বিশিষ্ট বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মোট ৪৮৯ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা (সংশোধিত) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন ২০১৪

---

১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

১২৫. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এতে ৮০১টি শিল্প প্লট তৈরি হবে। এসব শিল্প প্লটে ৫৭০টি রপ্তানিমূখী, আমদানি বিকল্প এবং দেশজ শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এসব শিল্প কারখানায় প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বর্তমানে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে।

বিসিক স্পেশাল ইকোনমিক জোন কুমারখালি, কুষ্টিয়া

টেক্সটাইল খাতে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিসিক স্পেশাল ইকোনমিক জোন (টেক্সটাইল), কুমারখালি, কুষ্টিয়া প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। মোট ১০ একর জমিতে ৮২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে উক্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এখানে ৬৮টি শিল্প প্লটে ৩০-৩৫ টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি টেক্সটাইল শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বর্তমানে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে কাজ চলছে।[১২৬]

সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রম

সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিসিক ১৯৮৯ সাল থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের লবণ মিল মালিকদের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ নিশ্চিত করে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের আয়োডিন ঘাটতিজনিত সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মোট ৭১০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ প্রকল্পের (৩য় পর্যায়) বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিসেফের সহায়তায় ইতোমধ্যে দেশব্যাপি ২৬৭ টি সল্ট আয়োডাইজেশন প্লান্ট (এসআইপি) বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে দেশের জনগোষ্ঠির মধ্যে আয়োডিন ঘাটতিজনিত সমস্যার হার ছিল ৬৮.৯৪ শতাংশ, বর্তমানে তা ৩৩.৮০ শতাংশে নেমে এসেছে। তাছাড়া ইতোমধ্যে দেশের ৮৪ শতাংশ পরিবারকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। আগামী ২০১৬ সালের মধ্যে দেশের ৯০ শতাংশ লবণে পরিমিত পরিমাণ আয়োডিন মিশ্রণ এবং ১০০ শতাংশ পরিবারকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের ব্যবহারের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।[১২৭]

বিসিক শিল্প নগরী, বরগুনা

বরগুনা জেলা সদরে শিল্পনগরী স্থাপনের লক্ষে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৭০৮.০০ লক্ষ টাকা। মোট ১০.২১ একর জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এতে ৬১ টি শিল্প প্লটে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও টেক্সটাইল শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২২০০ লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।[১২৮]

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন

দেশে মৌচাষের প্রসার ঘটিয়ে মধু ও ফসলের উৎপাদন ও আয়বৃদ্ধি, পুষ্টিমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের অফুরন্ত সম্ভাবনার সুযোগ রয়েছে। একে পরিকল্পিতভাবে কাজে

---

১২৬. প্রাগুক্ত।

১২৭. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

১২৮. প্রাগুক্ত।

লাগানোর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)-কর্তৃক 'আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি ৯ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় মৌচাষীদের দক্ষতা উন্নয়ন, সুন্দরবন অঞ্চলের মৌয়ালদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে মোট ৬ হাজার জনকে আধুনিক প্রযুক্তিতে মৌচাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। নতুন মৌচাষীদের মাঝে বিনামূল্যে ২ হাজারটি মৌবাক্স ও গ্রুপ ভিত্তিক ২০০টি মধু নিষ্কাশণ যন্ত্র বিতরণসহ ঋণ প্রদান করা হবে। অন্যদিকে দেশে উৎপাদিত মধুর বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়নে মধুমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এর ফলে দেশে প্রায় ১২ হাজার জন লোকের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রকল্পের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ১২০০ জনকে ওরিয়েন্টেশন, মৌমাছি পালন বিষয়ে ৪৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ২টি কর্মশালা এবং ঢাকায় একটি মধুমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শ্রীমঙ্গল শিল্পনগরী

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ১৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে শ্রীমঙ্গল শিল্পনগরী প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে আরএডিপিতে উক্ত প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৮ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ১৭.৪৪ লক্ষ টাকা । ২০ একর জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ১৩০টি উন্নত শিল্প প্লটে ৯০ থেকে ১০০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপিত হবে। এর ফলে ৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের জারিকৃত অধ্যাদেশ ৩৭ (The Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 37 of 1985) এর মাধ্যমে সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরি (CTL) এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ইন্সটিটিউশন (BDSI)-কে একীভূত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (BSTI) গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তৎকালীন কৃষি পণ্য বিপণন ও শ্রেণিবিন্যাস পরিদপ্তরটিও (Department of Agricultural Grading and Marketing) বিএসটিআই'র সঙ্গে একীভূত হয়।

বিএসটিআই'র মূল দায়িত্ব :

দেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে বিএসটিআই'র মূল দায়িত্ব হচ্ছে :[১২৯]

ক) দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত শিল্পপণ্য, খাদ্য ও কৃষিজাত, রসায়ন, পাট ও বস্ত্র এবং প্রকৌশল পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন।

খ) প্রণীত মান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পণ্যসামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষণ/বিশ্লেষণ এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মানের সার্টিফিকেশন প্রদান।

গ) ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরিতে স্থাপিত SI (System International) Unit এর ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড রক্ষণাবেক্ষন এবং দেশের সকল ল্যাবরেটরি, শিল্প কারখানা, গবেষণা

১২৯. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩*, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

প্রতিষ্ঠান এবং হাট বাজারে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ধারাবাহিক সূক্ষ্মতা (Accuracy) নিশ্চিত করণ। ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন তদারকিসহ ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন ও ভেরিফিকেশন কাজ করা।

ঘ) Management System Certification কার্যক্রম বাস্তবায়ন। সুষ্ঠুভাবে এ সকল কর্মকান্ড সম্পাদনের মাধ্যমে দেশে শিল্পের বিকাশ, মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন এবং পণ্য মানকে বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় উপযোগী করে তোলা বিএসটিআই'র লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের পণ্যের মানকে আন্তর্জাতিক বাজারের উপযোগী করে তুলতে বিএসটিআই কাজ করে যাচ্ছে।

টেবিল-২৬ : বিগত ৪ বছরে প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয়ের সারসংক্ষেপ নিম্নের ছকে প্রদান করা হল

অর্থ বছর	সরকারি অনুদান	বিবেচ্য অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানের আয়	ব্যয়
২০০৯-২০১০	নাই	২৯,১২,৪৪,০৮২.০০	২১,৭৮,২৬,৭৮৮.০০
২০১০-২০১১	নাই	৩০,৫৯,১৯,১৭৫.০০	২৩,৪৩,৩৯,৬৯১.০০
২০১১-২০১২	নাই	২৮,৬১,৯৪,৭০৩.০০	৩৫,৩১,৪০,৬৬০.০০
২০১২-২০১৩	নাই	৪৫,৯১,৮৪,১৫৩.০০	২৬,৫১,৫৭,৪৪৩.০০

উইং ভিত্তিক কার্যক্রম :

বিএসটিআই'র কার্যক্রম নিম্নবর্ণিত ৬টি উইং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় ছাড়া চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগে অবস্থিত ৬টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে দেশব্যাপি বিএসটিআই এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।[১৩০]

মান উইং :

মান উইং আন্তর্জাতিক মান সংস্থাসমূহের নির্ধারিত মান সমূহের প্রতি গুরুত্বারোপপূর্বক দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, প্রযুক্তিগত ও কারিগরি জ্ঞান এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কৃষি ও খাদ্য, পাট ও বস্ত্র, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স, রসায়ন ও পুর এবং যন্ত্রকৌশল এ পাঁচটি বিভাগের মাধ্যমে পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন করে থাকে। বিএসটিআই এ পর্যন্ত ৩৪৪১টি জাতীয় মান প্রণয়ন করেছে তন্মধ্যে ISO, IEC, CODEX ইত্যাদি আন্তর্জাতিক মানও বাংলাদেশ মান হিসেবে এডপ্ট করা রয়েছে। ৬টি বিভাগীয় কমিটি এবং তাদের অধীনে ৭১টি শাখা কমিটি/কারিগরি কমিটি জাতীয় মান প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

পদার্থ পরীক্ষণ উইং :

পদার্থ পরীক্ষণ উইং (১) পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগ (২) ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং (৩) টেক্সটাইল বিভাগ নিয়ে গঠিত। এ উইং এর অধীনে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে ৩টি পদার্থ পরীক্ষণ ল্যাব রয়েছে।

১) পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধীনে সিমেন্ট টেস্টিং ল্যাব, ব্রিক টেস্টিং ল্যাব, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব ও কনডম টেস্টিং ল্যাব রয়েছে। এ সকল ল্যাবে সিমেন্ট, ব্রিক, এম এস রড, এ্যাঙ্গেল, প্লেট, কাস্ট আয়রন পাইপ, বাইসাইকেল রিম, কনডম, টাইলস্, সেনিটারি ফিটিংস, পিভিসি পাইপ, সেফ্‌টি রেজার ব্লেড, বল পয়েন্ট,

১৩০. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

ষ্টিল ট্র্যাংক, বুট, পেপার, সিজিএস সিট, হেলমেট, কনভেয়র বেল্ট,জিপি সিট, সিরামিক টেবিল ওয়ার ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

২) ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে ইলেকট্রিক্যাল এবং ক্যাবল টেস্টিং ল্যাব, ফ্যান টেস্টিং ল্যাব, ইলেকট্রো মেকানিক্যাল এনার্জি মিটার টেস্টিং ল্যাব, লাইটিং Products টেস্টিং ল্যাব রয়েছে। এ সকল ল্যাবে পিভিসি ইন্সুলেটেড ক্যাবল, ফ্লেক্সিবল কর্ড, পাওয়ার ক্যাবলস এনামেল রাউন্ড কপার ওয়ার, সুইচ, সকেট, ইউপিএস, আইপিএস, ট্রান্সফরমার, ফ্যান রেগুলেটর, ইলেকট্রো মেকানিক্যাল মিটার, টিউব লাইট, সিএফএল, ইনক্যানডেসেন্ট ল্যাম্প, ব্যালাস্ট, এলএএস ব্যাটারী, ওয়াচ ব্যাটারি, সার্কিট ব্রেকার, মিটার বক্স ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

৩) টেক্সটাইল বিভাগের অধীনে টেক্সটাইল মেকানিক্যাল ল্যাব এবং টেক্সটাইল কেমিক্যাল ল্যাব রয়েছে। এ সকল ল্যাবে কটন সুতা, পলিয়েষ্টার সুতা, পলিয়েষ্টার ব্লেড সাটিং, পলিয়েষ্টার ব্লেড সুটিং, কাপড়ে রং এর স্থায়িত্ব কটন ক্যানভাস, পপলিন কাপড়, গার্মেন্টস পণ্য, বিভিন্ন প্রকার ফাইবার আমদানিকৃত বস্ত্র ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়।[১৩১]

রসায়ন পরীক্ষণ উইং :

রসায়ন পরীক্ষণ উইং (১) রসায়ন বিভাগ (২) ফুড ও ব্যাকটেরিওলজি বিভাগ নিয়ে গঠিত। অত্র উইং এর অধীনে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে ৩টি রসায়ন পরীক্ষণ ল্যাব রয়েছে। উক্ত ল্যাবগুলোতে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও আমদানিকৃত/রপ্তানিযোগ্য পণ্যের (জৈব/অজৈব, খাদ্য/খাদ্যজাত পণ্য) রাসায়নিক পরীক্ষণ/বিশ্লেষণ কার্য সম্পাদন করা হয়।

সার্টিফিকেশন মার্কস (সিএম) উইং :

সার্টিফিকেশন মার্কস কার্যক্রমের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ ও গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। এছাড়া উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও গুণগত মান উন্নয়নে উদ্বুদ্ধকরণ ও পরামর্শ প্রদানও এ উইং এর দায়িত্ব। স্বেচ্ছা ও বাধ্যতামূলক উভয় পদ্ধতিতেই এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। জনস্বার্থে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গেজেটের মাধ্যমে এ পর্যন্ত **১৫৩**টি পণ্যকে (৫৯টি খাদ্য পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য) বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্কস এর আওতায় আনা হয়েছে। ফলে বিএসটিআই থেকে এ সকল পণ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে গুণগতমান সনদ গ্রহণ ছাড়া বাজারজাত করা আইনত দণ্ডনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।[১৩২]

টেবিল-২৭ : পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ (সিএম) কার্যক্রম

ক্রমিক	কার্যক্রম	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১	নতুন লাইসেন্স প্রদানের সংখ্যা	১৪৫১	১৭২৫	১৬৩৮	১৬২৯
২	লাইসেন্স নবায়নের সংখ্যা	১২৯২	১৪১৪	১৪০৪	২৫৫৩
৩	আবেদন (লাইসেন্সের জন্য) প্রত্যাখ্যানের সংখ্যা	৪৯০	৫০৫	৭৭৯	৭৮৯
৪	রাজস্ব আয় (লক্ষ টাকায়)	২০০৩.৯৪	১৯৮৮.৩৫	১৬৬৭.৩৯	৩২১৩.০০

১৩১. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

১৩২. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

টেবিল-২৮ : মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রম

ক্রমিক	কার্যক্রম	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা	১৫১৩	১২৯১	১৩০৪	১১৭৮
২	মামলা দায়েরের সংখ্যা (মোবাইল কোর্ট)	১৮২২	১৭০২	১৫৫৭	১৪৯৬
৩	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (মোবাইল কোর্ট)	১৮০৭	১৬৯২	১৫৪২	১৪৯৬
৪	জরিমানা আদায়ের পরিমান (লক্ষ টাকায়)	৪৪৯.১৪	৪৩৮.৭৩	৩৫৫.৮৭	৪৭৩.১৩
৫	গত ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৩০ জন, ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৯৪ জন এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৫৮ জন এবং ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ৩৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে এবং ২৩৯ টি প্রতিষ্ঠানকে সীলগালা করা হয়েছে।				

টেবিল-২৯ : সার্ভিলেন্স টিম পরিচালনার কার্যক্রম

ক্রমিক	কার্যক্রম	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১	সার্ভিলেন্স টিম পরিচালনার সংখ্যা	৩৮৫	৫১৮	৬৬০	৯১৮
২	মামলা দায়েরের সংখ্যা (সার্ভিল্যান্স টিম)	৩৪৭	২৬৪	২০৭	৩৯৬
৩	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (সার্ভিল্যান্স টিম)	৩১	-	-	৪
৪	জরিমানা আদায়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	১৬.১৩	-	-	১.৯৮

মেট্রোলজি উইং :

ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরিতে স্থাপিত SI (System International) Unit এর ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড রক্ষণাবেক্ষন এবং দেশের সকল ল্যাবরেটরি, শিল্প কারখানা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং হাট বাজারে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ধারাবাহিক যথার্থতা (Accuracy) নিশ্চিতকরণ এই উইং এর প্রধান কাজ। 'The Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982' এবং 'The Standards of Weights and Measures (Amendment)Act 2001 এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন তদারকিসহ সারাদেশে মিটার, লিটার, প্লাটফরম স্কেল, পেট্রোল পাম্পের ডিসপেনসিং ইউনিট, ট্যাংক লরি, স্টোরেজ ট্যাংক ওয়েব্রিজ, বাটখারা, দাঁড়িপাল্লা ইত্যাদি যন্ত্রপাতির যাচাইয়ের কাজ মেট্রোলজি উইং কর্তৃক সম্পাদন করা হয়।

টেবিল-৩০ : বিগত ৪ অর্থ বছরে মেট্রোলজি উইং কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম

ক্রমিক	কার্যক্রম	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১	পেট্রোল পাম্পের ডিসপেনসিং ইউনিট ভেরিফিকেশন	৪৯৯২	৪৬১১	৫৫২৮	৬০৪৪
২	ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সংখ্যা	১৪১৩	১২৫১	১৩০৪	১১৭৮
৩	মামলা দায়েরের সংখ্যা (ভ্রাম্যমান আদালত)	২৮১৫	২২৪৭	১৭০৬	১৪৯৮
৪	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (ভ্রাম্যমান আদালত)	২৮১৫	২২৪৭	১৭০৬	১৪৯৮
৫	জরিমানা আদায় (লক্ষ টাকায়) (ভ্রাম্যমান আদালত)	৯০.০৩	৫৩.৮২	৪.৬৫	৩৮.৪১
৬	জরিমানাকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২৮১৫	২২৪৭	১৭০৬	১৪৯৮
৭	পরিচালিত স্কোয়াড/বিশেষ অভিযানের সংখ্যা	৩৮৫	৫১৮	৬৬০	৯১৭
৮	মামলা দায়েরের সংখ্যা (স্কোয়াড/বিশেষ অভিযান)	৭২০	৩১২	২৮৯	২৫২
৯	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (স্কোয়াড/বিশেষ অভিযান)	৩১৪	২	৭	২৯

ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা :

EU, NORAD এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় এবং UNIDO এর কারিগরি সহায়তায় বিএসটিআইতে আন্তর্জাতিক মানের National Metrology Laboratory স্থাপন করা হয়েছে। ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরিতে- (i) Mass (ii) Length & Dimension, (iii) Temperature, (iv) Volume, Density & Viscosity, (v) Time, Frequency & Electrical Measurement, (vi) Force & Pressure Laboratory নামে ৬টি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। এ ল্যাবের মাধ্যমে দেশিয় শিল্প প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান Ges ল্যাবরেটরিসমূহে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন করা হচ্ছে।

টেবিল-৩১ : ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি (NML) কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতি Calibration এর বিবরণী[১৩৩]

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির বিবরণ	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১	মেট্রিক বাটখারা (ওয়েটস)	৬৮০	৫৭৭	৫৪৭	৬৩৮
২	ওজন যন্ত্র	৫০	১২২	৩০৩	৩১৮
৩	লেংথ মেজার	১৩০	১০৫ (টেপ-৫৭ ও স্টীল স্কেল-৪৮)	১২৯ (টেপ-৫১ ও স্টীল স্কেল-৭৮)	১৭১ (টেপ-৭০ ও স্টীল স্কেল-১০১)
৪	ভলিউম মেজার	৩৯৬	৩৬১	২৪৪	২৭২
৫	স্লাইড ক্যালিপার্স	৩৪	৬০	৪৯	৪২
৬	থার্মোমিটার	৬৫	৬৫	১৯	১১৪
৭	মাইক্রোমিটার	২৬	৩০	৩৬	৩৩
৮	প্রেসার গেজ	৪০	৪১	২৮	৩২
৯	টেম্পারেচার গেজ	৩৬	২৯	-	০৪
১০	থিকনেস গেজ	৫৫	৩৪	৩২	১৪
১১	টেম্পারেচার ইন্ডিকেটর	২৫	২৯	১৯	-
১২	হাইগ্রোমিটার	১১	৬	১২	১৫
১৩	রাজস্ব আয় (লক্ষ টাকায়)	৯০.৪০	১০৮.৩৯	১৪২.৭২	১৪৮.১৫
১৪	স্টপ ওয়াচ	-	-	৮	১০

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) দেশের শিল্প বিকাশের সহায়তাকারী স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। শিল্প ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসার, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ তৈরি এবং মেরামত ও শিল্প কারখানা রক্ষণাবেক্ষণে আধুনিক কারিগরি কৌশল প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (আই.আর.ডি.সি.) এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকটিভিটি সার্ভিসেস (আই.পি.এস) নামের দুটি সংস্থাকে একত্রিত করে ১৯৬২ সালে পাকিস্তান শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর নব গঠিত রাষ্ট্রের উন্নয়নকে সামনে রেখে নতুনভাবে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহয়তা কেন্দ্র (Bangladesh Industrial Technical Assistance Centre বা BITAC) পুনর্গঠিত হয় এবং বর্তমান বিটাকের যাত্রা আরম্ভ হয়। বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, খুলনা ও বগুড়ায় বিটাকের ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র

১৩৩. *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২-২০১৩, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

(বিটাক) দেশের বিকাশমান শিল্পের বহুমাত্রিক চাহিদার সংগে সংগতি রেখে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। সাম্প্রতিক কালে দেশিয় শিল্প বিকাশের জন্য স্বল্প খরচে যন্ত্রাংশ উৎপাদন, প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ সম্পন্ন করা এবং সংশ্লিষ্ট জনশক্তিকে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তিতে রূপান্তর করার এক সুদূরপ্রসারী দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে বিটাক।[১৩৪]

শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তর, শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নক্শা প্রণয়ন, নকশা অনুসারে সেগুলো তৈরি ও ক্ষেত্র বিশেষে মেরামত, এসএমই সেক্টরে বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান এবং দেশের প্লাস্টিক প্রযুক্তি ও টুলস্, জিক্স, ফিক্সারস্ এবং মেটাল প্রসেসিং ডাই উন্নয়নে সার্বিক কারিগরি সহায়তা প্রদান করে দেশের শিল্প সেক্টরে উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে বিটাক। এছাড়া, বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে মহিলাদের অগ্রধিকার দিয়ে হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করছে ।[১৩৫]

ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, খুলনা ও বগুড়ায় স্থাপিত বিটাকের ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, আমদানী বিকল্প যন্ত্রাংশ উৎপাদনের লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিটাকের কারিগরি বিষয়ক সেবাগুলোর মধ্যে আছে : (ক) কনভেনশনাল মেশিনিং এর যাবতীয় সুবিধা (খ) কপি মিলিং (গ) প্রোফাইল গ্রাইন্ডিং (ঘ) মেটাল (ফেরাস ও নন-ফেরাস) এ্যানালাইসিস (ঙ) সিএনসি লেদ (চ) সিএনসি মিলিং (ছ) সিএনসি মেশিনিং সেন্টার (জ) ইডিএম ও ওয়্যারকাট ইডিএম (ঝ) স্টিল কাস্টিং (ঞ) পেন্টোগ্রাফ মিলিং (ট) সারফেস, সিলিন্ড্রিক্যাল ও বোর গ্রাইন্ডিং (ঠ) জিগ, ফিক্সার, প্রেস টুলস্ এন্ড প্লাস্টিক টুলস্ মেকিং (ড) টুলস্ এন্ড কার্টার গ্রাইন্ডিং (ঢ) ওয়েল্ডিং ও ফেব্রিকেশন (ণ) লাইট ফোর্জিং (ত) ফাউন্ড্রি (থ) হিট-ট্রিটমেন্ট (দ) ইলেকট্রোপ্লেটিং (ধ) ডিজাইন এন্ড ড্রাফটিং (ন) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল মেন্টেন্যান্স।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট

১৯৬০ সালে জাতিসংঘ, আইএলও এবং তৎকালীন সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে 'ইস্ট পাকিস্তান ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট, সুপারভাইজারি এন্ড ইন্সট্রাক্টর ট্রেনিং সেন্টার' শীর্ষক একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। উক্ত প্রকল্পের ফলশ্রুতিতে ১৯৬১ সালের ১লা জানুয়ারী তৎকালীন স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইস্ট পাকিস্তান ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার যাত্রা শুরু করে। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বভার তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের কাছে ন্যস্ত করা

১৩৪. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

১৩৫. প্রাগুক্ত।

হয়। ১৯৭০ সালে ইস্ট পাকিস্তান গভর্নমেন্ট এডুকেশনাল এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১ (ইস্ট পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স নং-XXVI, ১৯৬১)-কে প্রতিষ্ঠানটির জন্য প্রযোজ্য ঘোষণা করে ১৯৭০ সালে ১লা জুলাই হতে একে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার মর্যাদা প্রদান করা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এটি বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (বিএমডিসি) নামে পরিচিতি লাভ করে। ক্রমবিকাশমান অর্থনীতির যথাযথ চাহিদার সাথে কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনে ১৯৭৬ সালে এই কেন্দ্রটি শ্রম মন্ত্রণালয় হতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আরো ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে ৪ আগষ্ট, ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র (বিএমডিসি) নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)[১৩৬] রাখা হয়। বর্তমানে বিআইএম একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সভা পরিচালনা পর্ষদ। পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা অনুযায়ী বিআইএম- এর প্রধান নির্বাহী হিসেবে মহাপরিচালক প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালনা করে থাকেন। ৩ জন পরিচালক এ বিষয়ে তাঁকে সহযোগিতা করেন। এছাড়া চট্টগ্রাম ও খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ২ জন উপ-পরিচালক। বিআইএম এর মোট জনবল ১৬০ জন। সরকারি অনুদান এবং নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা বিআইএম- এর ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর[১৩৭]

সাবেক পেটেন্ট অফিস ও ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রি অফিস দু'টিকে একীভূত করে ২০.০৩.২০০৪ তারিখ হতে এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একটি জাতীয় অফিস হিসাবে মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রম হল নতুন আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর করা, নতুন উদ্ভাবিত Industiral Design নিবন্ধন করা এবং ট্রেডমার্কস এর স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য ট্রেডমার্কস নিবন্ধন করা এবং নতুন নতুন আবিষ্কারকে উৎসাহিত করা। এ কারণে যে কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায় এরূপ দপ্তরের গুরুত্ব অপরিসীম। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরটি প্রথমে ৪টি উইং যথা- (i) Administrative wing (ii) Trademarks wing (iii) Patents & Design and (iv) WTO & International Affairs wing নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিটি উইং এর প্রধান হিসেবে ডেপুটি রেজিস্ট্রার (উপ-সচিব) এবং অফিস প্রধান হিসেবে ১ জন রেজিস্ট্রার (যুগ্ম-সচিব) রয়েছেন। সম্প্রতি অধিদপ্তরে একটি Information Technology Unit (আইটি ইউনিট) যুক্ত করা হয়েছে ।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত শিল্পায়ন আর শিল্পায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বা Productivity। অন্য কথায় উৎপাদনশীলতা হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের উৎকৃষ্ট পন্থা। শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় এবং কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক সরকারী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এনপিও কাজ করে থাকে।

---

১৩৬. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

তাছাড়া বাংলাদেশে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে টোকিওস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যাবতীয় কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এনপিও'র কাজের অংশ। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ উৎপাদনশীলতার এ ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, কলা-কৌশল সম্পর্কে তেমন সচেতন নয়। এ বিষয়ে সম্যক ধারণা দানের জন্য গত ২ অক্টোবর, ২০১১ ঢাকাস্থ রূপসী বাংলা হোটেলে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী এনপিও কর্তৃক আয়োজিত উৎপাদনশীলতা বিষয়ক জাতীয় বহুপক্ষীয় সম্মেলনে উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা করেন। দেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, সরকারী প্রতিনিধি, পেশাজীবি, বুদ্ধিজীবি, অর্থনীতিবিদ, কূটনীতিকবৃন্দ, সিভিল সোসাইটি, সাংবাদিক ও বিভিন্ন মিডিয়ার সদস্যসহ সকল পেশার ৫০০ জনেরও অধিক প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ফলে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক উৎসাহ উদ্দীপনা ও জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে।[১৩৮]

বাংলাদেশ সরকার এ আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে প্রতি বছর ২ অক্টোবর তারিখকে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালনের ঘোষণা করে এবং শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড' প্রবর্তনের ঘোষণা দেন।

সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী

জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম এবং ইহা পৃথিবীব্যাপি স্বীকৃত। কারখানা/প্রতিষ্ঠানসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব । এ লক্ষ্যে এনপিও নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

১। উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ;
২। উৎপাদনশীলতার উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা;
৩। উৎপাদনশীলতা জরিপ ও সমীক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
৪। উৎপাদনশীলতা তথ্য ভাণ্ডার গঠন ও সমৃদ্ধকরণ;
৫। উৎপাদনশীলতা বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রচার সামগ্রী তৈরি ও বিতরণ;
৬। উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে কনসালটেন্সি সেবা প্রদান;
৭। কারখানা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠন ও এর কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
৮। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সেমিনার/কর্মশালা/আলোচনা সভা আয়োজন করা;
৯। উৎপাদনশীলতা পরিমাপের নির্ণায়ক উদ্ভাবন;
১০। কারখানা পর্যায়ে মজুরির সাথে উৎপাদনশীলতার যোগসূত্র স্থাপনে পদ্ধতিগত উপায় নির্ণয়ের ব্যাপারে সমীক্ষা পরিচালনা ও সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;
১১। টোকিওস্থ এশিয়ান প্রোকাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, স্ট্যাডি মিটিং, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাংলাদেশে পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা;
১২। এশিয়ান প্রোকাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়নে এনপিও বাংলাদেশে ফোকাল পয়েন্ট এর দায়িত্ব পালন করা এবং

---

১৩৮. *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২-২০১৩, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

১৩। পরিকল্পনা দলিলসহ সরকারি নীতিমালায় উৎপাদনশীলতার ধারণা সংযোজন ও বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন একটি কারিগরি দপ্তর। শিল্প কারখানায় জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্তে অবিভক্ত ভারতে ১৯২৩ সালে (সংশোধিত ১৯৯০)[১৩৯] বয়লার আইন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইন কার্যকর করার জন্য ১৯২৪ সালে কলকাতায় বয়লার অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর উক্ত অধিদপ্তর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয় এবং বয়লার অধিদপ্তর হিসেবে কাজ করতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৬১ সালে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের সময় একে সংযুক্ত অফিসে পরিণত করা হয় এবং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত অফিস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপর হতে অদ্যাবধি অফিসটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অফিস হিসেবে কাজ করে আসছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে নিম্নে বর্ণিত আইন ও বিধিসমূহ প্রণয়ন করা হয় : [১৪০]

১। বয়লার আইন ১৯২৩ (সংশোধিত-১৯৯০)
২। বয়লার রেগুলেশন ১৯৫১ (সংশোধিত-২০০৭)
৩। বয়লার এটেনডেন্ট রুলস ১৯৫৩ (সংশোধিত-১৯৮৬)
৪। বয়লার রুলস ১৯৬১

কার্যাবলী :

(ক) বয়লার ড্রইং, ডিজাইন ও বয়লার স্থাপনের পদ্ধতি পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক রেজিষ্ট্রেশন প্রদান;
(খ) বার্ষিক ভিত্তিতে বয়লার পরিদর্শনপূর্বক নিরাপদ চালনার সার্টিফিকেট প্রদান;
(গ) বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক কৃতকার্য প্রার্থীদের অপারেশন সংক্রান্ত সাটিফিকেট প্রদান এবং
(ঘ) স্থানীয়ভাবে তৈরি বয়লারের বিভিন্ন ধাপ পরিদর্শনপূর্বক সার্টিফিকেট প্রদান।

সাধারণভাবে সকল শিল্প কারখানাই বয়লার ব্যবহার করে থাকে। তন্মধ্যে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কেমিক্যাল কোম্পানি, সার-কারখানা, কাগজকল, চিনিকল, ঔষধ প্রস্তুত কারখানা, জুট মিল, কটন মিল, টেক্সটাইল মিল, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ও রাইস মিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বয়লার ভিত্তিক শিল্প কারখানায় বয়লার একটি প্রধান যন্ত্র বা প্রাণ স্বরূপ। শিল্প কারখানার বয়লারের নিরাপদ চালনা নিশ্চিত ও বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের শিল্পায়নে অত্র দপ্তর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড

---

১৩৯. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
১৪০. *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২-২০১৩, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

কোন পণ্য বা সেবার গুণগত মানের গ্রহণযোগ্যতা ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে এ্যাক্রেডিটেশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে এ ধারণাটা একেবারে নতুন। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০০৬ অনুসারে বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর ফলে দেশে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও সময়পোযোগী জাতীয় মান অবকাঠামো (National Quality Infrastructure) ও সাযুজ্য নিরূপণ পদ্ধতি (Conformity Assessment System) তৈরি হবে যা দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা বাণিজ্যের পরিধি সম্প্রসারণ এবং বৈদেশিক রপ্তানিতে প্রযুক্তিগত বাণিজ্য বাধা (Technical Barriers to Trade) অপসারণে অত্যন্ত কার্যকরি ভূমিকা রাখবে।[১৪১] বিএবি আন্তর্জাতিক মান এবং গাইডলাইন অনুসারে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।[১৪২]

বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস উদ্‌যাপন :

২০১২-১৩ অর্থবছরে ৯ জুন ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর যৌথ উদ্যোগে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস পালিত হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'এ্যাক্রেডিটেশন : বিশ্ব বাণিজ্য প্রসারে সহায়ক'।[১৪৩] এ লক্ষ্যে ডিসিসিআই এর মিলনায়তনে সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান বহুজাতিক পরীক্ষাগার, গবেষণাগার, পরিদর্শন সংস্থা, রেগুলেটরি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা থেকে মান ও মান ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং বিএবি এ্যাসেসর এবং দেশি-বিদেশি এ্যাক্রেডিটেশন বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষে একটি সুদৃশ্য স্মরণিকা প্রকাশ ছাড়াও পোস্টার, ব্যাগ, কলম, স্লিপ প্যাড ইত্যাদি তৈরি ও বিতরণ করা হয়। রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক এবং জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় প্রচারণার উদ্দেশ্যে আকর্ষণীয় ব্যানার প্রদর্শন করা হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সম্যক ধারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশিয় দু'টি পরীক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া এ দিবসের খবর এবং সাক্ষাৎকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রচার করে।

---

১৪১. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩*, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

১৪২. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩*, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

১৪৩. প্রাগুক্ত।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করতে শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের দুই খাতকে শক্তিশালী ও গতিশীল করতে হবে। কৃষি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা কিংবা কৌশলগত অভিনবত্ব ও আধুনিকতার সমারোহ নেই। পক্ষান্তরে, শিল্পক্ষেত্রে আমাদের অগ্রযাত্রা প্রায় শূন্য থেকে শুরু এবং সীমাবদ্ধতাও সীমাহীন; তথাপি শিল্পক্ষেত্রে এ দেশের অগ্রগতি প্রত্যয়দীপ্ত অভিযাত্রায় কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা বিবেচ্য বিষয় নয়; শিল্পায়নে বাংলাদেশকে আরো এগিয়ে নিতে হবে।[১৪৪] কারণ ভৌগোলিকভাবে ভারত ও চীনের মত দুই অর্থনৈতিক পরাশক্তির অন্তর্বর্তী অবস্থানে বাংলাদেশ। এদের অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উত্থানের স্বার্থে অন্তত বর্তমানে অর্জিত অর্থনৈতিক অবস্থান টিকিয়ে রাখতেও শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে এখনই প্রয়োজন সরকারি আর্থিক প্রণোদনা তহবিলের আয়তন বাড়ানো। সংগত কারণেই বিশেষত যেসব বৃহদায়তন দেশিয় শিল্প প্রতিষ্ঠান আমদানি-বিকল্প হিসেবে বিশাল অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে চলেছে এদের জন্য।

১৪৪. এম জেড আরজু হোসেন, *রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিপন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে আর্থিক প্রণোদনা জরুরি*(ঢাকা : দৈনিক সমকাল, ৮ জানুয়ারি ২০১৪), পৃ. ২

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (আইবিবিএল) এর পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

ইসলামী শারী'আহ্ অনুসরণে পৃথিবীতে কোন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চলতে পারে এমন ধারণা অস্বীকারকারীদের সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল না। সময়ের ব্যবধানে ইসলামী ব্যাংক আজ বাস্তব ও ধ্রুব সত্য। আধুনিক ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা অনেকটা পরে হলেও এ ব্যাংকের মৌলিক ভিত্তি ও পদ্ধতিগত বিচারে বাস্তবিক পক্ষে এর উৎপত্তি হয়েছিল প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর সময়ে। রসূলুল্লাহ্ (স.) নিজেই ছিলেন এ পদ্ধতির কৃতি উদ্যোক্তা।

ইসলামী ব্যাংক হলো ইসলামী শারী'আহ্র নীতিমালার আলোকে পরিচালিত কল্যাণমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সমকালীন বিশ্ব অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা নতুন দিগন্ত উম্মোচনকারী একটি কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বাংলাদেশে আজ শুধু বাস্তবই নয়; এর সাফল্য, অগ্রগতি, নৈতিক ও আদর্শিক অবস্থান এবং চমৎকার গ্রহণযোগ্যতা বিশ্ব মহলেরও দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক যে আদর্শগত পার্থক্য তা জনসাধারণকে দৈনন্দিন ব্যাংকিং পরিষেবা গ্রহণে ইসলামী ব্যাংকে অতি মাত্রায় আকর্ষণ করছে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অন্যান্য কল্যাণমুখিতার জন্য বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ ইসলামী ব্যাংকসমূহকে নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ অবলম্বন মনে করে।

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা

ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালার বাস্তবায়ন করা।[১]

ওআইসি ইসলামী ব্যাংকের একটি সুন্দর ও সাবলীল সংজ্ঞা প্রদান করেছে যা নিচে উদ্ধৃত হল,

> 'Islami Bank is a financial Institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations.'[২]

---

১. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৭), পৃ. ২৬১

২. 'ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা এর মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির সকল পর্যায়ে ইসলামী শারী'আহ্র নীতিমালা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং কর্মকাণ্ডের সকল স্তরে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ২য় সং., জুলাই ২০১০), পৃ. ৮১; Definition by the General Secretariat of the

মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং আইন ১৯৮৩ অনুসারে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা এ রকম, 'ইসলামী ব্যাংক এমন এক কোম্পানি যা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত; আর ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসা এমন ধরনের ব্যবসা যার লক্ষ্য ও কার্যক্রমের কোথাও এমন কোন উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করেনি।'[৩]

'ইসলামী ব্যাংক' এর সংজ্ঞায় 'International Association of Islamic Banks বলেছে,

> 'The Islamic Bank basically implements a new banking concept, in that it adheres strictly to the ruling of Islamic Shariah in the fields of finance and other dealings. Moreover, the bank which is functioning in this way must reflect Islamic Principles in real life. The bank should work towards the establishment of an Islamic Society; hence, one of its primary goals is the deepening of the religious sprit among the people.'[৪]

ডক্টর শাওকী ইসমাইল শাহতা ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বলেন,

> 'It is therefore, imperative for an Islamic bank to incorporate in its functions and practices commercial Investment and social activities,

---

Organization of the Islamic Conference accepted in the Foreign Ministers Conference held in Dakar in 1978, cited in the *'Text Book on Islamic Banking'*, IERB, 2004; Dr. Ataul Haque, *Reading in Islamic Banking* (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1987), p. 188; M. Ali & A. A Sarker, *Islamic Banking, Principles and Operational Methodology, Thoughts on Economics*(Dhaka : IERB, Vol. 5, Issue 4-5, July-December 1995) pp. 20-25

৩. 'Islamic Bank' means any company which carries on Islamic Banking Business and holds a valid license; and all the offices and branches in Malaysia of such a bank should be deemed to be one bank. 'Islamic Banking Business' means banking business whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the religion of Islam.' লজ অব মালয়েশিয়া; ইসলামিক ব্যাংকিং এ্যাক্ট, এ্যাক্ট নং ২৭৬, সেকশন-২; ১৯৮৩ সালের ৯ মার্চ রাজকীয় অনুমোদন প্রাপ্ত; ১৯৮৩ সালের ১০ মার্চ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত, পৃ. ৮; দ্র. ড. মুহাম্মাদ হায়দার আলী মিঞা, *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং : কাস্টমস্ এন্ড প্র্যাকটিস*(ঢাকা : শাহেরা হায়াদর, ৪র্থ সং., ২০০৮), পৃ. ৬

৪. 'ইসলামী ব্যাংক মূলত একটি নতুন ব্যাংকিং ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেয়, যাতে তা অর্থায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইসলামী শারী'আহ্র বিধি-বিধান কঠোরভাবে মেনে চলে। অধিকন্তু, ইসলামী ব্যাংক এভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে বাস্তবজীবনে ইসলামী বিধি-বিধানকে অবশ্যই প্রতিবিম্বিত করবে। ব্যাংককে একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ করার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত এবং সেজন্য এর অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য হলো জনগণের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা গভীরভাবে প্রোথিত করা।' দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

as an Institution designed to promote the civilized mission of an Islamic economy.'[৫]

ডক্টর জিয়াউদ্দীন আহমদ-এর মতে,

"Islamic Banking is essentially a normative concept and could be defined as conduct of banking in consonance with the ethos of the value system of Islam."[৬]

ডক্টর মোহাম্মাদ হায়দার আলী মিঞা বলেন,
'ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ইসলামিক শরীয়াহ্‌র নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং লেনদেনের কোন অবস্থাতেই সুদগ্রহণ ও প্রদান করেনা।'[৭]

অতএব উপরের সংজ্ঞাসমূহ থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইসলামী ব্যাংকিং আর্থিক মধ্যস্থতার এমন একটি পদ্ধতি যা তার লেনদেনে সুদ গ্রহণ ও প্রদান করেনা এবং এর কার্যাবলী এমনভাবে পরিচালনা করে যাতে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয়। এটি এমন এক ব্যাংকিং পদ্ধতি যা লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই লেনদেনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো লাভ-লোকসানে অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনীতিতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক

ব্যাংকিং হলো আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও সভ্যতালালিত বহুবিধ উপাদানের মধ্যে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী অনুষঙ্গ। এটি মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু ঘৃণিত সুদের সংমিশ্রণের ফলে গোটা ব্যাংকব্যবস্থাই কলূষিত হয়েছে। মুসলিমগণ কোন অবস্থাতেই সুদভিত্তিক ব্যাংকের কাছে যেতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন।[৮] পবিত্র কুরআনে সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর কোন মু'মিনের জন্য সুদের ধারে কাছে যাওয়ারও সুযোগ থাকে না। অথচ ব্যাংকব্যবস্থায় সম্পূর্ণ সুদনির্ভর লেনদেন নীতি মুসলিমগণের ঈমান-আক্বীদার উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে আসছে। সুদের কুফল বিষয়ে আরো অনেক কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

---

৫. 'কাজেই ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম ও প্রয়োগ রীতিতে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ ও সামাজিক কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরি, যেন এটি (ইসলামী ব্যাংক) ইসলামী অর্থনীতির সুশীল লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করতে পারে।' দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৬. 'ইসলামী ব্যাংকিং হলো একটি নীতিগত ধারণা এবং এটিকে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকিং হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।' দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৭. 'Islami Bank is a financial institution which will not receive or pay interest in any of its form and its all activities will be in accordance with the principles of Islamic shariah.' দ্র. ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা, *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং : কাস্টমস্ এন্ড প্র্যাকটিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৮. اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ص وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط فَمَنْ جَاءَه مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّه فَانْتَهٰى فَلَه مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُه إِلَى اللهِ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ. يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ. দ্র. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫-২৭৬

> ‘হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু’মিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রাখ যে, এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ; কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমরা নিজের মূলধন ফেরত পাবে। তোমরা কাউকে অত্যাচার করবে না এবং তোমরাও অত্যাচারিত হবে না।’[৯]

বাংলাদেশের মানুষ বরাবরই ধর্মপ্রাণ। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এ দেশের মানুষের স্বাভাবিক সভ্যতার অংশ। আলিম সমাজের বহুমুখী প্রচেষ্টায় এবং বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের সভা-সেমিনার থেকে এ দেশের মানুষেরা সুদের ক্ষতি ও গুনাহ সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। সুতরাং এ দেশের মানুষেরা সুদ বর্জন করতে বদ্ধপরিকর। সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের নেতিবাচক ধারণা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে বিষোদাগারে রূপ নেয় এবং ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার জন্য সুপ্ত আকাঙ্খা তাদের মধ্যে ক্রমেই জাগ্রত হতে থাকে। মসজিদের ইমামগণের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। তারা দারস ও খুৎবায় সুদের ব্যাপারে বক্তব্য দিয়েছেন। ফলে সুদকে সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে ঘৃণা করতে শিখেছে।

ইসলামী শারী‘আহ্ মোতাবিক মসজিদ, মাদ্রাসা চলতে পারে, মিলাদ মাহফিল চলতে পারে, কিন্তু অর্থব্যবস্থা তথা ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে- এ ধারণাকে অনেকেই অবিশ্বাস করেছিল। ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে তাদের বক্তব্য বরাবরই নেতিবাচক, তাচ্ছিল্যপূর্ণ ও উপহাসমূলক। ইসলামী ব্যাংকের সূচনালগ্নে তারা এর অস্তিত্বের প্রশ্নে সন্দেহ পোষণ করেছিল। তাদের সংশয় ছিল, আধুনিক কালের বিচারে নতুন ধরনের এ ব্যাংক টিকে থাকতে পারবে কিনা! তারা সুদসর্বস্ব ব্যাংকব্যবস্থা থেকে গৃহীত প্রচ্ছন্ন স্বার্থ খর্ব হতে দিতে চায়নি। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার ভারসাম্যপূর্ণ কল্যাণমুখিতা তাদের পছন্দ নয়। ফলে তাদের উপহাসমূলক মন্তব্যাদি ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অগ্রপথিকদের গতি বিঘ্নিত করছিল। যদিও সে সব অপচেষ্টা ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকে রুখতে পারেনি।

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই উপনিবেশ শাসনমুক্ত মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, সংহতি ও স্বার্থ সংরক্ষণ বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে চিন্তা করতে থাকেন। এ প্রেক্ষিতে তৎকালীন সাউদি বাদশাহ ফয়সল ইব্ন আব্দুল আযীযসহ মুসলিম বিশ্বের কল্যাণকামী রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তাবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত হয় ‘Organization of Islamic Conference’ বা ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, যার বর্তমান নাম ‘Organization of Islamic Countries’। মুসলিম বিশ্বের সুদৃঢ় ঐক্যের পাশাপাশি অর্থনীতিসহ কীভাবে সার্বিক কল্যাণ সাধন করা যায় এ নিয়ে নবগঠিত

---

৯. يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ. দ্র. আল-কুরআন, ২ : ২৭৮-২৭৯

সংস্থা বিশেষভাবে চিন্তা করতে থাকে। ১৯৭৫ সালের ২০ অক্টোবর জিদ্দায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (Islamic Development Bank-IDB)। এ প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ও জনগণ উপলব্ধি করেন যে, সুদের আগ্রাসন থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করতে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। এ সময় সাউদি আরব, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিশর ও তুরস্কসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়ে।[১০]

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হবে এ সংবাদে দেশের ধর্মপ্রাণ সহজ-সরল জনগণের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। সুদের চাপে দিশেহারা মানুষ সুপথ পাওয়ার আশাবাদী প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায়। প্রস্তুত হয় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ প্রেক্ষাপট। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার প্রধান এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ব্যাংকব্যবস্থাকে সুদের কবল থেকে রক্ষা করতে পর্যায়ক্রমে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ সিদ্ধান্তের আলোকে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা দেশে ফিরেন।[১১]

এদিকে বেশ কিছু ইসলাম দরদী সাহসী সৈনিক এবং কোটি কোটি সাধারণ মানুষ এ দেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। তারা অনুধাবন করেছিলেন যে, আর্থ-সামাজিক সুবিচার এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে একটি প্রগতিশীল অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। আশির দশকে সুদনির্ভর প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার অসমতল পরিবেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর চিন্তাধারা নিতান্তই বেমানান মনে হতো। তবু উদ্যোক্তাগণ হাল ছাড়েননি। তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন যে, এ দেশে তো ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবেই, তদুপরি এর সাফল্য ও অগ্রগতির সুসংবাদ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও পৌঁছবে। এমন এক প্রেক্ষাপটে ১৯৭৭ সালে 'ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো' (IERB) নামে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা সংস্থা গঠিত হয়। এ সংস্থার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভাগ্যবঞ্চিত ও বিড়ম্বিত জনগোষ্ঠির বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা। ইসলামে যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণমুখী অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান তা যথাযথ প্রমাণে 'ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো' জন্মলগ্ন থেকেই কাজ করতে শুরু করে।

---

১০. ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা, *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং ঃ কাস্টমস্ এন্ড প্র্যাকটিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪

১১. এ.এ.এম হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : প্রকাশিকা, হেলেনা পারভীন, জানুয়ারি ২০০৪), পৃ. ৫৫-৫৬

আজ বাংলাদেশের মানুষ ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার যে সুফল ভোগ করছে তার মূল কৃতিত্বের দাবীদার এই গবেষণা সংস্থাটি। এ জন্য 'ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো' কে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের মাদার অরগানাইজেশন (Mother Organization) বলা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৯ সালের ৩-৫ জুলাই আইইআরবি'র উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র (TSC) তে এবং বাংলাদেশ এটমিক এনার্জি সেন্টার অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত ইসলামী অর্থনীতির উপরে তিনদিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উপর পরবর্তী বছর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠানের প্রস্তাবও গৃহীত হয়। ১৯৮০ সালের ১৫-১৭ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (তৎকালীন পিজি হাসপাতাল) মিলনায়তনে (অন্য এক তথ্যানুযায়ী ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ অডিটরিয়ামে) এ সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্ণর জনাব নূরুল ইসলাম উক্ত সেমিনার উদ্বোধন করেন এবং ভাষণে তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে আরো ভাষণ দেন আইডিবি'র ড. সেলিম জাফর কারাতাস, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচারক আহমদ রাজী আল ইয়াসিন, বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন সাউদি রাষ্ট্রদূত শাইখ ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল-খতিব, বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত মাহমূদ সাদাত মাদারশাহী প্রমূখসহ আরো অনেকে।[১২]

উল্লেখযোগ্য যে, সেনেগালের রাজধানী ডাকার সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের পর মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপক সাড়া জেগে উঠে। ওআইসি এবং তৎপরবর্তী আইডিবি প্রতিষ্ঠার আলোকময় প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয় এবং গোটা মুসলিম উম্মাহ সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা পাওয়ার আশাবাদে উদ্দিপ্ত হয়ে উঠে। বাংলাদেশ সরকার ডাকার সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তৎপরতা শুরু করে।[১৩] এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের তৎকালীন সুযোগ্য রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ মহসিন ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে পররাষ্ট্র সচিবের কাছে একটি সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের সাথে দুবাই ইসলামী ব্যাংকের একটি সেমিনারের প্রতিবেদনও তিনি সংযুক্ত করে পাঠান, যাতে ইসলামী ব্যাংকের একটি কার্যকরী মডেল ছিল। মোহাম্মদ মহসিন-এর উক্ত অনুরোধের পিছনে আইডিবি, কয়েকটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তির প্রচেষ্টাও জড়িত ছিল। এর পরপরই

---

১২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫; *Thought on Islamic Economics*(Dhaka: IERB, Special issue on Banking, Feb. 1982), p. 29

১৩. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : মাহিন পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৮), ১৬০

ডিসেম্বর মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং উইং বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিমত জানতে চায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে আরম্ভ করে। প্রমাণ পাওয়া যায়, বাংলাদেশ সরকার প্রস্তাবটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে নেয় এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট সদিচ্ছার পরিচয় দেয়। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদানীন্তন গবেষণা পরিচালক জনাব এ এস এম ফখরুল আহসানকে বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পেশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।[১৪] জনাব ফখরুল আহসান এতদুদ্দেশ্যে মিশর, দুবাইসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তিনি মিশরে ড. আহমাদ আল-নাজ্জার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সেভিংস ব্যাংক' বা 'মিটগামার ব্যাংক' পরিদর্শন করেন। এ ব্যাংক আধুনিক বিশ্বের ইসলামী শারী'আহ্ভিত্তিক সর্বপ্রথম ইসলামী হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। জনাব ফখরুল আহসান এ ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার নেপথ্য শক্তি, কৌশল ও নীতি নির্ধারণী বিষয়ক দিক নির্দেশনাসমূহ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি অনুধাবন করেন যে, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বিশ্ববাসীর অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে সক্ষম এবং সাধারণ মানুষ একে একটি আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করছে। তিনি সফরে বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের পরিকাঠামো, ব্যবস্থাপনা কৌশল, সমস্যাসমূহ, বিনিয়োগ নীতিমালা, দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাংকের ভূমিকাসহ বহুবিধ বিষয়ে সরেজমিন ব্যাপক পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ পরবর্তীতে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

জনাব ফখরুল আহসান মিশরের নাসের সোস্যাল ব্যাংক, ফয়সল ইসলামী ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামী ব্যাংকস্-এর কায়রো কার্যালয়, দুবাই ইসলামী ব্যাংক, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ, আল-রাজী ব্যাংকিং কর্পোরেশনসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ শেষে দেশে ফিরেই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সম্ভাব্যতার উপর লিখিত প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনে তাঁর সফর অঞ্চলের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের পরিবেশ, প্রতিষ্ঠাকালীন প্রাথমিক অবস্থা এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিরাজিত পরিবেশ ও জনগণের আশা-আকঙ্খার একটি তুলনামূলক চিত্র ফুটিয়ে তোলেন।[১৫] এর পর পরই ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (তৎকালীন পিজি হাসপাতাল) মিলনায়তনে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশ

---

১৪. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক পটভূমি*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জুলাই ১৯৮৯), ৮ম সংখ্যা, পৃ. ৬৪

১৫. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ২য় সং., জুলাই ২০১০), পৃ. ৭৬

ব্যাংকের গভর্ণর তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট ও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে সাউদি আরবের মক্কা মুকাররমা ও তায়েফে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি ইসলামী ব্যাংকিং-এর মত একটি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও সে ব্যাংক যাতে সুষ্ঠুভাবে স্বতন্ত্র মর্যাদায় ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারে সে জন্য আলাদা আইন তৈরি করতে মুসলিম দেশসমূহের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি সুপারিশ করেন, তার ভাষায়, 'The Islamic Countries should develop a separate banking system of their own in order to facilitate their trade and commerce.'[১৬]

১৯৮১ সালের মার্চ মাসে সুদানের রাজধানী খার্তুমে অনুষ্ঠিত ওআইসি দেশসমূহের কেন্দ্রিয় ব্যাংকের গভর্নরদের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা জানিয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। ঐ বছর এপ্রিল মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে লেখা এ পত্রে পাকিস্তানের মত বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের সকল শাখায় পরীক্ষমূলকভাবে পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং কাউন্টার চালু করে পৃথক লেজার সংরক্ষণের পরামর্শ দেয়া হয় এবং এর অব্যবহিত পরেই ব্যাপক ও কার্যকর প্রস্তুতি শুরু হয়। উদ্যোক্তগণ ইসলামী ব্যাংকিং পরচিালনার জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির ব্যাপারে মনযোগ দেন। কারণ, আদর্শভিত্তিক ব্যাংকের জন্য আদর্শ কর্মীবাহিনী প্রয়োজন। তারা অনুধাবন করেছিলেন যে, নীতির প্রশ্নে অটল এবং ব্যাংকিং বিষয়ে অভিজ্ঞ এ দু'টি গুণের সমন্বয় থাকা জনশক্তি দিয়েই ইসলামী ব্যাংককে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নেয়া সম্ভব।[১৭]

১৯৮১ থেকে **১৯৮২** সাল পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সাফল্য ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মোট ৫টি বড় ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। প্রচলিত সুদী ব্যাংকের ভিড়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের একটি ব্যাংক কীভাবে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে, কিভাবে অন্যের চেয়ে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবে, কীভাবে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সুফল গণমানুষের কাছে পৌঁছে দিবে- এ সব বিষয়ে অত্যন্ত যত্নের সাথে কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেয়া হয়। একই সাথে ইসলামী ব্যাংকের চলার পথের সম্ভাব্য সমস্যা এবং তা প্রতিরোধে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের পথ নির্দেশনা দেয়া হয়। চিন্তাবিদগণ এ ক্ষেত্রে ইমাম গাযালীর দর্শন অনুসরণ করেন।

---

১৬. মুসলিম দেশসমূহের উচিত তাদের নিজস্ব ধ্যাণ-ধারণার আলোকে একটি স্বতন্ত্র ব্যাংকব্যাবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার করা। দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকিং : সাফল্য, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ*, পৃ. ২৫; মোঃ মোখলেছুর রহমান, *বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড ২০০৫ স্মরণিকা, ২১ জানুয়ারি ২০০৮), পৃ. ১৯

১৭. ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা, *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং : কাস্টমস্ এন্ড প্র্যাকটিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

ইমাম গাযালী মহানবী (সা.) এর অতি পরিচিত হাদীস 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক' উল্লেখ করে এই বাধ্যতামূলক জ্ঞানের মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয়ের জ্ঞানকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি ইবাদাতমূলক মর্যাদা আছে বিধায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে এত উৎসাহ দেয়া হয়। অতএব উহা অর্জনও অত্যাবশ্যকীয়। জেনে রেখো, এই ঘরের (অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের) জ্ঞান অর্জন প্রতিটি উপার্জনশীল মুসলিমগণের জন্য বাধ্যতামূলক।[১৮]

১৯৮১ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর এক মাস স্থায়ী এক সার্বক্ষণিক আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, সকল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বিআইবিএম ও প্রস্তাবিত 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক অব ঢাকা লিমিটেড' (বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড) এর ৩৭ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ এম আযীযুল হক এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়া ১৯৮১ সালের ১৮-১৯ মার্চ বিআইবিএম-এর উদ্যোগে ঢাকায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর দু'দিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিপুল সংখ্যক অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার এতে অংশ নেন। আবার একই সালের এপ্রিল মাসে বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা ট্রাস্টের উদ্যোগে চট্টগ্রামে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর আরেকটি সফল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এর আয়োজক ছিলেন বায়তুশ শরফ এর পীর সাহেব হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ.)।[১৯] ১৯৮২ সালের ১৮ জানুয়ারি থেকে বিআইবিএম-এর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।[২০]

১৯৮১ হতে ১৯৮২ সালের মধ্যে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে মোট ৩১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। দেশের খ্যাতিমান ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, উলামায়ে কিরামগণ ও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন উক্ত কোর্সসমূহের প্রশিক্ষক। সর্বশেষ কোর্সটি পরিচালিত হয় ১৯৮২ সালের মার্চ হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত। দীর্ঘ ১০ মাস ব্যাপী এই কোর্সে মোট ২১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি অংশগ্রহণ করেন। 'ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো', 'ইসলামী ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন', বি.আই.বি.এম এবং 'ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ইসলামী ব্যাংকিং' প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

---

১৮. ড. আবুল হাসান এম সাদেক, 'অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নৈতিক ও আইনগত নির্দেশনা : ইমাম গাযালীর বিশ্লেষণ' *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : আইবিবিএল, ৯ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০০৪), পৃ. ৪৩

১৯. এম কামালউদ্দীন চৌধুরী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি উপলক্ষে দৈনিক সংগ্রামে ২৩ জুলাই ২০০৪ তারিখে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার; ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*(ঢাকা : সেমিনার পেপার, ২২ অক্টোবর ২০১১), পৃ. ৮-৯

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১৯৮২ সালে আইডিবি'র উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার যৌথ উদ্যোগের সম্ভাব্যতা নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ঢাকা সফর করেন। সফরের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রস্তাবিত সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকে আইডিবির উদ্যোক্তা হিসেবে মূলধন বিনিয়োগের অনুকূল সুপারিশ করা। প্রতিনিধি দল ঢাকায় এসে এ কথা জেনে সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, 'ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো (IERB)' এবং 'বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন (BIBA) বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য পরিশ্রম করছে। তারা বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে এ দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ ও ব্যাপক জনমত তৈরি করছে। প্রতিনিধি দল সাধারণ মানুষের মতামত গ্রহণ করে এবং তা গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন তথা সাফল্যের সাথে তাদের মিশন শেষ করে জিদ্দায় ফিরে যায়। এরই সাথে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে।

বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সিলেটের মরহুম আলহাজ্জ আব্দুর রাজ্জাক লস্করকে[২১] চেয়ারম্যান করে বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন সাউদি রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল খতিব (মরহুম), ইবন সিনার ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক আবু নাছের মোঃ আব্দুজ্জাহের, রাবেতার পরিচালক মীর কাশেম আলী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মফিজুর রহমান, যশোরের বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্জ মোহাম্মদ হোসাইন, সিপিআই জনাব মুহাম্মদ ইউনুস (মরহুম), প্রখ্যাত সাউদি শিল্পপতি শেখ আহমদ সালেহ যামযুম, বায়তুশ শরফের পীর শাইখ আব্দুল জব্বার (মরহুম), ইঞ্জিনিয়ার মুস্তফা আনোয়ার, বিশিষ্ট শিল্পপতি এম.এ. রশীদ চৌধুরী, এ. কে. ফজলুল হক, মুহাম্মদ মালেক মিনার, ব্যারিস্টার তমিজুল হক, আলহাজ্জ মুহাম্মদ বশীর উদ্দীন, মরহুম মোহাম্মদ সফিউদ্দীন দেওয়ান, অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মোহাম্মাদ নূরুজ্জামান, আলহাজ্জ আবুল কাশেম, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ দাউদ খান, শাহ্ আব্দুল হান্নান, মরহুম নাসিরুদ্দীন আহমদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ৫০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন[২২] নিয়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৩]

এ ছাড়াও দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তদের মধ্যে আরো ছিলেন, মুহাম্মদ হোসেন, এম আযীযুল হক, জনাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ, জাকিউদ্দীন আহমদ, ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো, জর্দান ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি), আল রাজী কোম্পানী, বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ (কেএসসি), মিনিস্ট্রি অব আওক্বাফ ইসলামিক এফেয়ার্স কুয়েত (বর্তমানে এর নাম কুয়েত আওক্বাফ পাবলিক ফাউন্ডেশন), দুবাই ইসলামিক ব্যাংক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন কাতার, ইবন সিনা ট্রাস্ট,

---

২১. ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা, *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং : কাস্টমস্ এন্ড প্র্যাকটিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

২২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর যাত্রা শুরুর প্রাথমিক অনুমোদিত মূলধন ছিল ৫০ কোটি, তার মধ্যে পরিশোধিত মূলধন ছিল ৮ কোটি টাকা। দ্র. *বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৮৫*, আইবিবিএল, পৃ. ১৩

২৩. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০*, আইবিবিএল, পৃ. ২২

দি পাবলিক ইনস্টিটিউশন ফর সোস্যাল সিকিউরিটি কুয়েত এবং মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস কুয়েত (বর্তমানে এর নাম দি পাবলিক অথরিটি ফর মাইনরস এফেয়ার্স, কুয়েত)।[২৪]

অতঃপর দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে প্রতিকূল পরিবেশ, বিরূপ প্রশাসনিক ও বৈরি আইন কাঠামোর মধ্যে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক বাস্তবে রূপ লাভ করে। প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের পথ পাড়ি দিয়ে ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ কোম্পানি আইনের আওতায় একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড', দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক।[২৫] বহুমাত্রিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ইসলামী শারী'আহ্ভিত্তিক এ ব্যাংকটি কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার অঙ্গীকার নিয়ে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯ জন বাংলাদেশি ব্যক্তিত্ব, ৪টি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান এবং আইডিবিসহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের ১১টি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থা এবং সাউদি আরবের দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তারূপে এগিয়ে আসেন।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম শারী'আহ্ভিত্তিক সুদমুক্ত ব্যাংক হিসেবে ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন (বর্তমানে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন) অনুযায়ী একটি সীমিত দায়ের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিরূপে ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ নিবন্ধিত হয়। ব্যাংকটি একই বছরের ৩০ মার্চ প্রথম শাখা হিসেবে ঢাকার ৭৫, মতিঝিলস্থ লোকাল অফিস উদ্বোধনের মাধ্যমে যুগপৎ যাত্রা শুরু করে।[২৬] ১৯৮৩ সালের ১২ আগস্ট এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। তত্ত্বগত ধারণার পরিধি পেরিয়ে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

২৫. ১৯৮৩ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ব্যাংক অব ঢাকা' নামে বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকের প্রস্তুতিমূলক কাজ শেষ হয় এবং এই নামেই তখন পর্যন্ত ব্যাংকের সাইনবোর্ড ও প্রচার পুস্তিকা ব্যবহার করা হয়। আলহাজ্জ মফিজুর রহমান ২৯ মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর এ ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' নামে কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকের একটি চমৎকার মনোগ্রাম তৈরি করে দেন দেশের খ্যাতিমান শিল্পী ও ক্যালিগ্রাফার জনাব সবিহউল আলম। দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

২৬. ব্যাংকের প্রথম শাখা ৩০ মার্চ ১৯৮৩ তারিখে খোলা হলেও একই বছরের ১২ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। এটি উদ্বোধন করেন তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী এস. এম. শফিউল আজম। ৩০ মার্চ ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী দিনে ৪৮টি হিসাব খোলা হয় এবং তাতে জমার পরিমাণ ছিল ৩৫ লাখ টাকা। ব্যাংকের প্রথম হিসাবটি খোলা হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর নামে। ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এএফএম ইয়াহিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষে ২৫ লাখ টাকা জমা দিয়ে বাংলাদেশে ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবিক প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকে আল-ওয়াদিয়া নীতির ভিত্তিতে প্রথম হিসাবটি খোলার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ইসলামী শারী'আহ্ ভিত্তিক ব্যাংক। ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ কোম্পানি আইনের আওতায় ব্যাংকটি নিবন্ধিত হয় এবং ৩০ মার্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং একই বছরের ১২ আগস্ট প্রধান শাখা ৭৫, মতিঝিলস্থ লোকাল অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এরই সাথে ৫০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন নিয়ে বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের এই বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর ব্যাংকটি অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এটি একটি বহুজাতিক ব্যাংক, যার বর্তমান ৬৬.১২ শতাংশ অংশিদারিত্ব বিদেশি এবং ৩৩.৮৮ শতাংশ অংশিদারিত্ব দেশি। বর্তমানে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২০০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৪৬৩৬.২৮ মিলিয়ন টাকা।[২৭]

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ব্যবসা প্রসারে শাখা সম্প্রসারণ ব্যাংকের একটি নিয়মিত কার্যক্রম। ২০১৩ সালের শেষ নাগাদ সারা দেশে ব্যাংকটির মোট শাখা ২৮৬ (যার মধ্যে ৩০টি এসএমই/কৃষি শাখা রয়েছে।) সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার প্রত্যয় এবং দেশের কৃষিখাতকে আরো উৎপাদনমুখী করতে এ ব্যাংক এসএমই/কৃষি সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছে। একটি পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) ব্যাংকের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ করে। নির্বাহী কমিটির (Executive Committee-EC) মাধ্যমে এ দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং ম্যানেজমেন্ট কমিটি (Management Committee-MC) ব্যাংকের কাজকর্ম দেখাশুনা করে। বর্তমানে ব্যাংকের মোট জনশক্তি ১২,৩৯৮ জন।[২৮]

ব্যাংকের সার্বিক কর্মকাণ্ডে ইসলামী শারী'আহ্ বাস্তবায়নের বিষয়টি তদারকির জন্য দেশবরেণ্য উলামায়ে কিরাম, স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ, অভিজ্ঞ আইনবিদ ও ব্যাংকারগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ শারী'আহ্ সুপারভাইজারি কমিটি (Shari'ah Supervisory Committee) ছাড়াও নিয়োগকৃত অভিজ্ঞ মুরাকিবগণ ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমে ইসলামী শারী'আহ্ পরিপালনের ব্যাপারে সার্বক্ষণিক পরামর্শ প্রদান, পর্যবেক্ষণ ও শাখাসমূহ পরিদর্শন করে থাকেন যা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য সৃষ্টির মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অবস্থান আরো সুদৃঢ় করেছে। শারী'আহ্ সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ বোর্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এছাড়া ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী (Islami Bank Training and Research Academy-IBTRA) নামে ব্যাংকের একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি

২৭. কর্পোরেট ইনফরমেশন, ডায়েরী ২০১৪, আইবিবিএল।
২৮. কর্পোরেট ইনফরমেশন, ডায়েরী ২০১৪, প্রাগুক্ত।

রয়েছে। একাডেমি প্রশিক্ষণ, গবেষণা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অব্যাহত তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যাংকটি ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ কোম্পানি লিমিটেডের তালিকাভূক্ত। ব্যাংকটিকে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর পথিকৃত হিসেবে সর্বমহলে গণ্য করা হয়।[২৯]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনায় এ দেশের ব্যাংকসমূহের মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছে। ব্যাংকিং মাধ্যমে আসা বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক রেমিট্যান্সের ২৮ শতাংশ আসে এককভাবে এ ব্যাংকের মাধ্যমে।[৩০] উল্লেখ্য যে, প্রবাসী গ্রাহকগণকে উৎসাহিত করা এবং বৈদেশিক রেমিট্যান্স বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ১৬ জন প্রতিনিধি ৫টি দেশে কাজ করছেন। ইতোমধ্যে ব্যাংকটি যুগান্তকারী রেমিট্যান্স কার্ড চালু করেছে যা প্রবাসী গ্রাহকগণের উৎকৃষ্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদানে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।[৩১]

ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (CRISL) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডকে ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮ ও ২০০৯ সালের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে AA+ (উচ্চ নিরাপত্তা) এবং স্বল্প মেয়াদে ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮ ও ২০০৯ সালের জন্য ST-1 (সর্বোচ্চ গ্রেড) প্রদান করে।[৩২]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সরাসরি মূল ধারায় বা এর সহযোগী সামাজিক প্রতিষ্ঠান 'ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন'-এর মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে আসছে। দাতব্য সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা, হাসপাতাল ও কমিউনিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, মেডিকেল কলেজ নার্সিং ইনস্টিটিউট, ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, স্কুল এন্ড কলেজ, মহিলা মাদরাসা, দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র, ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বৃত্তি কার্যক্রম, কম খরচে চক্ষু চিকিৎসা প্রকল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি বহুজাতিক ব্যাংক। ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এদেশের কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং কতিপয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমে এগিয়ে আসেন বাংলাদেশে সাউদি আরবের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও ওআইসির সাবেক সহকারী মহাসচিব মরহুম শেখ ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল

---

২৯. প্রাগুক্ত।
৩০. প্রাগুক্ত।
৩১. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২*, আইবিবিএল, পৃ. ২৫
৩২. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২*, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

খতিব। সাউদি আরবের প্রাক্তন বাণিজ্য মন্ত্রী শেখ আহমদ সালাহ জামজুম, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউসের চেয়ারম্যান শেখ আহমদ রাজী আল ইয়াসীন, রিয়াদের আলরাজী কোম্পাণীর শেখ সোলাইমান আল-রাজীর মত আন্তর্জাতিক পরিচিতি সম্পন্ন মুসলিম মনীষীবৃন্দ। এছাড়া মুসলিম দেশসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান আইডিবি, দুবাই ইসলামিক ব্যাংক, বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক, কুয়েতের পাবলিক ইনস্টিটিউট ফর সোস্যাল সিকিউরিটি, কাতারের ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন, ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল, লুক্সেমবার্গ, জর্ডান ইসলামিক ব্যাংক, কুয়েতের মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস, কুয়েতের ডিপার্টমেন্ট অব মাইনরস অ্যাফেয়ারস, কুয়েতের মিনিস্ট্রি অব আওকাফ এন্ড ইসলামিক অ্যাফেয়ারস, বাংলাদেশের ইসলামী অর্থনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইকোনমিকস্ রিসার্চ ব্যুরো প্রভৃতি ইসলামী ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকের মূলধনে অংশিদার হয়। আইবিবিএল প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে এদেশের মানুষের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ও আকাঙ্খা বাস্তবায়িত হয়েছে।

এক নজরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

(৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ অনুযায়ী)[৩৩]

প্রতিষ্ঠাকাল	:	১৩ মার্চ, ১৯৮৩
বিজনেস কমেন্সমেন্ট সার্টিফিকেট অর্জন	:	২৭ মার্চ, ১৯৮৩
প্রথম শাখা উদ্বোধন (লোকাল অফিস, ঢাকা, তৎকালীন প্রধান শাখা, ঢাকা)	:	৩০ মার্চ, ১৯৮৩
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন	:	১২ আগস্ট, ১৯৮৩
শারী'আহ্ সুপারভাইজারি কমিটি গঠন	:	১৯৮৩
সিএসআর/প্রাথমিক কার্যাবলি শুরু	:	১৯৮৩
আইপিও	:	১৯৮৫
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ-এর সদস্য লাভ[৩৪]	:	২ জুলাই, ১৯৮৫
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ-এর সদস্য লাভ	:	৭ মার্চ, ১৯৯৬
আইবিবিএল নিজস্ব প্রধান কার্যালয়ে	:	১০ মার্চ, ২০০০
প্রথম রাইট শেয়ার ইস্যু	:	১৯৮৯
দ্বিতীয় রাইট শেয়ার ইস্যু	:	১৯৯৬
তৃতীয় রাইট শেয়ার ইস্যু	:	২০০০
চতুর্থ রাইট শেয়ার ইস্যু	:	২০০৩
জোন সংখ্যা	:	১৫
শাখা সংখ্যা	:	২৮৬
কর্পোরেট শাখা সংখ্যা	:	৪
বৈদেশিক বাণিজ্য শাখা সংখ্যা	:	৪৮
এসএমই/কৃষি শাখা সংখ্যা	:	৩০
১০০তম শাখা উদ্বোধন	:	১২ জুন, ১৯৯৭
২০০তম শাখা উদ্বোধন	:	২১ জুন, ২০০৯
২৫০তম শাখা উদ্বোধন	:	১৫ ডিসেম্বর, ২০১০
২৮৬তম শাখা উদ্বোধন	:	১৪.১২.২০১৩
নিজস্ব এটিএম বুথ	:	৫০০
শেয়ার এটিএম বুথ	:	১,৫২০
অনুমোদিত মূলধন	:	২০,০০০ মিলিয়ন টাকা

৩৩. কর্পোরেট ইনফরমেশন, ডায়েরী ২০১৪, প্রাগুক্ত।

৩৪. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২*, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

পরিশোধিত মূলধন	:	১৪,৬৩৬ মিলিয়ন টাকা
মূলধনে অংশিদারিত্ব	:	(ক) বাংলাদেশি : ৩৩.৮৮ শতাংশ
		(খ) বিদেশি : ৬৬.১২ শতাংশ
ইক্যুইটি	:	৪২৬৪৯ মিলিয়ন টাকা
শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা	:	৬৩,৭৩৬
জনশক্তির সংখ্যা	:	১২,৩৯৮
মোট গ্রাহক সংখ্যা	:	৮০ লাখের উর্ধ্বে
মোট সঞ্চয়	:	৪৭৩,২৭৭.৭৪ মিলিযন টাকা
মোট বিনিয়োগ (শেয়ারে বিনিয়োগসহ)	:	৫০০,০৫৯.৪৮ মিলিয়ন টাকা
বৈদেশিক বাণিজ্য[৩৫]	:	৬৪১,০৭৪ মিলিয়ন টাকা
আমদানি	:	২৮,৫৮৯ কোটি টাকা
রপ্তানি	:	২০,৫২৬ কোটি টাকা
রেমিট্যান্স	:	২৮,৬৯৫ কোটি টাকা
সর্বশেষ বছরের পরিচালন মুনাফা	:	১৮০০ কোটি টাকা (৩১ ডিসেম্বর ২০১৩)
সিডিবিএল-এর সাথে চুক্তি	:	২৯ ডিসেম্বর, ২০০৪
নিজস্ব পরিমণ্ডলে কোর ব্যাংকিং সফটওয়ার	:	২০০৫
আইবিবিএল এমপিবি ইস্যু	:	২৫ নভেম্বর, ২০০৭
ব্রকার হাউজ উদ্বোধন	:	১ জানুয়ারি, ২০০৮
ইসলামী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিঃ	:	২২ মার্চ, ২০১০
ইসলামী ব্যাংক ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ	:	১ এপ্রিল, ২০১০
রেমিটেন্সে প্রথম স্থান অর্জন[৩৬]	:	২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১,
		২০১২ ও ২০১৩
১০০% অনলাইন ব্যাংকিং চালু	:	৭ জানুয়ারি, ২০১১
আই-ব্যাংকিং উদ্বোধন	:	১৬ ডিসেম্বর, ২০১১
আইবিবিএল এম-ক্যাশ সার্ভিস চালু	:	২৭ ডিসেম্বর, ২০১২
কল সেন্টার চালু	:	২৭ ডিসেম্বর, ২০১২
ওয়েবসাইট	:	www.islamibankbd.com

৩৫. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য[৩৭]

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা মুসলিমগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে যা তাদের অন্যতম ঈমানী অধিকার। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় প্রকার কল্যাণের অঙ্গীকার বহনকারী ইসলামী ব্যাংক সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় যা থেকে বিচ্যুত হওয়া এর পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। তাহলে ইসলামী ব্যাংক হিসেবে এর আত্মপ্রকাশের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবে। ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ হলো :

১. ইসলামী শারী'আহ্‌র নীতিমালা মোতাবেক এর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা।
২. আর্থিক কর্মকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে সুদ বর্জন করা।
৩. ব্যাংকিং কার্যক্রম জনকল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত করা।
৪. বিনিয়োগ কার্যক্রম সমাজের সাধারণ চাহিদার ভিত্তিতে বিনিয়োগ খাতের অগ্রাধিকার নিরূপণ করা।
৫. বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী নীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ করা।
৬. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।
৭. স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।
৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান ও আত্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
৯. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
১০. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
১১. ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে অংশিদারিত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা।

সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা : সমাজ ও অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে ঘৃণিত ও ক্ষতিকর উপাদান হলো সুদ। সুদ বহুমুখী সামাজিক ক্ষতির জন্য দায়ী এবং মানবতার অর্থনৈতিক কল্যাণ বিধ্বংসী নিন্দনীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। বিশ্বব্যাপী সুদের আগ্রাসী ভূমিকা মুসলিমগনের কেবল অর্থনৈতিকভাবেই ক্ষতি করছে তা নয়; তাদের ঈমানের জন্যও এটা মারাত্মক হুমকি। সুদের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে,

"হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন সুদের মধ্যে সত্তর প্রকার গুনাহ রয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহ মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমতুল্য।"[৩৮]

সুদের বিষয়ে হাদীসে আরো বর্ণনা এসেছে,

---

৩৭. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ২য় সং., জুলাই ২০১০), পৃ. ৮৩

৩৮. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون بابا أدناها كالذي يقع على أمه. দ্র. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াজিদ, *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ*, খ. ৭, পৃ. ৪৮, হাদীস নং ২২৬৫

'হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (স.) সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং সুদী লেনদেনের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, পাপের দিক থেকে তারা সকলেই সমান অপরাধী।'[৩৯]

এতদ্প্রেক্ষিতে ইসলামী ব্যাংকের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্যই হলো সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। আর্থিক লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে সুদকে বর্জন করার মাধ্যমে ইসলামী শারী'আহ্ অনুমোদিত ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে তোলা ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠা করা : আল্লাহ্ তা'আলার এ দুনিয়াতে তিনি ব্যতীত অন্য কারো হুকুম চলতে পারে না। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে,

'তিনি (ইয়াকুব) বললেন, হে আমার বৎসগণ! তোমরা সকলে একই প্রবেশদ্বার দিয়ে গমণ করো না; পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহ্র কোন বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহ্রই চলে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের।'[৪০]

আল-কুরআনে এ বিষয়ে আরো বলা হয়েছে,

'আপনি বলে দিন, আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ আছে এবং তোমরা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছ। তোমরা যে বস্তু শীঘ্র দাবী করছ, তা আমার কাছে নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।'[৪১]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

'অতঃপর সকলকে সত্যিকার প্রভূ আল্লাহ্র কাছে পৌঁছানো হবে। শুনে রাখ, ফয়সালা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।'[৪২]

মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন,

---

৩৯. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. দ্র. আবু দাউদ, *সুনানু আবু দাউদ*, খ. ৩, পৃ. ২৪৪, হাদীস নং ৩৩৩৩; আবু ঈসা মুহাম্মাদ, *জামে আত-তিরমিযী*, খ. ৩, পৃ. ৫১২, হাদীস নং ১২০৬; মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াজিদ, *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, খ. ২, পৃ. ৭৬৪, হাদীস নং ২২৭৭; আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ্ লি মুসলিম*(দিল্লী, মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৫৭ হি./১৯৩৮ খ্রি.) খ. ২, কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল মুযার'আত, বাবুর রিবা, পৃ. ২৭

৪০. وَقَالَ يٰبَنِيَّ لاَ تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ط وَمَا إِغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ط إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّٰهِ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ج وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ. দ্র. আল-কুরআন, ১২ : ৬৭

৪১. قُلْ إِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ط مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ط إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّٰهِ ط يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ. দ্র. আল-কুরআন, ৬ : ৫৭

৪২. ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ ط أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ قف وَهُوَ أَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ. দ্র. আল-কুরআন, ৬ : ৬২

> 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন সে আল্লাহ্ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমুন্নত হন, তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, এমনভাবে যে রাত্রি ও দিবস একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বড়িত গতিতে; সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সবই তাঁর হুকুমের অনুগত, জেনে রাখো, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই আর হুকুমের একমাত্র মালিক তিনিই, সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ হলেন বরকতময়।'[৪৩]

বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা মহাবিশ্বের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও একচ্ছত্র অধিকর্তা। জীবনের সকল ক্ষেত্রের সার্বিক রীতি-নীতি তিনি মানুষকে জানিয়েছেন। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কীভাবে মানুষ চলবে, কোন সমস্যা উপস্থিত হলে কীভাবে তার সমাধান করবে এ সবের বিস্তারিত নিয়ম-কানুন আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সংকট, ভারসাম্যহীনতা এগুলোর জন্য মূলত আল্লাহ্র বিধানের অনুপস্থিতিই দায়ী। ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান প্রতিষ্ঠা করা।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারা প্রবর্তন করা : ব্যাংকব্যবস্থা যেন মানুষের কল্যাণের পক্ষে সহায়ক হয় ইসলামী ব্যাংক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। অর্থনৈতিক অবস্থার ঘুরপাকে মানুষকে যেন অসহায়ভাবে ঘুরতে না হয় তেমন এক স্বচ্ছনীতির প্রয়োজনীয়তা ইসলামী ব্যাংক সব সময় অনুভব করে। আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েম করা ব্যাংকিং-এর জন্য নীতিগতভাবে জরুরি। মানুষ যেন ইসলামী ব্যাংককে তাদের আশা ভরসার কেন্দ্রস্থল হিসেবে পায় ইসলামী ব্যাংক সে লক্ষ্যে কাজ করে। মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণের দিক বিবেচনা করেই এ ব্যাংক এর সমুদয় কার্যক্রম প্রস্তুত করে।[৪৪]

আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা : আয় ও সম্পদের অসম বন্টন মানুষের সংকটকে আরো ঘনীভূত করে। আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত এবং মানুষ নিজের জন্য কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে- 'যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে, সব আল্লাহ্রই। সব বস্তু আল্লাহ্র মুষ্টিবলয়ে।'[৪৫]

---

৪৩. إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضَ فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُه حَثِيْثًا لا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِه ط أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ. দ্র. আল-কুরআন, ৭ : ৫৪

৪৪. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৪৫. وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الأَرْضِ ط وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا. দ্র. আল-কুরআন, ৪ : ১২৬

বস্তুত মানুষ কেবল আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করে। কিন্তু মানুষের চেষ্টা ও প্রয়াস, তার মেধা ও শক্তির সীমাবদ্ধতা দ্বারা বারিত। লক্ষণীয় বিষয় হলো, মানুষের আকাঙ্খা বা লোভ তার চেষ্টার চেয়ে বেশি। ঠিক এখান থেকেই অপ্রাচুর্য ও হতাশা সমস্যার উদ্ভব। এরপর মানুষের চেষ্টার ফলে অর্জিত আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যাপারে যদি নিশ্চিত করা না যায় তাহলে সেটি আরো বেশি উৎকণ্ঠা ও অতৃপ্তির জন্ম দেয়। সে কারণে ইসলামী ব্যাংক আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে গুরুত্বের সাথে কাজ করে।

ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনীতিতে ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা :[৪৬] আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন।[৪৭] ইসলাম সুদভিত্তিক কারবার বর্জন করে মুনাফাভিত্তিক ব্যবসা করার কথা বলে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি ও ইনসাফের অভাব উদ্বেগজনকভাবে বিরাজ করছে। নীতির অভাবে ব্যবসা হচ্ছে কলূষিত, মানুষ হচ্ছে প্রতারিত। দুনিয়াতে মানুষ একটু সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করতে চায়। তারা আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচার ও উপযুক্ত নিরাপত্তা প্রত্যাশা করে। কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতি তথা ব্যাংকব্যবস্থায় সেটা উপেক্ষিত, বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিই এদের একমাত্র লক্ষ্য। ফলে ইনসাফের সংকটে মানুষ হচ্ছে নির্যাতিত। যে কোন উপায় অবলম্বন করে মানুষ সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতায় নেমেছে বলে অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। তারা ন্যায়-নীতির তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র অর্জনকেই প্রাধান্য দেয়। এটা ইসলামের রীতি হতে পারে না। ইসলামী ব্যাংক অন্যান্য সুবিধাভোগীদের এ সুযোগ অবাধ করতে দিতে প্রস্তুত নয়। ইসলামী ব্যাংক অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ ও ইনসাফভিত্তিক ন্যায়বিচার উপহার দেয়। ইসলাম এর অনুসারীদের ভোগের প্রাচুর্য এবং অর্থনৈতিক বাড়াবাড়ি পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম ভোগ অভ্যাসে সহজ-সরল ধারা অবলম্বনের জন্য দৃঢ়ভাবে নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম এর অনুসারীদের স্ব-স্ব শ্রম ও মেধার মাধ্যমে ন্যায়-নীতি ও সততার সাথে আয় উপার্জন করতে বলেছে। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবিক পরিচালিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনীতিতে ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসূহের একটি। এ উদ্দেশ্য ইসলামের নৈতিক দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।[৪৮]

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা : জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে আন্তরিক হওয়া দরকার। দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে না পারলে জনসংখ্যার প্রাচুর্যতা জাতি ও বিশ্বের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এতে কর্মসংস্থানেরও

৪৬. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৪৭. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫

৪৮. এম, উমর চাপরা, অনূঃ ড. মাহমুদ আহমদ ও এম, জহুরুল ইসলাম, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, ১ম প্রকাশ, ২০০০), পৃ. ২৪

সংকট দেখা দেয়। ইসলাম অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ একটি জীবনদর্শন। আল্লাহ্ তা'আলা এ দুনিয়াকে তাঁর বান্দাদের বসবাসের জন্য বিশেষ উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। ইসলাম মানুষকে আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সুবিধা অর্জনের আহ্বান জানায়। ইসলামী ব্যাংক এ ক্ষেত্রে এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে মানবসম্পদের উন্নয়নের অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত করেছে।

স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা : ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম হলো স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানো। সাধারণত দেখা যায় যে, সমাজের স্বল্প আয়ের লোকেরা জীবনযাপনের মানের দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে। বাজারের পণ্যমূল্যের সাথে তাদের আয়ের পরিমাণ সামঞ্জস্যশীল না হওয়ায় জীবনযাত্রার মানের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। ইসলামী ব্যাংক সমাজের পিছিয়ে পড়া ঐ সব লোকদের জন্য জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিকারী পদক্ষেপ গ্রহণ এর উদ্দেশ্যাবলির অন্যতম মনে করে।[৪৯]

আন্তরিকতার সাথে উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করা : ইসলামী ব্যাংকসমূহ গ্রাহক সেবার মানের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক ও দায়িত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ইসলামী ব্যাংক মনে করে, একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকগণই হলো প্রাণ। যাদের অল্প অল্প সঞ্চয়ে একটি ব্যাংক বড় অংকের পুঁজি গঠন করে তারা ব্যাংকের কাছে অতি সম্মানিত। প্রচলিত ব্যাংকের দৃষ্টিতে যাই হোক ইসলামী ব্যাংকের কাছে ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। দু'য়ের মাঝে বিভেদ কিংবা বৈষম্যমূলক সম্পর্ক ইসলামী ব্যাংকের নীতি পরিপন্থী। গ্রাহকগণের সেবা দানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও উন্নয়ন বজায় রাখা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উন্নয়নমূলক কাজে উদ্যোগীদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা করা : ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবিক পরিচালিত ব্যাংকসমূহ উন্নয়ন চায়, উন্নয়নের জাগরণ দেখতে চায়, অলস পড়ে থাকা সম্পদের যথাযথ বিনিয়োগ চায়। এ ব্যাংক সমাজের বিত্তশালী ও বিত্তহীনদের মাঝে বিদ্যমান সম্পদের ব্যবধান হ্রাস করে আনতে চায়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ নীতিগতভাবে মনে করে, যে কোন ধরনের শিল্প স্থাপন কিছু মানুষের কর্মসংস্থানের নিশ্চিত সুযোগ করে দিবে এবং জাতীয় অর্থনীতি এতে উপকৃত হবে। এ কারণে এ ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো উন্নয়নমূলক বিনিয়োগ কার্যক্রম কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে যারাই উদ্যোগ গ্রহণ করবে তাদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা করা।

দুঃস্থ ও অসহায়দের জন্য জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা : ইসলামী ব্যাংক সমাজের অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের কথা চিন্তা করে। দুঃস্থ মানবতার সেবা করা ইসলামী ব্যাংক একটি দায়িত্ব মনে করে।[৫০] বিভিন্ন দুর্যোগে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা চরম আর্থিক অনটনে ক্লিষ্ট দিন

৪৯. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
৫০. এম, উমর চাপরা, ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

অতিবাহিত করে তাদের জন্য কল্যাণমূলক কিছু করার নৈতিক দায় অনুভব করে ইসলামী ব্যাংক। অসহায় প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়ানো ইসলামের এ মহান শিক্ষা কাজে লাগাতে ইসলামী ব্যাংকের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো দুঃস্থ ও অসহায়দের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

শিক্ষা প্রসারে সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা : শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত ও সম্মানিত। শিক্ষা জাতিকে সমৃদ্ধি ও মর্যাদা এনে দেয়। শিক্ষা মানবজীবনের জন্য আলো স্বরূপ। জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে সকলকে সুশিক্ষার আলো গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার অভাব অর্থই হলো অন্ধকারে জাতির নিমজ্জিত থাকা। আল-কুরআনের প্রথম বাণীই ছিল 'পড়'। মহান আল্লাহ্ বলেন, "পড়! তোমার প্রভূর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[৫১] ইসলাম জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জনের জন্য ইসলাম তাগিদ দিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক ইসলামের এ মৌলিক নির্দেশনা অনুসরণ করে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের আরেকটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে শিক্ষা প্রসারে নানারকম উৎসাহমূলক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা।

কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে সহযোগিতা করা : ইসলামে কৃষিকাজ অত্যন্ত ছাওয়াবের কাজ।[৫২] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

> 'হে মু'মিনগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।'[৫৩]

রসূলুল্লাহ (স.) সাহাবীগণকে কৃষি কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। এ সম্পর্কে একটি হাদীস এ রকম আছে,

> 'হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যখনই কোন মুসলিম একটি গাছ অথবা শস্য রোপণ করে এবং এ থেকে মানুষ, পশু-পাখি আহার্য গ্রহণ করে তখন ইহা রোপণকারীর পক্ষে একটি সাদাকাহ্ হিসেবে পরিগণিত হয়।'[৫৪]

---

৫১. اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. দ্র. আল-কুরআন, ৯৬ : ১

৫২. এম, উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৫৩. يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ص وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ إِلَّآ أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ. দ্র. আল-কুরআন, ২ : ২৬৭

৫৪. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. দ্র. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *আস সহীহ লি মুসলিম*, খ. ৮, পৃ. ১৮০, হাদীস নং ২৯০৪

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

'হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, যে জমি পূর্বে কেউ আবাদ করেনি, তা যে আবাদ করবে, তাতে তারই অধিকার বর্তাবে।'[৫৫]

ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শারী'আহ্‌র দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কৃষিকাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। ইসলামী ব্যাংক কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের কৃষি খাতকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। এ কারণে ইসলামী ব্যাংকের কৃষি সহযোগিতামূলক বিশেষ প্রকল্প রয়েছে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করা : ইসলামী অর্থনীতি বিশ্ববাসীর জন্য একটি আশীর্বাদ। বিশ্ব অর্থনীতিতে যখন অশান্ত ও ব্যর্থতার পদধ্বনি শোনা যায়, তখন ইসলামী অর্থনীতি নতুন করে আশার আলো দেখায়। ইসলামী অর্থব্যবস্থা বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট। ইসলামী ব্যাংক বিশ্ব অর্থনীতির বিরাজিত প্রেক্ষাপটে উন্নততর ও কল্যাণমূলক ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

মানবরচিত মতবাদসমূহের অন্ধকার অচলায়তন ভেদ করে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সনাতনী ধ্যান-ধারণার ভিত্তিমূলে আঘাত করে এক বৈপ্লবিক চিন্তা এবং অত্যাধুনিক ব্যবস্থপনা উপস্থাপন করেছে। এ ধারণা আধুনিক বিশ্বের মানসজগতে আলোড়ন ও যুগপৎ বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম। বস্তুত মানুষের যিনি সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা তাঁরই নিকট থেকে উৎসারিত। সে কারণে এ ব্যবস্থা মানবীয় চিন্তার অসম্পূর্ণতা মুক্ত। ইসলামী ব্যাংক এর লক্ষ্য অর্জনে স্বতন্ত্র নীতি ও কর্মধারা অনুসরণ করে। প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে বেশ কিছু নীতিগত তারতম্য বিদ্যমান। সে কারণে ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যসমূহে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে এর বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থাপন করা হলো : [৫৬]

১. সুদের বিকল্প ব্যবস্থার প্রবর্তন।
২. ইসলামী শারী'আহর নীতিমালার অনুসরণ।
৩. মুশারাকা বা অংশিদারিত্বমূলক বিনিয়োগ।
৪. টাকার কারবার নয়; পণ্যের ব্যবসা।
৫. বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন তৎপরতায় অংশগ্রহণ

---

৫৫. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. দ্র. জামিউল উসূল ফী আহাদিসির রসূল, খ. ১, পৃ. ১৩০

৫৬. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *কুরআনের আলোকে মুমিনের জীবন ও ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : আইবিবিএল, ১ম প্রকাশ, আগস্ট, ২০১১), পৃ. ৪২

৬. সামাজিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয়।

৭. মূল্যস্ফীতির কারণ দূর করা।

৮. শক্তিশালী শার'ঈ উপদেষ্টামণ্ডলী বোর্ড গঠন।

৯. অর্থনীতিতে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।

১০. অর্থনীতিতে নৈতিক শৃঙ্খলার বিধান অনুসরণ।

ক. সকল সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক আল্লাহ্। মানুষ ট্রাস্টি হিসেবে আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধের অনুবর্তী হয়ে সে সম্পদ অর্জন ও ব্যবহার করবে।

খ. মানুষ সম্পদ ব্যবহার করবে ইহকালীন ও পরকালীন হাসানাহ বা সুন্দর এবং ফালাহ্ বা কল্যাণ আহরণ করার জন্য।

গ. আদল বা ন্যায়বিচার এবং ইহসান বা দয়া প্রতিষ্ঠা ইসলামের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যম।

ঘ. তারা মারূফ বা কল্যাণমূলক ইন্সটিটিউশন কায়েম করবে এবং নিজেদের জীবন মুনকার বা সকল বোঝা-বন্ধন ও কষ্ট-যাতনার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে। মানুষের জীবন ভারমুক্ত ও সহজ করে তোলা ইসলামী ব্যবস্থার লক্ষ্য।

১১. সাম্প্রদায়িক নয়; সর্বজনীন ব্যাংক।

১২. ব্যক্তি স্বার্থ নয়; সমষ্টির কল্যাণ।

১৩. কল্যান তহবিল।

১৪. বেকারত্ব দূরীকরণ।

১৫. দাতা-গ্রহীতা নয়; অংশিদারিত্বের সম্পর্ক স্থাপন।

সুদ বা রিবা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলা : ইসলামী ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এ ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে কোন প্রকার লেনদেন করে না। সুদ[৫৭] সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলাই ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুদকে আল্লাহ্ তা'আলা হারাম ঘোষণা করেছেন- অর্থাৎ 'যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তাদের এ অবস্থা এজন্য যে তারা বলে, বেচাকেনা তো সুদের মত। অথচ আল্লাহ্ বেচাকেনাকে করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম। অতঃপর যার কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তারই। তার ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই জাহান্নামে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না।'[৫৮]

---

৫৭. এম, উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

৫৮. اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ج وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ

পবিত্র কুরআনে হারাম ঘোষিত ঘৃণ্য ও সমাজবিনাশী সে সুদের অনুপ্রবেশ ইসলামী সমাজে ঘটতে পারে না। সেজন্য ইসলামী ব্যাংক নিজে সুদী কারবার করে না, অন্যকেও এ কারবার থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে। সুদের ব্যাপক প্রচলন সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করায় ইসলামী ব্যাংক সমাজকে সমৃদ্ধ ও নির্দোষ করার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। সুদের পূর্ণ বিলুপ্তিকরণের নিমিত্তে ইসলামী ব্যাংকের সব নীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ইসলামী শারী'আহ্‌র নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত : ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শারী'আহ্‌র নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত হয়।[৫৯] কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত শার'ঈ নীতিমালার যা কিছু নেতিবাচক তা ইসলামী ব্যাংক পরিহার করে। আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ প্রদান ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে এ নীতি অনুসরণ করে। শারী'আহ্‌র আইন-কানুন ভঙ্গ করার কোনরূপ সুযোগ ইসলামী ব্যাংকের নেই। ইসলামী ব্যাংক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনবিধানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো অর্থনীতি তথা ইসলামী ব্যাংকিং। সুতরাং তাঁরই প্রেরিত বিধান অনুযায়ী এ ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।[৬০]

লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করা : ইসলামী ব্যাংক এক তরফা বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত। এ ব্যাংক লাভ-লোকসান ও অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করে। এতে কোন পক্ষেরই অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ইসলাম নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনামূলক লেনদেন সমর্থন করে না। সুদী কারবারে কোন না কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অপর পক্ষ বেশি লাভবান হয়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবসায়িক অংশিদারিত্বের বেলায় ভারসাম্যপূর্ণ মুনাফা বণ্টননীতি অনুসরণ করে। ব্যবসায় লাভ-লোকসান দুটোই হতে পারে। এ ঝুঁকি আছে বলেই ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে। সুতরাং ব্যবসায়ে অংশীদারগণের লাভ-লোকসান দুটোই বহন করার জন্য প্রস্তুত থাকা ন্যায্য দাবি। ইসলামী ব্যাংক এ ন্যায় কাজটি পরিপালন করা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবেই বিবেচনা করে।

অর্থব্যবসা নয়; অর্থের সাহায্যে ব্যবসা করা : পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অর্থই সমৃদ্ধির মূল কথা। এ অর্থনীতির দৃষ্টিতে সুদ হলো অর্থনীতির মেরুদণ্ড। কিন্তু কার্যত অর্থ কোন পণ্য নয়, অর্থ নিজে কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং অর্থকে কেনাবেচা করা যায় না। যদিও প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইসলামী ব্যাংক অর্থকে বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের একটি সংরক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য অর্থকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে; অর্থের সাহায্যে ব্যবসা করে। কোন অবস্থাতেই

فَانْتَهٰى فَلَه مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُه إِلَى اللهِ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.
يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ. দ্র. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫-২৭৬

৫৯. সম্পাদনা পরিষদ, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*(ঢাকা : ইফাবা, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০৪), পৃ. ১৯

৬০. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

ইসলামী ব্যাংক অর্থব্যবসাকে অনুমোদন ও সমর্থন করে না। অর্থব্যবসা করতে গেলেই তা সুদের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আর সুদ বর্জন করা তো ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার। ইসলামী ব্যাংক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সুদ সকল প্রকার শোষণের উৎস এবং মুদ্রাবাজার অস্থিতিশীলতা তথা মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের জন্য দায়ী।

বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন তৎপরতায় অংশগ্রহণ : ইসলামী ব্যাংকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিনিয়োগ কার্যক্রম ও উদ্যোগে অংশগ্রহণ করা। প্রচলিত সুদী ব্যাংক অর্থ লগ্নি করার ক্ষেত্রে তা কোথায় ব্যবহৃত হবে সে বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই নিষ্ক্রিয় থাকে। যেহেতু নৈতিকভাবে হালাল-হারামের প্রশ্ন এদের কাছে নেই, সেহেতু সমাজের জন্য ক্ষতিকর, অনাকাঙ্খিত ও চরিত্র বিধ্বংসী বিভিন্ন খাতে সে ঋণ ব্যবহার করাতে এদের কোন বাঁধা নেই। ইসলামী ব্যাংক এ ধরনের সামাজিক বিপর্যয় প্রতিরোধ করতে চায়। ফলে ইসলামী ব্যাংক হালাল-হারামের বিষয়টি মাথায় রেখে সমাজের জন্য কল্যাণকর ও জাতীয় অর্থনীতির জন্য সহায়তামূলক বিনিয়োগ কার্যক্রমে অংশ নেয়। মুনাফার প্রতি খেয়াল রেখে সর্বাধিক লাভজনক বিনিয়োগ প্রকল্পে ইসলামী ব্যাংক অর্থ লগ্নি করে। সুদের হাত থেকে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিকে রক্ষা করতে ইসলামী ব্যাংকের এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দর্শন।[৬১]

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন : সামাজিক কল্যাণের দিকে দুষ্টি দেয়া ইসলামের অন্যতম নীতি। এ নীতির আলোকে ইসলামী ব্যাংকও এর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ইসলামী ব্যাংক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন দেখতে চায় না। কারণ, সেটা হবে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।[৬২] ব্যাংক পৃথকভাবে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি জোর দিলে ব্যক্তিস্বার্থের চর্চা বেশি হওয়া সম্ভব। তাতে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা যায় না। শুধু ব্যক্তি পর্যায়ের উন্নয়ন ঘটানো ইসলামী ব্যাংকের নীতি নয়। সামাজিক ও নৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হতে পারে এমন কাজ করা কিংবা সহযোগিতা করা ইসলামী ব্যাংকের নীতি পরিপন্থী। ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উদ্যোগের সামাজিক লাভই হচ্ছে ঈমান ও মূল্যবোধের সাথে অর্থনৈতিক সংগঠনের সম্পর্ক নিরূপণের প্রধান উপাদান বা মাপকাঠি।[৬৩]

সামাজিক কল্যাণের বিষয়ে ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংক থেকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, একাধারে একটি সামাজিক ও নৈতিক প্রতিষ্ঠানও। ফলে এ ব্যাংক নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি মনে করে। নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাস্তবিকই অসম্ভব। এতে উন্নয়নের জন্য

---

৬১. অধ্যাপক মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*(ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২য় সং., আগস্ট ২০১৩), পৃ. ১৫১

৬২. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৬৩. অধ্যাপক মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

অপেক্ষমান জাতি প্রত্যাশিত সুফল পেতে পারে না। অতএব, ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন করা।

মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা অর্জন : মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা অর্জন ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আধুনিক অর্থনীতিতে মুদ্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। মুদ্রার মান প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু এর একটা স্থিতিশীলতা বজায় না থাকলে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণ দুর্ভোগে নিপতিত হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণ দেয়ার অঙ্গীকার নিয়েই ইসলামী ব্যাংকের যাত্রা শুরু। সুতরাং এ ব্যাংক মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে।[৬৪]

শক্তিশালী শারী'আহ্ এ্যাডভাইজারি কমিটি গঠন : ব্যাংকের বিনিয়োগ প্রদান, আমানত সংগ্রহ ও অন্যান্য পদ্ধতিগুলোতে শারী'আহ্র নীতির বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ, উপদেশ ও দিক নির্দেশনা এবং অন্যান্য কার্যক্রম তদারকির জন্য নিজস্ব শার'ঈ পরিষদ বা শারী'আহ্ এ্যাডভাইজারি কমিটি থাকা ইসলামী ব্যাংকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।[৬৫] শারী'আহ্র নীতিমালা অনুসারে পরিচালনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ইসলামী ব্যাংক যাত্রা শুরু করে। ইসলামী শারী'আহ্ অনুমোদন করে না এমন খাতে ব্যবসা-বাণিজ্য বা বিনিয়োগ করা এ ব্যাংকের নীতিবিরুদ্ধ কাজ। সার্বিক কার্যক্রমে যথাযথভাবে শারী'আহ্ পরিপালন হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে শারী'আহ্ এ্যাডভাইজারি কমিটি। এ ছাড়াও শারী'আহ্ অনুশীলনের জন্য এ সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন, প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই বোর্ড। ইসলামী আইনশাস্ত্রে পারদর্শী উলামায়ে কিরাম, খ্যাতিমান ব্যাংকার, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও প্রখ্যাত আইনজীবি সমন্বয়ে ইসলামী ব্যাংকে শারী'আহ্ এ্যাডভাইজারি কমিটি গঠন করা হয়।

অর্থনীতিতে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা : প্রচলিত অর্থনীতির ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ও ইনসাফের অভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সুবিচার ও সাম্যের অভাবে এক শ্রেণির মানুষ দুঃখজনকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজে বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের কান্না শুনতে পাওয়া যায়। সর্বস্তরে ইনসাফ ও ন্যায়ের উপস্থিতি থাকলে এমন হওয়ার কারণ নেই। সামাজিক ভারসাম্যহীনতা বলতে যা কিছু বুঝায়, তার অধিকাংশই ন্যায় ও ইনসাফের শূন্যতার জন্য দায়ী। নেতৃত্ব বহাল আছে, জাতীয় কর্মসূচিরও অভাব নেই, তবু সমাজে শান্তির অভাব বিদ্যমান। ন্যায়ের অভাব, ন্যায্য বিচারের অভাব, খোদায়ী শাসনের অনুপস্থিতি এ সব কিছু অশান্ত ও অকল্যাণকর সামাজিক পরিবেশের জন্ম দেয়। ইসলামী শারী'আহ্র অনুশাসন না থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা লেনদেনে

---

৬৪. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৬৫. ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রেরিত বিষয়াদিসহ ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক শারী'আহ্ বিষয়ক মতামত ও সিদ্ধান্ত প্রদান করা শারী'আহ্ সুপাইভাজারি এ্যাডভাইজারি বোর্ডের দায়িত্ব।

ন্যায়নীতি ও ইনসাফ পরিপূর্ণ মাত্রায় আশা করা যায় না। ইনসাফ না থাকার কারণেই প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা মানুষকে নানাভাবে শোষণ করার সুযোগ পায়। ইসলামী ব্যাংক-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো লেন-দেন তথা কার্যক্রমের সকল স্তরে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামী ব্যাংক একটি সর্বজনীন ব্যাংক : ইসলামী ব্যাংক কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠির ব্যাংক নয়। এটি বিশেষ কোন অর্থনৈতিক শ্রেণীরও ব্যাংক নয়। এটি ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের ব্যাংক। সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণিগোষ্ঠির জন্য এ ব্যাংকের কল্যাণমুখী সেবার দ্বার উন্মুক্ত। ইসলামী ব্যাংকগুলোতে অমুসলিম গ্রাহকরাও লেনদেন করছে। তারা অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকগুলোতে লেনদেন করতে নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে বেশি। ইসলামের সর্বজনীন কল্যাণময় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করার কারণে ইসলামী ব্যাংকে এমন চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।[৬৬]

কল্যাণ তহবিল গঠন : ইসলামী ব্যাংক সমাজের সাথে সুদৃঢ় সংযোগ রক্ষা করে সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে সমাজের অভাবী ও দুঃস্থ-অসহায় লোকদের আর্থিক উন্নতির প্রতি বিশেষ যত্নবান। যাকাত ও সাধারণ দানের অর্থ থেকে এ ব্যাংক একটি সমৃদ্ধ কল্যাণ তহবিল গঠন করে, যাতে উপরোক্ত শ্রেণির লোকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে কার্যকর প্রচেষ্টা চালানো যায়।[৬৭]

ইসলামী ব্যাংকের আমানত গ্রহণের নীতি ও পদ্ধতি

আমানত গ্রহণের নীতি

১. ইসলামী ব্যাংক জনসাধারণের সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহ যোগায়। শুধু বড় সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী না হয়ে ছোট জমাকারিদের সম্পদকে জাতীয় আর্থিক প্রবাহে নিয়োজিত করা।

২. ইসলামী ব্যাংক সকলের কাছে সঞ্চয়ের এ চিত্র তুলে ধরে যে, সঞ্চয়ের মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে পারেন এবং একই সাথে তিনি সামাজিক দায়িত্বও পালন করতে পারেন।

৩. সঞ্চয়ী গ্রাহক ও ব্যাংকের সম্পর্ক মুদারাবা পদ্ধতির অংশিদারি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে গ্রাহক 'সাহিবুল মাল' এবং ব্যাংক 'মুদারিব' হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

৪. ইসলামী ব্যাংক জনগণের সঞ্চয়কে শারী'আহ্ অনুমোদিত খাতে শারী'আহ্সম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে হালাল মুনাফা অর্জনে সহযোগিতা করে।

---

৬৬. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৬৭. ড. এম, উমর চাপরা, অনূঃ ড. মাহমুদ আহমদ ও এম জহুরুল ইসলাম, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০০), পৃ. ২৫

৫. ইসলামী ব্যাংক শারী'আহ্‌র 'আল ওয়াদিয়া' নীতির ভিত্তিতে 'আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব' পরিচালনা করে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক হলেন 'মুয়াদ্দি'। আর ব্যাংক 'মুয়াদ্দা ইলাইহি'। এ হিসাবে জমাকৃত অর্থ ব্যবহারের ব্যাপারে গ্রাহক (মুয়াদ্দি) ব্যাংক (মুয়াদ্দা ইলাইহি)-কে অনুমতি দেয়। ব্যাংক গ্রাহককে তার অর্থ চাওয়ামাত্র ফেরত দেয়ার অঙ্গীকার করে।

আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব

'আল ওয়াদিয়া' শব্দটি আরবি 'ওয়াদিয়ুন' থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ- ১. সংরক্ষণ করা, ২. জমা করা, ৩. বাদ দেয়া, ৪. পরিত্যাগ করা ইত্যাদি। আল ওয়াদিয়া চুক্তিতে দু'টি পক্ষ থাকে। জমাগ্রহণকারি পক্ষকে বলা হয় 'মুয়াদ্দা ইলাইহি'। জমাকারি পক্ষকে বলা হয় 'মুয়াদ্দি'। যে বস্তু জমা রাখা হয়, তা হলো 'মুয়াদ্দা'।

ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবের বিকল্প 'আল ওয়াদিয়া' পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক বা মুয়াদ্দা ইলাইহি জমাকারির (মুয়াদ্দি) অর্থ (মুয়াদ্দা) জমা নেয়। জমাকারি (মুয়াদ্দি) ব্যাংককে এ অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দেয়। ব্যাংক জমাকারির সম্মতির ভিত্তিতে সে অর্থ ব্যবহার করে। ব্যাংক জমাকারিকে তার অর্থ চাওয়ামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।
'আল ওয়াদিয়া' হলো অর্থে নিরাপত্তা বিধানের চুক্তি। এর দ্বারা জমাকারি ব্যাংকের সাথে কোন ব্যবসায়ে অংশ নেয় না। ব্যাংকের ব্যবসায়ের কোনরূপ ঝুঁকিও বহন করেন না। তিনি তার জমা টাকা যে কোন সময় ফেরত নেয়ার অধিকার রাখেন। এ পদ্ধতিতে জমাকারি ব্যাংকের কাছ থেকে কোন মুনাফা পান না। জমাকৃত অর্থের নিরাপদ হিফাজত করা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক জমাকারির নিকট থেকে সার্ভিস চার্জ নিতে পারে।

ইসলামী ব্যাংকের আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব ও সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবের মধ্যে পার্থক্য

সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবের সাথে ইসলামী ব্যাংকের চলতি হিসাবের পার্থক্য ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক ও গভীর। যেমন,

১. ইসলামী ব্যাংকের চলতি হিসাব শারী'আহ্‌র আল ওয়াদিয়া নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাব পরিচালনায় শারী'আহ্‌র কোন নীতি, পদ্ধতি বা বিধান অনুসরণের প্রয়োজন অনুভব করা হয় না। এদিক থেকে দুই ব্যাংকের চলতি হিসাবের মধ্যে পার্থক্য নীতি ও নিয়তের।
২. আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাবে জমাকারির কাছ থেকে তার অর্থ ব্যবহারের পূর্ব অনুমতি নেয়া হয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবে জমাকারির কাছ থেকে তার অর্থ ব্যবহারের অনুমতি নেয়ার শার'ঈ বাধ্যবাধকতা অনুভব করা হয় না।
৩. আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাবে জমা অর্থ শারী'আহ্‌ পরিপন্থী কোন পদ্ধতিতে বা কোন হারাম খাতে ব্যবহার করা হয় না। ব্যাংক এ ব্যাপারে জমাকারিকে নিশ্চিত করে। অন্যদিকে সুদভিত্তিক ব্যাংক চলতি হিসাবে জমা অর্থ সুদের ভিত্তিতে হালাল-হারাম নির্বিশেষে যেকোন খাতে ব্যবহার করতে পারে।

'আল ওয়াদিয়া' ও 'আল আমানাহ'র পার্থক্য

শারী'আহ্‌র নীতি অনুযায়ী কারো কাছে কোন কিছু গচ্ছিত রাখার একটি চালু পদ্ধতি 'আল আমানাহ'।[৬৮] 'আল ওয়াদিয়া' ও 'আল আমানাহ্'র মধ্যে পার্থক্য খুবই সরল ও স্পষ্ট। আল আমানাহ পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণকারি তার কাছে গচ্ছিত আমানাতকারির অর্থ বা বস্তু ব্যবহার করতে পারে না। ঐ সম্পদে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা সংযোজন-বিয়োজন করতে পারেন না। কিন্তু আল ওয়াদিয়া চুক্তি অনুযায়ী জমা গ্রহণকারী (মুয়াদ্দা ইলাইহি) জমাকারির (মুয়াদ্দি) অনুমতি নিয়ে জমা অর্থ বা বস্তু (মুয়াদ্দা) ব্যবহার করতে পারেন।

ব্যাংকিং সেবায় ইসলামী ব্যাংকের চলতি হিসাব 'আল ওয়াদিয়া' পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকের লকার সার্ভিস পরিচালিত হয় 'আল আমানাহ্' নীতির ভিত্তিতে। ইসলামী ব্যাংক আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাবের টাকা ওয়াদিয়া চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্যবহার করে এবং চাওয়ামাত্র ফেরত দেয়। কিন্তু লকারে গচ্ছিত সম্পদ যে অবস্থায় রাখা হয় সে অবস্থায় হিফাজত করা হয়।

মুদারাবা হিসাব

'মুদারাবা' **(مضاربة)**[৬৯] পরিভাষাটি আরবি দারব **(ضرب)** শব্দমূল হতে উদ্ভূত **باب مفاعلة** এর মাসদার। আরবি ভাষায় শব্দটি প্রহার করা, অন্বেষণ করা, দৃষ্টান্ত দেয়া, পরিভ্রমণ করা, সফর করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'মুদারাবা' বলতে বুঝায় ব্যবসার জন্য সফর করা; আল্লাহ্‌র রহমতের তালাশে সফর করা। আল কুরআনুল কারীমে শব্দটি পরিভ্রমণ করা অর্থে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

'অন্যরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে যমিনে ভ্রমণ করে।'[৭০]

ইসলামী শারী'আহ্‌র পরিভাষায়, মুদারাবা এমন ধরনের অংশিদারি কারবার যেখানে দু'টি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন এবং অপরপক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন। ব্যবসায়ে লাভ হলে পূর্ব চুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারি পক্ষকে তা বহন করতে হয়। মূলধন সরবরাহকারি পক্ষকে বলা হয় 'সাহিবুল মাল **(صاحب المال)** আর ব্যবসায় পরিচালনাকারি পক্ষকে বলা হয় মুদারিব **(مضارب)**।[৭১]

'মুদারাবা' হলো অংশিদারি কারবারের একটি পদ্ধতি। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসা পরিচালনার জন্য দু'টি পক্ষ মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হন। একপক্ষ (পুঁজির মালিক)

---

৬৮. এ.এ.এম হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৬৯. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ১১৫

৭০. وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ. দ্র. আল কুরআন, ৭৩:২০

৭১. মুদারাবা পরিভাষাটি হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবদএয়র অনুসারীরা ব্যবহার করে থাকেন। পক্ষান্তরে শাফিঈ ও মালিকী মাযহাবের অনুসারীগণ মুদারাবার স্থলে ক্বিরাদ পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন। দ্র. আততামওয়ীল বিল মুদারাবা (التمويل بالمضاربة), মারকাযুল ইকতিসাদ আল ইসলামী, আলমাছরিফুল ইসলামী আদদুয়ালী লিল ইসতিসমারি ওয়াত্ তানমিয়াহ, ইদারাতুল বুহুছ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ৭; দ্র. মুহাম্মদ শামসুল হুদা, ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী'আহ্‌র নীতিমালা*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১১), পৃ. ১২৬

মূলধন সরবরাহ করে। তাকে 'সহিবুল মাল' বলা হয়। অন্যপক্ষ তার মেধা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সামর্থ ও পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার উদ্যোগ নেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সাহিবুল মালের মূলধন ব্যবহার করেন। এ উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপক পক্ষকে 'মুদারিব' বলা হয়।

মুদারাবা চুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'সাহিবুল মালের' দায়িত্ব অর্থ যোগানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যবসা পরিচালনায় তিনি অংশ নেন না। 'মুদারিব' ব্যবসায়ের একজন ট্রাস্টি ও প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করেন।

ব্যবসা পরিচালনায় মুদারিবকে সততা ও দক্ষতার পাশাপাশি সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। ইচ্ছাকৃত অবহেলা, প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনার কারণে ব্যবসায় ক্ষতি হলে সেক্ষেত্রে মুদারিব দায়ী হবেন।

মুদারাবা হিসাবের ব্যাপারে শারী'আহ্‌র নীতি

শারী'আহ্‌র নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংক মুদারাবা তহবিল সংগ্রহ করে। ব্যাংক তার বিভিন্ন মেয়াদী বিনিয়োগের পরিকল্পনা ও চাহিদা বিবেচনায় রেখে নানা ধরনের জমাকারিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে মুদারাবা পদ্ধতিতে বিভিন্ন মেয়াদের এবং বিভিন্ন ধরনের হিসাব খোলার ব্যবস্থা রাখতে পারে। সেসব হিসাব সঞ্চয়ী, স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। গ্রাহকদের আগ্রহ ও চাহিদা এবং অন্য কোন কল্যাণমূলক লক্ষ্য সামনে রেখে বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমেও জমা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বেশি মেয়াদে অর্থ জমা করে জমাকারি ব্যাংকের ব্যবসায়ে বেশি ঝুঁকি বহন করেন। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদী জমা বিনিয়োগ করা ব্যাংকের জন্য বেশি সুবিধাজনক। এ কারণে সাধারণতঃ জমার মেয়াদের উপর ভিত্তি করে অর্থের গুরুত্ব বা 'ওয়েটেজ' নির্ধারণ করা হয়। অন্যকোন দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাংক কোন বিশেষ জমা প্রকল্পকে অধিক গুরুত্ব বা ওয়েটেজ দিতে পারে।

ইসলামী ব্যাংকে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন সঞ্চয়ী হিসাবসমূহ[৭২]

১. আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব (AWCA)
২. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (MSA)
৩. মুদারাবা মেয়াদী জমা হিসাব (১ মাস, ৩ মাস, ৬ মাস, ১২ মাস, ২৪ মাস ও ৩৬ মাস মেয়াদী) (MTDRA)
৪. মুদারাবা বিশেষ নোটিশ সঞ্চয়ী হিসাব (MSNDA)
৫. মুদারাবা হাজ্জ সঞ্চয়ী হিসাব (১ থেকে ২৫ বছর মেয়াদী) (MHSA)
৬. মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী (পেনশন) হিসাব (৫ ও ১০ বছর মেয়াদী) (MSSA)
৭. মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড স্কিম (৫ ও ৮ বছর মেয়াদী) (MSB)
৮. মুদারাবা মাসিক মুনাফা সঞ্চয়ী হিসাব (৩ ও ৫ বছর মেয়াদী) (MMPDA)

৭২. ডায়েরী ২০১৪, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত।

৯. মুদারাবা মোহর সঞ্চয়ী হিসাব (৫ ও ১০ বছর মেয়াদী) (MMSA)
১০. মুদারাবা ওয়াকফ ক্যাশ ডিপোজিট হিসাব (MWCDA)
১১. মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ী হিসাব (MFCDA)
১২. মুদারাবা এনআরবি সঞ্চয়ী বন্ড (MNRBSB)
১৩. স্টুডেন্ট মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (SMSA)
১৪. মুদারাবা ফার্মার্স সঞ্চয়ী হিসাব (MFDA)
১৫. মুদারাবা উপহার সঞ্চয়ী হিসাব প্রকল্প (MUDS)

উক্ত মুদারাবা তহবিল থেকে অর্জিত আয় ব্যাংক ও জমাকারির মধ্যে পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে বণ্টন করা হয়। যেমন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ও তার মুদারাবা জমাকারিদের মধ্যে লাভ বণ্টনের বর্তমান অনুপাত হলো জমাকারি ৬৫ : ব্যাংক ৩৫।[৭৩] ব্যবসায়ে লোকসান হলে 'সাহিবুল মাল' আর্থিক ক্ষতি বহন করেন। এ ক্ষেত্রে মুদারিবের সময়, শ্রম ও মেধার লোকসান হয়।

মুদারাবা নীতিতে ব্যাংকের মুনাফা বণ্টন

মুদারাবা হিসাবে মুনাফা বণ্টনের সাধারণ নীতিমালা হলো :

১. মুদারাবা তহবিলের আয় মুদারিব ও সাহিবুল মালের মধ্যে চুক্তির শর্ত অনুসারে আনুপাতিক হারে বণ্টন করা করা।
২. মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ ছাড়াও ব্যাংক তার বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে কমিশন, এক্সচেঞ্জ, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি আয় করেন। এসব আয়ে জমাকারীদের অংশ থাকে না।
৩. মুদারাবা জমাকারিগণ মুদারাবা তহবিলের বিনিয়োগ আয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হন।
৪. মুদারাবা জমাকারিগণ মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ আয়ের একটি পূর্বনির্ধারিত অংশ (বর্তমানে কমপক্ষে ৬৫ ভাগ) পান।
৫. মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগের বাকি অংশ (বর্তমানে ৩৫ ভাগ) ব্যাংক তার আয় হিসাবে পায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামী ব্যাংক শারী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত কল্যাণমুখী একটা ব্যাংক ব্যবস্থা। লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে এ ব্যাংক সূদ পরিহার করে চলতে বদ্ধপরিকর। সামগ্রিকভাবে জনকল্যাণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও শারী'আহ্ নীতিমালার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বাংলাদেশের শিল্পায়নে ব্যাপক অবদান রাখছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

৭৩. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতিসমূহ

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এর সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। এ ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সমস্যা হল সৃজনশীল উদ্যোগের অভাব। শিল্পখাতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। দেশে অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক এবং দক্ষ ও আধা-দক্ষ বেকার জনসম্পদ রয়েছে। এ ছাড়া প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করে অনেক যুবক চাকুরি বাজারের এই বিদ্যমান বেকারদের সাথে যোগ দিচ্ছেন। দেশের আয়বর্ধক খাত সৃষ্টি করা না হলে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্ভব ঘটবেনা এবং বিদ্যমান শিক্ষিত বেকার যুবকগণ কোন কাজে আসবেন না। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ দেশে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এসব শিল্প খাতে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ এখন এর মোট বিনিয়োগের শতকরা ৫১ ভাগ। ব্যাংকের মোট শিল্প-প্রকল্পের সংখ্যা বর্তমানে বারো শতাধিক। এর মধ্যে ১৯৪টি গার্মেন্টস, ১৮৩টি টেক্সটাইলস, ৩৭২টি কৃষিভিত্তিক, ৬০টি স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ৩৫টি ঔষধ ও রসায়ন, ৪৮টি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ৬০টি ফিলিং স্টেশন, ২৯টি কোল্ড স্টোরেজ, ২৫টি ফুড এন্ড বেভারেজ, ১০টি সিমেন্ট, ৭টি প্লাস্টিক এন্ড রাবার, ৪৫ টি সল্ট এবং বাকি ১৩৯টি অন্যান্য শিল্প।[৭৪]

ইসলামী ব্যাংক এ পর্যন্ত ৮১,০০০ গ্রাহককে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রকল্পে (এসএমই) বিনিয়োগ প্রদান করেছে। বিভিন্ন ধরনের মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশে শিল্পের ব্যাপক ভিত্তি গড়ে তোলা, দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্যাংকের বিনিয়োগ খাত বহুমুখিকরণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। দেশের প্রচলিত শিল্পনীতিকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দেশের শিল্পায়নে অগ্রগতি ও উন্নতির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ নীতি ঘোষণা করেছে। এখানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের বিনিয়োগ নীতি, পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :

বিনিয়োগ নীতি

ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম বিধায় ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক লক্ষ্যসমূহ সামনে রেখে এর বিনিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। যেমন,

১. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ইসলামী শারী'আহ্‌র দৃষ্টিতে হালাল হতে হবে। সে সাথে বিনিয়োগের খাতও হালাল হতে হবে।[৭৫]

২. ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণের দিকেও দৃষ্টি রাখবে।

---

৭৪. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ৫৮

৭৫. এম, উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৩. বিনিয়োগের খাত এমনভাবে নির্ধারিত হতে হবে যাতে সমাজের মৌলিক চাহিদাগুলো ইসলামী নীতির ক্রম-অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পূরণ হতে পারে।

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ উৎপাদন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্পদ বণ্টনের গুরুত্বও তারচেয়ে কম নয়। সম্পদ বণ্টনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে।

বিনিয়োগনীতির বৈশিষ্ট্য

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো[৭৬] হলো :

১. মূলধনের নিরাপত্তা ও মুনাফার সম্ভাব্যতা বিবেচনায় রেখে ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা।[৭৭]

২. বিনিয়োগের অন্যতম লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এজন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটানো। বৈজ্ঞানিক, কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও পেশাগত সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

৩. পুঁজির মালিক যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকৃত ও বাস্তব ভূমিকা রেখে হালাল মুনাফা পেতে পারেন তার বাস্তব ব্যবস্থা করা। উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করে সমাজকে কর্মচঞ্চল করে তোলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন করা।

৪. পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশ এবং দেশের সামগ্রিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিনিয়োগ করা।

৫. সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত না করে তা সমাজের সিংহভাগ মানুষের কাজে লাগানোর ইসলামী নীতিকে অগ্রাধিকার দেয়া।

৬. উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদক ও উৎপাদনমুখী শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের ভিত মজবুত করা।

৭. বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সামাজিক অবকাঠামো গঠনের উদ্যোগে অংশগ্রহণ।

৮. গ্রাহককে সরাসরি টাকা না দিয়ে বায়' মুরাবাহা, বায়' মুয়াজ্জাল প্রভৃতি বেচাকেনা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা। এ পদ্ধতির বিনিয়োগ প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে ও এগিয়ে নেয়।

---

৭৬. *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জুলাই, ২০০১), পৃ. ২৭

৭৭. এম, উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

৯. লাভ-লোকসানে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা।

১০. ব্যাংকের সব ধরনের বিনিয়োগ কার্যক্রম ইসলামী শারী'আহ্ অনুযায়ী পরিচালনা করা। শারী'আহ্র দৃষ্টিতে অবৈধ ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক খাতে প্রচুর মুনাফা থাকলেও সে খাতে বিনিয়োগ করা হয় না।

১১. সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে মুনাফা কম হলেও সেসব খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হয়।

বিনিয়োগ পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ইসলামী শারী'আহ্ ভিত্তিক পরিচালিত বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক তাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বিনিয়োগের ধরন অনুযায়ী শারী'আতের সীমার মধ্যে নানা পদ্ধতি অনুসরণ করে। ইসলামী ব্যাংক শারী'আহ্ অনুমোদিত যে সব পদ্ধতি সাধারণভাবে অনুসরণ করে সেগুলোকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. অংশিদারি পদ্ধতি :

(ক) মুদারাবা[৭৮] (যৌথ উদ্যোগী কারবার) ও

(খ) মুশারাকা[৭৯] (যৌথ কারবার)

২. মালিকানায় অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে বিক্রয়ের শর্তে ভাড়া প্রদান পদ্ধতি :

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (HPSM)

৩. বায়' বা ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি :

(ক) বায়' মুরাবাহা (মুনাফায় বিক্রয়)

(খ) বায়' মুয়াজ্জাল (বাকিতে বিক্রয়)

(গ) বায়' সালাম (অগ্রিম ক্রয়)

(ঘ) বায়' ইসতিসনা (আদেশের ভিত্তিতে ক্রয়)

অংশিদারি পদ্ধতি

মুদারাবা (যৌথ উদ্যোগী কারবার)

---

৭৮. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী'আহ্র নীতিমালা*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১১), পৃ. ১২৬

৭৯. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, প্রাগুক্ত।

'মুদারাবা' **(مضاربة)** পরিভাষাটি আরবি দারব **(ضرب)** শব্দমূল হতে উদ্ভূত **باب مفاعلة** এর মাসদার। আরবি ভাষায় শব্দটি প্রহার করা, অন্বেষণ করা, দৃষ্টান্ত দেয়া, পরিভ্রমণ করা, সফর করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'মুদারাবা' বলতে বুঝায় ব্যবসার জন্য বা আল্লাহ্‌র রহমতের তালাশে সফর করা। আল কুরআনুল কারীমে শব্দটি পরিভ্রমণ করা অর্থে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'অন্যরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে যমিনে ভ্রমণ করে।'[৮০] ইসলামী শারী'আহ্‌র পরিভাষায়, মুদারাবা এমন ধরনের অংশিদারি কারবার যেখানে দু'টি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন এবং অপরপক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন। ব্যবসায়ে লাভ হলে পূর্ব চুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে তা বহন করতে হয়। মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে বলা হয় 'সাহিবুল মাল **(صاحب المال)** আর ব্যবসায় পরিচালনাকারী পক্ষকে বলা হয় মুদারিব **(مضارب)**।[৮১]

'মুদারাবা' কারবারে দুটি পক্ষ থাকে। এক পক্ষ মূলধন সরবরাহ করে। অন্য পক্ষ তার সময়, মেহনত, মেধা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগায়। মূলধন সরবরাহকারীকে বলা হয় 'সাহিবুল মাল'। সময়, শ্রম, মেধা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিনিয়োগকারী হলেন 'মুদারিব'। 'মুদারাবা' এক ধরনের অংশিদারি চুক্তি। 'সাহিবুল মাল' এ চুক্তি অনুযায়ী 'মুদারিব'কে তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, শ্রম ও চেষ্টার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার জন্য পুঁজি সরবরাহ করে।

ব্যবসায়ে লাভ হলে চুক্তিতে উল্লেখিত অনুপাত অনুসারে উভয় পক্ষ লাভের ভাগিদার হয়। লোকসান হলে আর্থিক ক্ষতি তহবিল সরবরাহকারী অর্থাৎ 'সাহিবুল মাল' বহন করে আর মুদারিব লোকসানী কারবারে দেয়া সময়, শ্রম ও দক্ষতার বিনিময় বা ফায়দা থেকে বঞ্চিত হয়। তবে বিশ্বাসভঙ্গ, দুর্নীতি, অবহেলা বা চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের কারণে ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে মুদারিব সে আর্থিক লোকসানের জন্যও দায়ী হয়।

'মুদারাবা' চুক্তির শর্ত অনুসারে ব্যাংক মূলধন যোগায়। অন্যপক্ষ স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তা তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, শ্রম নিয়োজিত করে। ব্যাংক 'সাহিবুল মাল' হিসেবে মূলধন যোগায়। মুদারিব সে পুঁজি ব্যবসায় খাটায়। চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্যাংক ও উদ্যোক্তার মধ্যে মুনাফা ভাগ হয়। ব্যবসায়ে অনিচ্ছাকৃত লোকসান হলে আর্থিক লোকসান 'সাহিবুল মাল' হিসেবে ব্যাংক বহন করে।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) মুদারাবার সংজ্ঞায় বলেছে,

---

৮০. আল কুরআন, ৭৩ : ২০

৮১. মুদারাবা পরিভাষাটি হানাফী ও হাম্বলী উভয় মাযহাবের অনুসারীরা ব্যবহার করে থাকেন। পক্ষান্তরে শাফিঈ ও মালিকী মাযহাবের অনুসারীগণ মুদারাবার স্থলে ক্বিরাদ পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন। দ্র. *আততামওয়ীল বিল মুদারাবা (التمويل بالمضاربة)*, মারকাযুল ইকতিসাদ আল ইসলামী আততাবি' লিলমাছরিফুল ইসলামী আদদুয়ালী লিল ইসতিসমারি ওয়াত্ তানমিয়াহ, ইদারাতুল বুহুছ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ৭

'Mudaraba is a form of partnership where one party (Sahib al Mal/ Rabbul Mal) provides the fund while the other provides the expertise and management. The latter is reffered to as the Mudarib (Manager). Any profit accrued is shared between the two parties on pre-agreed basis, while capital loss is exclusively borne by the partner providing the capital (Sahib-al-Mal).'[৮২]

AAOIFI-[৮৩] এর মতে,

'মুদারাবা হল মুনাফার অংশিদারিত্ব, যেখানে একপক্ষ (সাহিবুল মাল/ রাববুল মাল) মূলধন যোগায় এবং অপর পক্ষ (মুদারিব) মেহনত করে।'[৮৪]

ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ১৯৯৫-এ মুদারাবার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

'মুদারাবা অর্থ এমন চুক্তি যাহার শর্তানুসারে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত কোন ব্যাংক কোন কিছুতে মূলধন যোগান দেয় এবং গ্রাহক উহাতে দক্ষতা, প্রচেষ্টা, শ্রম ও প্রজ্ঞা নিয়োজিত করে।'[৮৫]

সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত '(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ মুদারাবার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

مضاربة 'মুদারাবা' (Mudaraba) বলিতে এমন এক ব্যবসায়িক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিকে বুঝাইবে, যাহাতে একপক্ষ মূলধন যোগান দিবে আর অন্যপক্ষ দক্ষতা, শ্রম ও প্রচেষ্টা কাজে লাগাইয়া ব্যবসায় পরিচালনা করিবে। মূলধন সরবরাহকারীকে সাহিব-আল-মাল ও ব্যবহারকারীকে মুদারিব বলা হয়। প্রাপ্ত মুনাফা চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতের ভিত্তিতে

---

৮২. 'মুদারাবা এক ধরনের অংশিদারিত্ব যেখানে একপক্ষ (সাহিবুল মাল/ রাববুল মাল) তহবিল সরবরাহ করেন এবং অন্যপক্ষ তার দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা নিয়োজিত করেন। তাকে বলা হয় মুদারিব (ব্যবস্থাপক)। ব্যবসায়ের লাভ দু'পক্ষের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে ভাগ হয়। পুঁজির লোকসান হলে তা মূলধন সরবরাহকারী (সাহিবুল মাল/ রাববুল মাল) বহন করেন।' দ্র. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

৮৩. AAOIFI-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শারী'আহ্ নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনায় সহায়তা করার নিমিত্তে ১৯৯০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি আলজেরিয়ায় এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান কার্যালয় বাহ্রাইনে অবস্থিত। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সংরক্ষণ, পরিচালনা মূলনীতি, লেনদেন পদ্ধতি ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন দিক ও বিভাগে গ্রহণযোগ্য শার'ঈ মান নির্ধারণ করা এর মূল কাজ।

৮৪. 'Mudaraba is a partnership in profit whereby one party provides capital (rab al mal) and the other party provides labour (Mudarib).' দ্র. AAOIFI, শারী'আহ্ স্ট্যান্ডার্ড নং-১৩ (৩/২/১০), মে ২০০২, পৃ. ২৩৮

৮৫. 'Mudaraba means such an agreement in terms of which a bank conducted in accordance with the Islami Shariah provides capital for anything and the customer employs his efficiency, efforts, labour and intelligence.' দ্র. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩৫

উভয় পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হইবে। কোন ক্ষতি হইলে সাহিব-আল-মাল ক্ষতি বহন করিবে, তবে যদি সেই ক্ষতি মুদারিব কর্তৃক নিয়ম লঙ্ঘন, অবহেলা বা চুক্তিভঙ্গের কারণে হইয়া থাকে তাহা হইলে মুদারিবকে ক্ষতির দায়-দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। সাহিব-আল-মাল মুদারাবা চুক্তির অধীনে পরিচালিত ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।[৮৬]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মুদারাবা ম্যানুয়েলে মুদারাবা চুক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে,

'মুদারাবা হলো মুনাফাভিত্তিক একটি অংশিদারিত্ব যেখানে এক পক্ষ মূলধন যোগান দেন এবং অন্যপক্ষ তার দক্ষতা ও মেহনত কাজে লাগান। পুঁজির যোগানদারকে বলা হয় 'সাহিবুল মাল'। দক্ষতা ও মেহনত বিনিয়োগকারীকে বলা হয় 'মুদারিব।'[৮৭]

'মুদারাবা হচ্ছে মুনাফার ক্ষেত্রে এমন অংশিদারিত্ব যেখানে একপক্ষ (মূলধনের মালিক) মূলধন যোগান দেয় এবং অপরপক্ষ (উদ্যোক্তা) শ্রম দেয়।'[৮৮]

অতএব যে কারবারে একপক্ষ মূলধন যোগান দেয় এবং দ্বিতীয় পক্ষ শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করে এবং চুক্তি অনুযায়ী লাভ নেয় অথবা দ্বিতীয় পক্ষের অবহেলাজনিত কারণ ছাড়া সমুদয় আর্থিক ক্ষতি মূলধন যোগানদাতা বহন করে, তাকে মুদারাবা বলে।[৮৯]

ব্যাংকিং বিনিয়োগে মুদারাবার বৈশিষ্ট্য

১. ব্যাংক 'সাহিবুল মাল' হিসেবে মূলধন যোগায় এবং স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তা বা গ্রাহক 'মুদারিব' হিসেবে সে মূলধন ব্যবসায় খাটান।

২. ব্যবসা পরিচালনা করেন গ্রাহক বা মুদারিব।

৩. ব্যাংক 'সাহিবুল মাল' হিসেবে ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয় না । তবে ব্যবসায়ের তদারকি এবং পরামর্শ ও উপদেশ দিতে পারেন।

৪. ব্যবসায়ের লাভ চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্যাংক ও উদ্যোক্তার মধ্যে ভাগ হয়।

---

৮৬. উদ্ধৃত : মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩৫

৮৭. 'Mudaraba is a partnership in profit whereby one party provides capital and the other party provides skil and labour. The provider of capital is called 'Sahib-al-maal' while the provider of skill and labour is called 'Mudarib'.' দ্র. Manual for Investment under Mudaraba Mode, IBBL, p. 1

৮৮. দ্র. المضاربة شركة في الربح من جانب (رب المال) وعمل من جانب آخر (المضارب). AAOIFI, শারী'আহ স্ট্যান্ডার্ড নং-১৩ (৩/২/১০), মে ২০০২; মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী'আহ্‌র নীতিমালা*প, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৮৯. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ : পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৫. চুক্তির শর্ত পালন নিশ্চিত করতে ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে পারফরমেন্স গ্যারান্টি নিতে পারে।

৬. প্রকৃত লোকসানের দায়িত্ব 'সাহিবুল মাল' হিসেবে ব্যাংক বহন করে।

৭. উদ্যোক্তা (মুদারিব) বা তার কর্মচারী বা প্রতিনিধির শর্তলঙ্ঘন, অবহেলা, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, অব্যবস্থা বা বিশ্বাসভঙ্গের কারণে ব্যবসায়ে লোকসান হলে ব্যাংক উদ্যোক্তার কাছ থেকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে।

৮. ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া উদ্যোক্তা অন্য কোন উৎস থেকে ব্যবসায়ের মূলধন নিতে পারেন না। নিলে তা উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

৯. 'মুদারিব' কারবার থেকে মুনাফার নির্ধারিত অংশের অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক বা ভাতা কিংবা নিজস্ব কোন খরচ নিতে পারেন না। তবে কারবার পরিচালনার কাজে স্বাভাবিক ও অপরিহার্য খরচ নিতে পারেন।

১০. চুক্তির মেয়াদ শেষে লাভ-লোকসান হিসাব চূড়ান্ত করে কারবার সমাপ্ত করতে হয়।

১১. মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সম্মত সময়সূচি অনুসারে (যেমন- তিন মাস, ছয় মাস, এক বছর পর পর) প্রাক্কলিত লাভ-লোকসান বণ্টন করা যেতে পারে। তবে তা অগ্রিমরূপে গণ্য হয়। মেয়াদ শেষে চূড়ান্ত হিসেবের সাথে তা সমন্বয় করতে হবে।

মুশারাকা (যৌথ কারবার)

'মুশারাকা' **(مشاركة)** পরিভাষাটি আরবি শিরক **(شرك)** হতে উদ্ভূত **باب مفاعلة** এর মাসদার। আরবিতে শিরক বা শিরকাত বলতে অংশিদারিত্ব বুঝায়।

ইসলামী ব্যাংকিং পরিভাষায় 'মুশারাকা' এক বিশেষ অংশিদারি কারবার। 'মুশারাকা' হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা সংস্থার মধ্যে এক ধরনের অংশিদারিত্বের চুক্তি। এতে সকল অংশিদার মূলধন গঠনে অংশ নেন। সকল অংশিদার বা তাদের কেউ কেউ ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন হয়। লোকসান হলে অংশিদারগণ মূলধন বা ইক্যুইটির অনুপাতে তা বহন করেন।[৯০]

'মুশারাকা' চুক্তির অধীনে ব্যাংক মূলধনের একটি অংশ যোগান দেয়। বাকি অংশ যোগান দেন গ্রাহক। ব্যবসায়ের মুনাফা বণ্টনের অনুপাত ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। মুশারাকা কারবারে লোকসান হলে ব্যাংক ও গ্রাহক মূলধনের আনুপাতিক হারে তা বহন করেন।

আধুনিককালে ফক্বীহ্গণের একটি অংশের মতে, মুশারাকা ব্যবসায়ের ম্যানেজিং পার্টনার হিসেবে কেউ নিযুক্ত হলে তিনি কারবারের লাভ-লোকসানের ভাগী হবার পাশাপাশি ম্যানেজার হিসেবে

৯০. Manual for Investment under Musharaka Mode, IBBL, p. 1

অংশিদারগণের সম্মতিক্রমে বেতন নিতে পারবেন। তাদের মতে, মুশারাকা কারবারে সকল অংশিদারই পুঁজির যোগান দানের বিনিময়ে লাভ-লোকসানের ভাগী হন এবং অংশিদারগণের মধ্যে কেউ কারবার পরিচালনায় অংশ নিলে তিনি তার কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী। মুশারাকা কারবারে কোন অংশিদার তার নিজস্ব কোন খরচ কারবার থেকে বহন করতে পারে না। কিন্তু কারবারের উদ্দেশ্যে অংশিদারের যাতায়াত, থাকা-খাওয়া ইত্যাদি খরচ বহন করবেন।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) মুশারাকার সংজ্ঞায় বলেছে,

> 'মুশারাকা হলো মূলধনে অংশিদারিত্ব বা ইক্যুইটি শেয়ারিং-এর ভিত্তিতে কোন প্রকল্পে বিনিয়োগের একটি ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে লাভ-লোকসানভিত্তিক বিভিন্ন অংশিদারি কারবার গড়ে উঠে। এ প্রকল্পের লাভ বা ক্ষতি অংশিদারগণকে বহন করতে হয়। অংশিদারগণ (উদ্যোক্তা, ব্যাংক ইত্যাদি) প্রকল্পে মূলধন সরবরাহ করেন ও ব্যবস্থাপনায় অংশ নেন। তাদের মধ্যে চুক্তির শর্তানুযায়ী লাভের অংশ এবং মূলধন অনুপাতে লোকসান বণ্টন হয়।'[৯১]

AAOIFI মুশারাকার সংজ্ঞায় বলেছে,

> 'মুশারাকা হলো ইসলামী ব্যাংক এবং গ্রাহকের মধ্যে এক ধরনের অংশিদারি কারবার যেখানে প্রত্যেক অংশিদার সমান বা ভিন্ন মাত্রায় কোন নতুন কিংবা প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পে মূলধন গঠনে অংশ নেয় এবং যেখানে প্রত্যেক অংশিদার স্থায়ী কিংবা ক্রমহ্রাসমান ভিত্তিতে মূলধনে মালিকানা লাভ করে এবং মুনাফায় প্রাপ্য অংশ পায়।'[৯২]

ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ১৯৯৫-এ মুশারাকার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

---

৯১. 'Musharaka is an Islamic financing technique that adopts 'equity sharing' as a means of financing projects. Thus embraces different types of profit and loss sharing partnerships. The partners (entrepreneurs, bankers etc.) share both capital and management of project so that profits will be distributed among them according to agreed ratio and loss is shared as per their equity participation (ratio)' দ্র. Manual for Investment under Musharaka Mode, p. 1

৯২. 'A form of partnership between the Islamic Bank and its clients whereby each party contributes to the capital of partnership in equal or verifying degrees to establish a new project or share in an existing one, and whereby each of the parties becomes an owner of the capital on a permanent or declining basis and shall have his due share of profits.' দ্র. The Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions, 2004-2005, Musharaka Financing, Appendix E : definitions, p. 187

'মুশারাকা অর্থ এমন চুক্তি যাহার অধীন কোন কাজে মূলধনের এক অংশ ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক পরিচালিত কোন ব্যাংক এবং অন্য অংশ গ্রাহক যোগান দেয় এবং যে কাজের লাভ চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতে এবং লোকসান মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হয়।'[৯৩]

সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত '(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ মুশারাকার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

مشاركة 'মুশারাকা' (Musharaka) এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তিকে বুঝাইবে, যাহার অধীনে কোন কারবারে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে মূলধনের এক অংশ ব্যাংক কোম্পানি এবং অপর অংশ গ্রাহক যোগান দিবে। উক্ত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতে এবং লোকসান মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হইবে।[৯৪]

ব্যাংকিং বিনিয়োগে মুশারাকার বৈশিষ্ট্য

১. এটা একটি যৌথ মূলধনী কারবার। কারবারে প্রয়োজনীয় মূলধন যোগায় গ্রাহক ও ব্যাংক। মোট পুঁজির একটি অংশ গ্রাহক যোগান এবং অন্য অংশ দেয় ব্যাংক। উভয়ের পুঁজি সমান অথবা কম-বেশি হতে পারে।

২. কোন প্রকল্প বা ব্যবসায়ে গ্রাহক ও ব্যাংকের মূলধনের পরিমাণ চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়।

৩. চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যবসায়ের লাভ গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে ভাগ হয়।[৯৫]

৪. ব্যবসায়ের প্রকৃত লোকসান ব্যাংক ও গ্রাহক তাদের মূলধন অনুপাতে বহন করন।

৫. মুশারাকা প্রকল্পে কোন অংশিদারকে চূড়ান্ত হিসাবের পূর্বে অনুমানের ভিত্তিতে আগাম লাভ দেয়া যেতে পারে। তবে আগাম দেয়া লাভ হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রকৃত লাভ-ক্ষতির সাথে সমন্বয় করতে হবে।

৬. অব্যবস্থাপনা, চুক্তিভঙ্গ, বিশ্বাসভঙ্গ ইত্যাদি কারণে লোকসান হলে দায়ী পক্ষকে তা বহন করতে হয়।

৭. ব্যাংক মুশারাকা চুক্তিতে যেকোন যুক্তিসঙ্গত শর্ত আরোপ করতে পারে। যেমন, কোন গ্রাহক ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া কোন পণ্য লোকসানে বিক্রয় করতে পারবেন না।

---

৯৩. 'Musharaka means such an agreement under which a portion of capital of anything is provided by a bank conducted in accordance with the Islami Shariah and the other portion is given by the customer and in which profit in distributed in proportion as mentioned in the agreement and loss is distributed in proportion to the capital.' দ্র. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩৮

৯৪. উদ্ধৃত : মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

৯৫. وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ দ্র. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৮. গ্রাহক যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করবেন। ব্যাংক নিজে অথবা মনোনীত নিরীক্ষক নিয়োগ করে এ হিসাব পরিদর্শন ও নিরীক্ষণ করাতে পারে।

৯. এ ধরনের বিনিয়োগ সাধারণত তদারকিভিত্তিক হয়। নিয়মিত ও সুষ্ঠু তদারকির অভাবে মুশারাকা বিনিয়োগ ব্যর্থ হতে পারে।[৯৬]

মালিকানায় অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে বিক্রয়ের শর্তে ভাড়া প্রদান পদ্ধতি

(الإجارة بالبيع تحت شركة الملك)

ইসলামী ব্যাংকের একটি বিশেষ সমন্বিত বিনিয়োগ পদ্ধতি হচ্ছে ইজারা বিল বায়‘ তাহ্তা শিরকাতুল মিল্ক। এটি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি শারী‘আহ্সম্মত বিনিয়োগ পদ্ধতি। এটি হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (Hire Purchase Under Shirkatul Meelk-HPSM) নামে পরিচিত। লিজিং-এর ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পদ্ধতিটি অনুশীলন করে থাকে। অবশ্য বিশ্বের কোন কোন ইসলামী ব্যাংক ইজারা বিল বায়‘ তাহতা শিরকাতুল মিলক (الإجارة بالبيع تحت شركة الملك) -এর পরিবর্তে ইজারা মুনতাহিয়া বিত্তামলীক (الإجارة المنتهية بالتمليك) পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (HPSM)

ইজারা বিল বায়‘ তাহতা শিরকাতুল মিলক বিনিয়োগ পদ্ধতিটি মূলত তিনটি পদ্ধতির সমন্বিত রূপ। পদ্ধতিগুলো হলো :

ক. ইজারা (الإجارة)

খ. বায়‘ (البيع)

গ. শিরকাতুল মিলক (شركة الملك)

এখানে ইজারা বা ভাড়া পদ্ধতিটি মূখ্য। বাকি দু’টি হচ্ছে আনুষঙ্গিক। ইজারা পদ্ধতির আয়কে বলা হয় ভাড়া। ইজারা বিল বায়‘ তাহতা শিরকাতুল মিলক পদ্ধতিতে তিনটি পদ্ধতির সমন্বয় করা হয়েছে বলে কেউ কেউ একে হাইব্রিড বিনিয়োগ পদ্ধতি বলেও অভিহিত করেছেন।

---

৯৬. মুশারাকা ব্যবসা সম্পর্কে হাদীসে কুদসি রয়েছে। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهم দ্র. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ‘আছ, সুনান, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস নং ৩৩৮৩; মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী‘আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক সম্পদের মালিকানা যৌথভাবে অর্জন করে। সম্পদের একাংশের মালিক হন গ্রাহক আর বাকি অংশের মালিক হয় ব্যাংক। সংশ্লিষ্ট সম্পদে ব্যাংক যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে সে পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যাংক। এরপর ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশটুকু গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেয়ার এবং কিস্তিতে বিক্রি করার চুক্তি করে। শারী'আতের দৃষ্টিতে ভাড়াটিয়ার কাছে সংশ্লিষ্ট সম্পদ বিক্রি করায় কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। বিক্রি এককালীন বা কিস্তিতে হলেও কোন অসুবিধা নেই।[৯৭]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর শারী'আহ্ কাউন্সিলের মতে, "মালিকানার অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে হায়ার পারচেজ, হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক্ বা ইজারা বিল বায়' তাহতা শিরকাতুল মিলক্ শারী'আহ্সম্মত একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি। এর প্রধান শর্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. মূলধন অনুপাতে অংশিদারগণের মালিকানার স্বীকৃতি দেয়া যাতে পরবর্তীতে তাদের বা তাদের উত্তরাধিকারিগণের বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

খ. ক্রেতাকে তার পরিশোধিত মূল্যের আনুপাতিক মালিকানা ব্যাংক কর্তৃক হস্তান্তর করা।"

ইজারা (الإجارة) : আরবি 'আজর' এবং 'উজরাত' শব্দ হতে 'ইজারা' পরিভাষাটি উদ্ভুত। 'আজর' অর্থ প্রতিদান, লাভ, মজুরি বা ভাড়া। ইজারা হলো কোন সম্পদ ব্যবহারের বিনিময় মূল্য বা প্রতিদান, লাভ, মজুরি বা সেবার ভাড়া। ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতার মধ্যে ইজারা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী ভাড়াগ্রহীতা ভাড়াদাতার সম্পদের ব্যবহার বা সুবিধা গ্রহণ করেন। বিনিময়ে ভাড়াদাতাকে নির্দিষ্ট অর্থ দেন।

বাই (البيع) : 'বিক্রয়' হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি। এ চুক্তির মাধ্যমে বিক্রেতার মালিকানাধীন কোন নির্দিষ্ট পণ্য বা সম্পদ নির্ধারিত মূল্য নগদ বা আগাম বা ভবিষ্যতে পরিশোধের শর্তে ক্রেতার মালিকানায় ন্যস্ত হয়।

শিরকাতুল মিলক (شركة الملك) : 'শিরকাত' অর্থ অংশিদারি। 'শিরকাতুল মিলক্' মানে মালিকানায় অংশিদার। এ ধরনের অংশিদারি কারবারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তাদের মূলধন দিয়ে কোন সম্পদ ক্রয় করেন এবং যৌথভাবে তার উপর মালিকানা লাভ করেন। ব্যবসায়ের লাভ সকল পক্ষ চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করে নেন। আর লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে বহন করেন। এ ধরনের চুক্তিকে শিরকাতুল মিলক্ বলা হয়।[৯৮]

তিন চুক্তির সমাহার

'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক্' পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয় পক্ষ-

প্রথমতঃ সম বা অসম পুঁজি বিনিয়োগ করে কোন সম্পদ (ভূমি, দালান, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি) কিনে যৌথভাবে সে সম্পদের উপর মালিকানা লাভ করেন। তারা উক্ত

---

৯৭. মুহাম্মদ শামসুল হুদা, ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

৯৮. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

সম্পদের আয় পূর্বনির্ধারিত হারে ভাগ করে নেন। আর্থিক ক্ষতি হলে উভয় পক্ষ পুঁজির অনুপাতে তা বহন করেন।

দ্বিতীয়তঃ এরূপ সম্পদে ব্যাংক তার অংশ গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট হারে ভাড়া দেয়।

তৃতীয়তঃ ব্যাংক তার অংশ কিস্তিতে বা এককালীন নির্ধারিত মূল্যে ভাড়াকালীন সময়ব্যাপি বা ভাড়া চুক্তির শেষে গ্রাহকের কাছে বিক্রি ও হস্তান্তর করে।[৯৯]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ম্যানুয়েলে 'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল' সম্পর্কে বলা হয়েছে- "এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক চুক্তির ভিত্তিতে যৌথভাবে যানবাহন, মেশিন ও যন্ত্রপাতি, ভবন, এপার্টমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় করে। গ্রাহক ভাড়ার ভিত্তিতে তা ব্যবহার করেন এবং ব্যাংকের অংশের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করে পর্যায়ক্রমে তার মালিকানা অর্জন করেন। পণ্য বা মালামাল ক্রয়ের আগে এর প্রকৃত মূল্য, মাসিক ভাড়া, ব্যাংকের অংশের মূল্য, পরিশোধের সময়সীমা ও কিস্তির পরিমাণ এবং জামানাতের প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ধারণ করে চুক্তি সম্পাদিত হয়।"[১০০]

ব্যাংকে হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক-এর বৈশিষ্ট্য

১. গ্রাহক তার চাহিদা অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট সম্পদ ক্রয়ের ইচ্ছা জানিয়ে ব্যাংকের কাছে আবেদন করেন। ব্যাংকের মঞ্জুরি লাভের পর গ্রাহক তার অংশের পুঁজি বা ইক্যুইটি ব্যাংকে জমা করেন। গ্রাহকের এ টাকার সাথে ব্যাংক তার অংশের টাকা যোগ করে সম্পদের পুরো দাম পরিশোধ করে।

২. এরূপ সম্পদ ক্রয়ের আগে মোট দাম, মাসিক ভাড়া, ব্যাংকের অংশ, পরিশোধের সময়সীমা ও কিস্তির পরিমাণ, জামানাতের ধরন প্রভৃতি নির্ধারণ করে পক্ষগণের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়।

৩. ব্যাংক যৌথ মালিকানাধীন এ সম্পদে তার নিজের অংশটি গ্রাহকের কাছে চুক্তির শর্ত অনুসারে ভাড়া দেয়।

৪. গ্রাহক নির্ধারিত ভাড়া ও ব্যাংকের অংশের মূল টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করেন।

৫. গ্রাহকের কিস্তি পরিশোধের ফলে সম্পদে ব্যাংকের মালিকানার অংশ ক্রমহ্রাসমান ও গ্রাহকের মালিকানা সে অনুপাতে ক্রমবর্ধমান হতে থাকে।

৬. গ্রাহকের মালিকানা বাড়ার সাথে সাথে ব্যাংকের প্রাপ্য ভাড়ার পরিমাণ আনুপাতিক হারে কমে আসে।

---

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

১০০. Manual for Investment under HPSM Mode, IBBL, p. 1

৭. সম্পদে ব্যাংকের অংশের মূল্য পুরো শোধ হলে গ্রাহক তাতে পূর্ণ মালিকানা লাভ করেন।[১০১]

৮. মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ব্যাংকের অংশের পুরো দাম শোধ করে গ্রাহক সম্পদের পূর্ণ মালিকানা পেতে পারেন।

৯. গ্রাহক নির্ধারিত কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের মালিকানার অনুপাত অনুযায়ী ভাড়া অব্যাহত থাকে।

১০. চুক্তির শর্ত পালনে গ্রাহক ব্যর্থ হলে ব্যাংক সম্পদ নিজ নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে।

১১. ভাড়া হিসেবে পাওয়া অর্থ ব্যাংকের আয়। ভাড়ার টাকা মালিকানার অংশের সাথে যুক্ত নয়।[১০২]

১২. শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক সাধারণত কোন প্রকল্পের যন্ত্রপাতি বা স্থায়ী সম্পদ বিনিয়োগ গ্রাহকের সাথে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে ক্রয় বা নির্মাণ করে। অতঃপর ব্যাংক তার অংশ গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া দেয় এবং একই সাথে বিভিন্ন কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে গ্রাহকের কাছে তা ক্রমান্বয়ে বিক্রির চুক্তি করে। গ্রাহক প্রতিটি কিস্তি পরিশোধ করার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ব্যাংকের অংশ ক্রয় করে নেয়। সে সাথে সম্পদে ব্যাংকের অংশটি ব্যবহারের বিনিময়ে গ্রাহককে ভাড়া পরিশোধ করতে হয়।[১০৩]

বায়‘ বা ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

আল্লাহ্ তা‘আলা বায়‘ বা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন।[১০৪] বায়‘ হলো ক্রয়-বিক্রয় (Sale and Purchase)। বায়‘ (بيع) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়। একই শব্দের দু’টি বিপরীতমুখী অর্থ বলে মনে হয়। আসলে ক্রয়-বিক্রয় একটি কাজ- একজনের যা বিক্রয়, আরেক জনের তা-ই ক্রয়। ক্রয় ছাড়া বিক্রয় হয় না, আর বিক্রয় ছাড়া ক্রয় হয় না। এছাড়া প্রত্যেক ক্রেতাই একজন বিক্রেতা, আর প্রত্যেক বিক্রেতাও একজন ক্রেতা। যিনি আমের বিক্রেতা, তিনি টাকার ক্রেতা, আর যিনি আমের ক্রেতা তিনি টাকার বিক্রেতা। ক্রয়-বিক্রয় দু’টি শব্দ হলেও কাজ একটাই। তাই বায়‘-এর এক অর্থ ব্যবসাও বলা হয়ে থাকে।

আল কুরআনে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন, ‘আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে মু’মিনদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।’[১০৫] এ থেকে বুঝা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয় আসলে দু’টি পণ্যের বিনিময়কে বুঝায়, যেখানে একটি পণ্য নিয়ে আরেকটি পণ্য প্রদান করা হয়। ফকীহগণ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত

---

১০১. মুহাম্মদ শামসুল হুদা, ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী‘আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

১০২. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪১

১০৩. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী‘আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

১০৪. আল কুরআন, ২ : ২৭৫

১০৫. إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. দ্র. আল কুরআন, ৯ : ১১১

আলোচনা করেছেন। তাঁরা বায়‘-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং এর বিস্তারিত শর্তাবলি উল্লেখ করেছেন। এখানে বায়‘-এর কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো-

ক. বায়‘ শব্দটি আরবি পরিভাষা। এর অর্থ হচ্ছে পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করা।

খ. বায়‘ হচ্ছে এক জিনিসের সাথে অন্য জিনিসের বিনিময়। দাম বা মূল্যের সাথে কোন পণ্য বিনিময় করাকেই বায়‘ বলা হয়। এক্ষেত্রে একদিকে পণ্য অপরদিকে থাকে তার দাম/মূল্য হিসেবে অর্থ।

গ. কোন কোন ফকীহ বলেছেন, কোনো জিনিস বা দামের বিনিময়ে অন্য কোন পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করাই হচ্ছে বায়‘-এর অর্থ।

ঘ. বিকল্প গ্রহণের বিনিময়ে কোনো পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করা হচ্ছে বায়‘ ।

ঙ. ক্ষতিপূরণ প্রদান করে কোনো জিনিসের মালিকানা অর্জন করা অথবা কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্যের মালিকানা গ্রহণ করা হচ্ছে বায়‘ ।

চ. বায়‘ দ্বারা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এক জিনিসের পরিবর্তে অন্য জিনিসের বিনিময়কে বুঝায় অথবা সমমূল্যের বিনিময়ে কোনো জিনিসের মালিকানা হস্তান্তর বুঝায়।

উল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, বায়‘ হচ্ছে দু’টি জিনিসের মালিকানা বিনিময়। বলা যায়, বায়‘ হচ্ছে সমমূল্যের বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ করে জিনিস নেয়া। ইংরেজিতে একে বলা হয়, ‘Exchange of counter value’ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দু’টি সমমূল্যের অর্থ এমনভাবে বিনিময় হয় যে, এর ফলে উভয়ের ক্ষতিপূরণ হয় এবং ক্রেতা-বিক্রেতা কারো অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। ক্রয়-বিক্রয়ের আগে তাদের অবস্থান যা ছিল, ক্রয়-বিক্রয়ের পরেও তা-ই থাকে।

বায়‘ মুরাবাহা (মুনাফায় বিক্রয়)

আরবি ‘বাই’ (بيع) অর্থ কেনা-বেচা ও ‘রিবহুন’ (ربح) লাভ, মুনাফা। মুরাবাহা (مرابحة) পরিভাষাটি আরবি ‘রিবহুন’ (ربح) শব্দমূল হতে উদ্ভুত باب مفاعلة-এর মাসদার। সহজ কথায় ‘বায়‘ মুরাবাহা’ (بيع المرابحة) হচ্ছে লাভে বা মুনাফায় বিক্রয় (Sale on Profit)।

ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ‘মুরাবাহা’ এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তি, যার অধীনে ব্যাংক তার গ্রাহকের অনুরোধে নির্ধারিত মাল কিনে ক্রয়মূল্যের সাথে সম্মত লাভ যোগ করে তা সে গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে। গ্রাহক চুক্তির শর্তানুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করে মাল নিতে বাধ্য থাকেন।[১০৬]

---

১০৬. ‘Bai-Murabaha may be defined as a contract between a Buyer and a Seller under which the Seller sells certain specific goods permissible under Islamic Shariah and the Law of the land to the Buyer at a cost plus agreed profit payable in cash or on any fixed future date in lump sum or by instalments. The profit marked-up may be fixed in lump sum or in percentage of the cost price of the goods.’ দ্র. Manual for Investment under Bai Murabaha Mode, IBBL, p. 1

ব্যবহারিক অর্থে বায়‘ মুরাবাহা হলো: ‘প্রথম মূল্যের (ক্রয়মূল্যের) সাথে লাভ যুক্ত করে প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মালিকানা হস্তান্তর করাকে মুরাবাহা বলা হয়।’[১০৭]

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) ‘বায়‘ মুরাবাহা’র সংজ্ঞায় বলেছে,

> ‘Murabaha is a contract between a buyer and a seller at a higher price than the original price at which the seller bought the goods as a financing technique, it involves the purchase by the seller (financier) of certain goods needed by the buyer and their re-sale to the buyer on cost-plus basis. Both the profit (mark-up) and the time of repayment (usually in installments) are specified in the initial contract.’[১০৮]

বাহরাইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা AAOIFI বায়‘ মুরাবাহার সংজ্ঞায় বলেছে,

> ‘ক্রয়মূল্যের উপর উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত লাভ যোগ করে পণ্য বিক্রয় করাকে বায়‘ মুরাবাহা বলা হয়। এ লাভ বিক্রয়মূল্যের শতকরা হারে হতে পারে কিংবা ‘থোক’-ও হতে পারে। ক্রয়ের অঙ্গীকার ছাড়া এ লেনদেন সম্পন্ন হলে তাকে ‘সাধারণ মুরাবাহা’ (المرابحة العادية) বলা হয়। আর পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে কোন পণ্য ক্রয় করাকে ‘ব্যাংকিং মুরাবাহা’ (المرابحة المصرفية) বলা হয়।’[১০৯]

সেন্ট্রাল শারী‘আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত ‘(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন’-এ ‘বায়‘ মুরাবাহা’র সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

---

১০৭. نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. দ্র. বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবি বকর আল ফারগানী আল-মুরগীনানী, আল-হিদায়া, শেষ খণ্ড, পৃ. ৫৪; মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শাসসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী‘আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১২

১০৮. ‘বাই-মুরাবাহা হলো ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি যেখানে বিক্রেতা (অর্থায়নকারী) ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রয় করে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা অর্থায়ন কৌশল হিসেবে ক্রেতার প্রয়োজন অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করে এবং ‘মুনাফা সংযোজন’ করে প্রকৃত ক্রয় মূল্যের চেয়ে উচ্চতর মূল্যে তা ক্রেতার কাছে বিক্রয় করে। চুক্তিতে লাভ (মার্ক-আপ) এবং মূল্য পরিশোধের সময় (সাধারণত কিস্তিতে) নির্ধারিত থাকে।’ দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৩

১০৯. ‘Murabaha is selling a commodity as per the purchasing price with a defined and agreed profit mark-up. This mark-up may be a percentage of the selling price or a lump sum. This transaction may be concluded either without a prior promise to buy, in which case it is called an ‘ordinary Murabaha’, or with a prior promise to buy submitted by a person interested in acquiring goods through the institution, in which case it is called a ‘banking Murabaha’ i.e. Murabaha to the purchase orderer. This transaction is one of the trust-based contracts that depends on transparency as to the actual purchasing price or cost price in addition to common expenses.’ দ্র. AAOIFI, শারী‘আহ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية), স্ট্যান্টার্ড নং-৮, মে ২০০২, পৃ. ১৩২

بيع المرابحة 'বায়' মুরাবাহা'(Bai-Murabaha) বলিতে এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তিকে বুঝাইবে, যাহার অধীনে ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের অনুরোধে নির্ধারিত মালামাল ক্রয় করিয়া ক্রয়মূল্যের সহিত উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত লাভ যুক্ত করিয়া তাহার নিকট বিক্রয় করিবে। বিনিয়োগ গ্রাহক চুক্তির শর্তানুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রয়মূল্য পরিশোধ করিয়া মালামাল গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে। এই চুক্তিতে পণ্যের প্রকৃত ক্রয়মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে।[১১০]

অতএব, নগদে অথবা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোন সময়ে একসাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে ক্রয়মুল্যের সাথে নির্ধারিত মুনাফা ধার্য করে নির্দিষ্ট পরিমাণ শারী'আহ্ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করাকেই বায়' মুরাবাহা বলে।[১১১] ক্রয়মূল্যের উপর নির্ধারিত লাভ যোগ করে কোন পণ্য বিক্রি করাই বায়' মুরাবাহা (بيع المرابحة)। 'ক্রয়মূল্য ও তার উপর নির্ধারিত লাভ'-এ বিষয় দু'টিই বায়' মুরাবাহার মূল কথা। অর্থাৎ, কোন পণ্য যে দামে ক্রয় করা হয়েছে, সে পণ্যটি কারো কাছে বিক্রয়কালে যদি উক্ত ক্রয়মূল্যের সাথে নির্ধারিত লাভ যোগ করা হয়, তবে তাকে বায়' মুরাবাহা বলা হয়।

ব্যাংকিং বিনিয়োগে বায়' মুরাবাহার বৈশিষ্ট্য

১. ব্যাংকিং কারবারে বায়' মুরাবাহার তিনটি পক্ষ থাকে। ক. ব্যাংক (অর্থায়নকারী) খ. বিক্রেতা (যার কাছ থেকে প্রথমবার মাল ক্রয় করা হয়) গ. ক্রেতা বা বিনিয়োগ গ্রাহক (যার কাছে ব্যাংক মাল বিক্রয় করে)।

২. গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ের পূর্বে বাজারে সে মালের কাটতি, মূল্য, সম্ভাব্য মুনাফা ইত্যাদি ব্যাপারে সতর্কতার সাথে যাচাই করে দেখা ব্যাংকের দায়িত্ব।

৩. বিনিয়োগ প্রস্তাব বিবেচনার সময় ব্যাংক গ্রাহকের ব্যবসায়িক যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা, বাজারে তাঁর সুনাম ইত্যাদির ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়।

৪. পণ্যের দাম ও লাভের অংক ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহক উভয়েরই জানা থাকা মুরাবাহা পদ্ধতির একটি শর্ত।

৫. পণ্যের প্রকৃত কেনা দামের সাথে পরিবহণ ও আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করে নীট ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংক এ নীট ক্রয়মূল্যের উপর সম্মত লাভ যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে।

---

১১০. উদ্ধৃত : মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৪

১১১. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ : পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৬. ব্যাংক মাল রাখার জন্য গুদাম ভাড়া, গুদাম কর্মচারিদের বেতন, বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদি খরচ গ্রাহকের কাছ থেকে আদায় করে।
৭. ব্যাংক একই ধরনের অতিরিক্ত মাল গ্রাহকের কাছ থেকে জামানাত নিতে পারে।
৮. বিনিয়োগকৃত পণ্যের মালিকানা গ্রাহকের কাছে ন্যস্ত হয়।
৯. ব্যাংক প্রয়োজনে গ্রাহকের কাছ থেকে সহায়ক জামানাত নিতে পারে।
১০. গ্রাহক সম্পূর্ণ দাম শোধ করে সব মাল একসাথে নিতে পারেন বা কিস্তিতে আনুপাতিক দাম দিয়ে আংশিক মাল নিতে পারেন।
১১. চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্যের সরবরাহ নিতে ও দাম শোধ করতে বাধ্য থাকেন।
১২. বিক্রয়-চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর শর্তের কোন পরিবর্তন করা যায় না।

বায়‘ মুয়াজ্জাল (বাকিতে বিক্রয়)

আরবি বায়‘ (بيع) অর্থ কেনা-বেচা ও আজল (أجل) অর্থ বিলম্ব, বাকি, নির্ধারিত সময়। মুয়াজ্জাল (مؤجل) শব্দটি আরবি আজল (أجل) শব্দমূল হতে উদ্ভুত ইসমে মাফউলের (اسم مفعول) এর শব্দরূপ। অতএব, বায়‘ মুয়াজ্জাল (البيع المؤجل) অর্থ বিলম্বিত, বিলম্বে পরিশোধযোগ্য, বাকি অথবা নগদের বিপরীতে ক্রয়-বিক্রয়। ইসলামী শারী‘আতের ব্যবহারিক অর্থে- ‘বায়‘ মুয়াজ্জাল হলো এমন এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যাতে পণ্যটি নগদে ও মূল্য বাকীতে পরিশোধ করা হয়।’[১১২]

> ‘বায়‘ মুয়াজ্জাল’ বলতে ব্যাংক কর্তৃক মুনাফার উদ্দেশ্যে গ্রাহকের নিকট বাকিতে মাল বেচাকে বুঝায়। ব্যাংক পণ্য কিনে তার উপর মালিকানা নিশ্চিত করার পর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গ্রাহককে সম্মত মূল্যে সে পণ্য সরবরাহ করে। চুক্তিতে পণ্যের ধরন, মান, পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, পণ্য সরবরাহের স্থান ও সময়, দাম পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।[১১৩]

---

১১২. البيع المؤجل هو الذي فيه يكون المبيع معجلا والثمن مؤجلا. দ্র. আলী হায়দার আমীন আফিন্দি, *দুরারুল হুক্কাম ফি ইলমিল আহকাম (درر الحكام في علم الأحكام)* (বৈরুত : ১ম মুদ্রণ, ১৯৬৫), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪; দ্র. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শাসসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী‘আহ্‌র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত পৃ. ৬২

১১৩. Bai-Muajjal may be defined as a contract between a Buyer and a Seller under which the Seller sells certain specific goods (permissible under Shariah and Law of the Country), to the Buyer at an agreed fixed price payable at a certain fixed future date in lump sum or within a fixed period by fixed instalments. The seller may also sell the goods purchased by him as per order and specification of the Buyer. দ্র. Manual for Investment under Bai Muajjal Mode, IBBL, p. 1

সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত '(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ 'বায়' মুয়াজ্জালের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

> **البيع المؤجل** 'বায়' মুয়াজ্জাল' (Bai-Muajjal) বলিতে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পাদিত এমন এক বিক্রয় চুক্তিকে বুঝাইবে, যেখানে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোন পণ্য উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত মূল্যে গ্রাহকের নিকট বাকিতে বিক্রয় করা হইবে। এই চুক্তিতে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে পণ্যের প্রকৃত ক্রয়মূল্য প্রকাশ করিতে বাধ্য নহে।[১১৪]

অতএব ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে একসাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে সম্মত মূল্য পরিশোধের শর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ শারী'আহ্ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী বাকিতে বিক্রয় করাকে বায়' মুয়াজ্জাল বলে।[১১৫]

ব্যাংকিং বিনিয়োগে বায়' মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্য

১. ব্যাংকিং কারবারে বায়' মুয়াজ্জালের তিনটি পক্ষ থাকে। ক. ব্যাংক (অর্থায়নকারী) খ. বিক্রেতা (মালের মূল সরবরাহকারী) গ. ক্রেতা বা বিনিয়োগ গ্রাহক।[১১৬]

২. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধে কৃষি ও শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ, ভোগ্যপণ্য ও মাল কিনে তা গ্রাহকের কাছে বাকীতে বিক্রয় করে।

৩. গ্রাহক চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে মালের মূল্য পরিশোধ করেন।

৪. ব্যাংক পণ্য কিনে তাতে মালিকানা নিশ্চিত করে চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহককে সম্মত মূল্যে সে পণ্য সরবরাহ করে।

৫. চুক্তিতে পণ্যের ধরন, মান, পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, সরবরাহের স্থান ও সময়, গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।

৬. বায়' মুয়াজ্জাল বিনিয়োগে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে পণ্যের ক্রয়মূল্য প্রকাশ করতে বাধ্য নয়।

৭. ব্যাংক ও গ্রাহক উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হয়। পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হওয়ার পর তা পরিবর্তন করা যায় না।

৮. ব্যাংক এ বিনিয়োগ নিরাপদ করতে গ্রাহকের কাছ থেকে সহায়ক জামানাত নিয়ে থাকে।

৯. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রাহক পণ্যের দাম শোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় করতে পারে না। তবে গ্রাহকের কাছ থেকে শর্তানুযায়ী ক্ষতিপূরণ আদায়

---

১১৪. উদ্ধৃত : মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৫

১১৫. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ : পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

১১৬. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শাসসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত পৃ. ৬৫

করতে পারে। আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ ব্যাংক নিজের আয়রূপে গণ্য করে না। শারী'আহ্ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত কোন জনহিতকর কাজে সে অর্থ ব্যয় করা হয়।

১০. বিক্রয়-চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর শর্তের কোন পরিবর্তন করা যায় না।

বায়' সালাম (অগ্রিম ক্রয়)

আরবী বায়' (بيع) অর্থ কেনা-বেচা। সালাম (سلم) অর্থ আগাম, সমর্পণ করা, ধার নেয়া। বায়' সালাম (بيع السلم) হলো 'আগাম কেনা-বেচা'। আরবি অভিধানে বায়' সালাম (بيع السلم)-এর অর্থ হচ্ছে অগ্রিম ক্রয়। বায়' সালামের আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে বায়' সালাফ (بيع السلف)। বায়' সালাম (بيع السلم) হচ্ছে হিজাযে প্রচলিত পরিভাষা। অর্থাৎ ইরাকিরা যাকে বলে বায়' সালাফ (بيع السلف), হিজাযিরা তাকেই বায়' সালাম (بيع السلم) বলে।[১১৭]

অভিধানে সালাম (سلم) অর্থ সমর্পণ করা, ধার করা, আগাম নেয়া এবং সালাফ (سلف) অর্থ পেশ করা, অগ্রিম প্রদান করা। চুক্তির মজলিসেই পণ্যের মূল্য বিক্রেতার কাছে সমর্পণ করা হয় বলে একে বায়' সালাম (بيع السلم) বলা হয়। অনুরূপভাবে পণ্যের মূল্য বিক্রেতাকে অগ্রিম প্রদান করা হয় বলে একে বায়' সালাফ (بيع السلف) বলা হয়।

ইসলামী শারী'আতের ব্যবহারিক ও পারিভাষিক অর্থে বায়' সালাম হলো : "অগ্রিম মূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয় করাকে বায়' সালাম বলে।" [১১৮]

বায়' সালামের ক্ষেত্রে মালামালের মূল্য হিসাবে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থকে বলা হয় সালামের মূলধন رأس مال السلم (রা'সু মালিস সালাম)। নির্দিষ্ট সময়ান্তে সরবরাহযোগ্য পণ্যকে বলা হয় আল মুসলামু ফিহি (المسلم فيه)। ক্রেতাকে বলা হয় মুসলিম (المسلِم) এবং বিক্রেতাকে বলা হয় (المسلَم إليه) (আল মুসলামু ইলাইহি)।[১১৯]

ইসলামী ব্যাংকিং-এর পরিভাষায়, 'বায়' সালাম এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তি যার আওতায় আগামী কোন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহের শর্তে ব্যাংক মালের দাম আগাম পরিশোধ করে। নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্য সরবরাহ নিয়ে তা যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে কাছে বিক্রয় করতে পারে।'[১২০]

---

১১৭. আসসাইয়িদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ* (فقه السنة) (বৈরুত : ৩য় খণ্ড, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৭১), পৃ. ১২২; মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; AAOIFI, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

১১৮. البيع السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل দ্র. AAOIFI, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০; মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

১১৯. বায়' সালাম (بيع السلم), মারকাযুল ইকতিসাদ আল ইসলামী আততাবি' লিলমাছরিফুল ইসলামী আদদুয়ালী লিল ইসতিসমারি ওয়াত্ তানমিয়াহ, ইদারাতুল বুহুছ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ১৫; দ্র. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

১২০. Manual for Investment under Bai al-Salam Mode, IBBL, p. 1

সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত '(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ 'বায়'-সালামের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

> **البيع السلم** 'বায়' সালাম' (Bai-Salam) বলিতে এমন এক ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিকে বুঝাইবে, যেখানে ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য/মালামাল সরবরাহ করিবার শর্তে ব্যাংক গ্রাহকের সহিত তাহার সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত ক্রয়মূল্য আগাম পরিশোধ করিবে। এই চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ, ধরন, সরবরাহের স্থান ও সময় উল্লেখ করিতে হইবে।[১২১]

অতএব ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে সরবরাহের শর্তে এবং তাৎক্ষণিক সম্মত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ শারী'আহ্ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী অগ্রিম ক্রয় করাকে বায়' সালাম বলে।[১২২]

ব্যাংকিং বিনিয়োগে বায়' সালামের বৈশিষ্ট্য

১. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক সাধারণত কৃষি ও শিল্পপণ্য আগাম ক্রয় করে।
২. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক হচ্ছে ক্রেতা ও গ্রাহক হচ্ছে বিক্রেতা।
৩. ব্যাংক এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের পর গ্রাহককে মালের আগাম মূল্য বাবদ অর্থ (সালাম মূলধন) যোগান দেয়।
৪. চুক্তির সময় ব্যাংক গ্রাহকের সম্মতির ভিত্তিতে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়।
৫. চুক্তির সময় পণ্যের মান, শ্রেণি, পরিমাণ, সরবরাহের স্থান, সময় ও ধরন স্থির করা হয়।
৬. চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য সরবরাহ করেন।
৭. পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে বিক্রেতা আগাম নেয়া দাম ফেরত দিবেন।
৮. ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ে গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্য সরবরাহ নিয়ে তা যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রয় করতে পারে।
৯. ব্যাংক সময় মতো যথাযথ পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য গ্রাহকের কাছ থেকে সহায়ক জামানাত নিতে পারে।

ইসতিসনা' বা আদেশের ভিত্তিতে ক্রয়

ইসতিসনা' **(استصناع)** শব্দটি আরবি সানউন **(صنع)** শব্দমূল হতে উদ্ভুত বাবে ইসতিফ'আল **(استفعال)** এর মাসদার। ইসতিসনা' শব্দের অর্থ কোন উৎপাদনকারীর কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রী ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করে বিক্রি করা।[১২৩]

---

১২১. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৭-১৪৮
১২২. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ : পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

ইসতিসনা' হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি। এ চুক্তি অনুযায়ী ক্রেতার নির্দেশে বিক্রেতা কোন বস্তু তৈরি করে দেয়ার অঙ্গীকার করে।[১২৪]

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) 'ইসতিসনা'র সংজ্ঞায় বলেছে-

> 'Istisna is a contract for manufacturing (or construction) whereby the manufacturer (seller) agree to provide the buyer with goods identified by description after they have been manufactured/ constructed in conformity with that description within a certain time and for an agreed price.'[১২৫]

সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত '(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ 'ইসতিসনা'র সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

> **إستصناع** "ইসতিসনা" (Istisnaa) বলিতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত এমন চুক্তিকে বুঝাইবে, যাহতে ক্রেতা কর্তৃক নির্দেশিত বস্তু বিক্রেতা কর্তৃক তৈয়ারি করিয়া সরবরাহ করিবার অঙ্গীকার থাকে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন কারিগর বা কারখানার মালিকের নিকট তাহার উদ্দিষ্ট দ্রব্য নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে প্রস্তুত করিয়া দেওয়ার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কারিগর বা মালিক উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ইসতিসনা' চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে কাঙ্খিত পণ্যের মূল্য, ধরন, শ্রেণি, পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য, মূল্য পরিশোধের প্রক্রিয়া, পণ্য সরবরাহের সস্থান, সময় ও বহন খরচ ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ থাকিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে পণ্যের আংশিক বা পূর্ণ মূল্য আগাম প্রদান করা যাইতে পারে।[১২৬]

বাহরাইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা AAOIFI 'ইসতিসনা'র সংজ্ঞায় বলেছে :

> 'Istisna'a is a contract of sale of specified items to be manufactured or constructed, with an obligation on the part of the manufacturer or builder (contractor) to deliver them to the customer upon completion.'[১২৭]

---

১২৪. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৮

১২৫. 'ইসতিসনা' হলো উৎপাদনের (বা নির্মাণের) এমন এক চুক্তি যেখানে উৎপাদনকারী (বিক্রেতা) নির্দিষ্ট বিবরণ অনুযায়ী কোন পণ্য তৈরি করে তা নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত দামে ক্রেতাকে সরবরাহ করতে হয়।' দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৯

১২৬. উদ্ধৃত : মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৯

১২৭. 'ইসতিসনা' হলো কোনো নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন বা নির্মাণ করে বিক্রয়ের চুক্তি, যাতে উৎপাদনকারী বা নির্মাতা (কন্ট্রাকটর) কর্তৃক উক্ত পণ্য তৈরি করে বা নির্মাণের পর গ্রাহককে সরবরাহ করার বাধ্যবাধকতা থাকে।' দ্র. AAOIFI, শারী'আহ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية), স্ট্যান্টার্ড নং-১১, ২০০৪-২০০৫, পৃ. ১৯৫

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার চাহিদামতো কোন দ্রব্য নির্ধারিত দামের বিনিময়ে তৈরি করে দিতে কোন কারিগর বা কারখানা-মালিকের নিকট প্রস্তাব করলে এবং কারিগর বা মালিক ঐ প্রস্তাবে রাজি হলে 'ইসতিসনা' চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে আদেশদাতাকে বলা হয় 'মুসতাসনি'। আদেশগ্রহীতা হলেন 'সানি'। আদেশের মাধ্যমে তৈরি পণ্যকে 'মাসনু' বলা হয়।

অর্ডারের বিপরীতে নির্মাণ বা তৈরি করা হয় এমন জিনিস নির্মাণ বা তৈরি করে দিতে আদেষ্টা আদেশ দিলে এবং আদিষ্ট তাতে সম্মত হলে তা 'ইসতিসনা' চুক্তি হবে। আজল বা মেয়াদ নির্ধারণ করা 'ইসতিসনা' চুক্তিতে জরুরি নয়। তবে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে বিরোধ এড়াতে মেয়াদ নির্ধারণ করা উত্তম।

অতএব, অগ্রিম অথবা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে নির্ধারিত কিস্তিতে সম্মত মূল্যে পরিশোধের শর্তে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ শারী'আহ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী তৈরি করে বিক্রয় করাকে অথবা মূল্য পরিশোধের উপরোক্ত শর্তানুযায়ী কোনো উৎপাদনকারি/বিক্রেতার কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রী ফরমায়েশ প্রদানের মাধ্যমে ক্রয় করাকে ইসতিসনা' বলে।[১২৮]

ব্যাংকিং বিনিয়োগে ইসতিসনা'র বৈশিষ্ট্য

১. 'ইসতিসনা' চুক্তিতে পণ্যের স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকতে হবে। পণ্যের ধরন, শ্রেণি, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য চুক্তিতে উল্লেখ করা জরুরি। এর ফলে পরবর্তীতে কোন ভুল বুঝাবুঝি বা বিবাদ এড়ানো সম্ভব হয়।

২. চুক্তিতে সম্মত দাম উল্লেখ করতে হবে। দাম কখন কিভাবে পরিশোধ করা হবে তাও চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে।

৩. পণ্য কখন, কোথায়, কার খরচে সরবরাহ করা হবে তার উল্লেখ চুক্তিতে থাকতে হবে।

৪. পক্ষগণ রাজি হলে বিক্রেতাকে পণ্যের আংশিক বা পুরো দাম আগাম দেয়া যেতে পারে অথবা বাকিও রাখা যেতে পারে।

৫. 'ইসতিসনা' চুক্তিতে মাল সরবরাহের সময়সীমা নির্ধারণ জরুরি নয়। মেয়াদ নির্ধারণ না করেও ইসতিসনা চুক্তি করা যায়। তবে বিরোধ এড়ানোর জন্য ব্যাংকের ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্ধারিত করা উত্তম।

৬. চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর পণ্যের পূর্ণ বা আংশিক দাম শোধ হওয়ার পর কোন পক্ষ এককভাবে চুক্তি বাতিল বা প্রত্যাহার করতে পারবেন না।

৭. কোন পক্ষ ইচ্ছাকৃত চুক্তি ভঙ্গ করলে দায়ী পক্ষের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ জরিমানা আরোপ করা যাবে, এরূপ শর্ত ইসতিসনা' চুক্তিতে রাখা যাবে।

---

১২৮. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব ● প্রয়োগ ● পদ্ধতি* (ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৪), পৃ. ৬২

৮. সমকালীন ফক্বীহগণের মতে ইসতিসনার ক্ষেত্রে আরোপিত ক্ষতিপূরণ ব্যাংকের বৈধ আয়রূপে বিবেচিত হবে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড শিল্পখাতে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। শিল্পখাত প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে 'ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প' চালু করেছে। যে সব উদ্যোক্তা নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন শিল্প পুনরায় চালু করতে আগ্রহী তারা ব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। যে সব শিক্ষিত, দক্ষ, আধা-দক্ষ বেকার যুবক প্রয়োজনীয় অর্থ ও জামানতের অভাবে তাদের মেধাকে কাজে লাগাতে পারছেন না তাদের নতুন কর্ম সৃষ্টিতে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাংক এ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, শিক্ষিত বেকার যুবক এবং দক্ষ ও আধা-দক্ষ বেকার জনশক্তিকে স্থানীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম এমন পণ্য তৈরির উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহজ নিয়ম ও সহজ শর্ত সাপেক্ষে ব্যাংক এ বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। দেশের শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ প্রদানের উদ্দেশ্যে হল: [১২৯]

১. অর্থের যোগান দিয়ে নতুন শিল্প স্থাপন ও পুরাতন শিল্প পুনরায় চালু করে আয়বর্ধনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

২. শিক্ষিত, কারিগরী যোগ্যতাসম্পন্ন বেকার যুবক এবং দক্ষ ও আধা-দক্ষ উদ্যোক্তাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা।

৩. ওয়েজ আর্নারদেরকে কষ্টার্জিত অর্থ সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা।

৪. শিক্ষিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উৎসাহী বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড শারী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত বিধায় এর বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতিসমূহও পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে আবর্তিত ও পরিচালিত। কল্যাণমুখী বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের শিল্পায়নে প্রভুত অবদান রেখে চলেছে।

---

১২৯. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *কুরআনের আলোকে মুমিনের জীবন ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের অবদান

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সব সময়ই বিনিয়োগ-আমানত অনুপাতকে (আইডিআর) প্রয়োজনীয় মাত্রায় সংরক্ষণ করে এবং ব্যবসার সকলক্ষেত্রে বিনিয়োগ বহুমুখীকরণের কৌশল গ্রহণ করে থাকে। যার ফলে এ ব্যাংক সারা বছর সন্তোষজনক তারল্য সংরক্ষণ করতে পারে এবং বিভিন্ন শারী'আহ্ পরিপালিত লেনদেন কাঠামোর অধীনে আন্তব্যাংক বাজারেও তহবিল সরবরাহ করে। সাধারণ বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০১২ সালে ব্যাংকের অর্জন ছিল ১০৬% এবং বিনিয়োগ থেকে আয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন ছিল ১১১%।[১৩০] ২০১২ সাল থেকে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত 'ইউজ্যান্স পেমেন্ট এ্যাট সাইট' (UPAS) নামক একটা নতুন বিনিয়োগ প্রোডাক্টের উপর গুরুত্বারোপ করে আসছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর হেড অফিস কমপ্লেক্স কর্পোরেট শাখা, উত্তরা শাখা, ঢাকা এবং আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম-এ অফশোর ব্যাংকি পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমতি প্রদান করেছে। ৪ জানুয়ারি ২০১১ থেকে অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে।[১৩১]

শিল্পায়ন হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জীবনীশক্তি, সেহেতু ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে শিল্পখাতের অবদান বৃদ্ধির আবশ্যকতা জন্মলগ্ন থেকেই অনুভব করে আসছে। এই বিশ্বাসমূলেই ইসলামী ব্যাংক দেশের শিল্পায়নের উন্নয়নে, বিশেষ করে রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের বিকাশে নিঃশঙ্কচিত্তে কাজ করে যাচ্ছে। ব্যাংক অনেক তৈরি পোশাক, স্পিনিং, টেক্সটাইল, স্টিল, ভোজ্য তেল শোধনাগার এবং ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রিতে বিনিয়োগ করেছে। ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের ৫১% নিয়োজিত রয়েছে শিল্প খাতে। উল্লেখ্য যে, ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে দেশের মোট জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ছিল প্রায় ৩১%। ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে শিল্প খাতে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫%।[১৩২] শিল্প খাতে বিনিয়োগের দিক থেকে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দেশের শীর্ষে অবস্থান করছে।

---

১৩০. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ৫৮

১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

১৩২. প্রাগুক্ত।

বিনিয়োগ বহুমুখীকরণ : ২০১২ সালে ব্যাংকের বিনিয়োগ বেড়ে হয়েছে ৩৭২,৯২১ মিলিয়ন টাকা। শতকরা ২২ ভাগ প্রবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে এক্ষেত্রে ব্যাংকের মার্কেট শেয়ার ২০১১ সালের ৮.১৬ থেকে ৮.৪০% এ উন্নিত হয়েছে।[১৩৩] ২০১৩ সালে ব্যাংকের বিনিয়োগ বেড়ে হয়েছে ৪৫৮,২৯৫ মিলিয়ন টাকা।[১৩৪] বিনিয়োগ কার্যক্রমে মাকাসিদে শারী'আহ্ বাস্তবায়নকে ব্যাংক গুরুত্ব দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে ব্যাংক বিনিয়োগের খাত, আকার, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য এবং বিনিয়োগের ভৌগোলিক এলাকাভিত্তিক ন্যায়ানুগ বণ্টন প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুসরণ করে। ২০১২ সালে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বেশকিছু ইতিবাচক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগে এ বছর বিশেষ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। পল্লী ও নগরে বিনিয়োগ কার্যক্রমে বৈষম্য অনেক কমেছে। বিগত বছরগুলোতে দেশের ব্যাংকিং খাতে নগর ও পল্লীর বিনিয়োগের অনুপাত ছিল ৯২:৮। অব্যাহত চেষ্টার ফলে ২০১২ সালে ইসলামী ব্যাংকের পল্লী বিনিয়োগ ১৪%-এ উন্নিত হয়েছে। বিনিয়োগ কার্যক্রমকে ব্যাংক বহুমুখী করার জন্য ২০১১ সালে কল্যানমুখী কিছু নতুন বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। শহরের দরিদ্র ও ভাসমান লোকদের সহায়তার জন্য চালুকৃত 'আরবান পুওর ডেভেলপমেন্ট স্কিম (UPDS)' তার অন্যতম।

খাতভিত্তিক বিনেয়োগ[১৩৫]

৩১ ডিসেম্বর ২০১১ ও ২০১২ সালের বিনিয়োগের খাতভিত্তিক ও পদ্ধতিভিত্তিক অর্থায়নের বিতরণী ছকের সাহায্যে প্রদর্শিত হলো :[১৩৬]

টেবিল-১ : ২০১১ ও ২০১২ সালের খাতভিত্তিক বিনিয়োগের বিবরণী

(মিলিয়ন টাকায়)

বিনিয়োগের খাতসমূহ	২০১১		২০১২	
	টাকা	মোট বিনিয়োগের হার (%)	টাকা	মোট বিনিয়োগের হার (%)
শিল্প (এসএমই ছাড়া)	১২২২৭০	৩৯.৯৮	১০৮৯৩০	২৯.২১
বাণিজ্যিক	৩৮২৩৪	১২.৫০	৪৪৪৮৮	১১.২৬
রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ	১৬৯৬৬	৫.৫৫	২৩২৩১	৫.৪৬
কৃষি (সার ও কৃষি উপকরণে বিনিয়োগসহ)	২০৯২৩	৬.৮৪	২০৯৯২	৫.৭৮
পরিবহণ	৬৪৫৭	২.১১	৬৮৮৭	১.৯০
এসএমই	১০০৯৯১	৩৩.০২	১৬৮৩৯৩	৪৬.৯৩
মোট	**৩০৫৮৪১**	**১০০**	**৩৭২৯২১**	**১০০**

১৩৩. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২*, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

১৩৪. কর্পোরেট ইনফরমেশন, *ডায়েরী ২০১৪*, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত।

১৩৫. এম, উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

১৩৬. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২*, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

টেবিল-২ : ২০১১ ও ২০১২ সালের পদ্ধতিভিত্তিক বিনিয়োগের বিবরণী[১৩৭]

(মিলিয়ন টাকায়)

বিনিয়োগ পদ্ধতি	২০১১		২০১২	
	টাকা	মোট বিনিয়োগের হার (%)	টাকা	মোট বিনিয়োগের হার (%)
বায়' মুরাবাহা	১৭৭১৩৬	৫৭.৯২	২২১৬৩২	৫৯.৪৩
এইচপিএসএম	৮৯০৭০	২৯.১২	৯৬০৫৬	২৫.৭৬
বায়' মুয়াজ্জাল	১৫৯১২	৫.২০	১৮২৯৫	৪.৯১
পারচেজ এবং নেগোসিয়েশন	২৭৪৪	০.৯১	৯৫৩১	২.৫৬
কর্জে হাসানা	৫৬১৪	১.৮৩	৯১৫৬	২.৪৬
বায়' সালাম	৩৫২৮	১.১৫	৪৫৩২	১.২২
মুদারাবা	২২৬৬	০.৭৪	-	-
মুশরাকা	৯৫৭১	৩.১৩	১৩৭১৯	৩.৬৮
মোট	**৩০৫৮৪১**	**১০০**	**৩৭২৯২১**	**১০০**

ব্যাংকের গৃহীত বিনিয়োগ নীতির আলোকে ২০১২-২০১৬ সালের জন্য **'পাঁচ বছরের প্রেক্ষিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা'** বাস্তবায়ন করার কাজ অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বকে বিবেচনাপূর্বক এ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য হলো বিনিয়োগের আকার, খাত, ভৌগোলিক অঞ্চল, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য এবং নিরাপত্তা অনুযায়ী দেশের সকল আর্থিক ও এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে পর্যায়ক্রমে ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের আওতায় এনে বিনিয়োগ খাতসমূহের বহুমুখীকরণ করা।[১৩৮]

প্রান্তিক পর্যায়ে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর বিনিয়োগ খাতসমূহের বহুমুখীকরণের সাথে সাথে শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।[১৩৯] এ ব্যাংক দেশের শিল্পায়নকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য বিনিয়োগ সুবিধা প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ঠ যত্নবান। বিনিয়োগ প্রদানের সময় শিল্পখাতকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করে নেয়। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাত ও অবহেলিত শিল্পখাত। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ইসলামী ব্যাংক শিল্পের যেসব সেক্টরে অর্থায়ন করে আসছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান হল- তৈরি পোশাক শিল্প যেখানে উচ্চমূল্য সংযোজিত পোশাক শিল্প বিশেষ অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। জাহাজ নির্মাণ ও

১৩৭. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত পৃ. ১১৫

১৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

১৩৯. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

পরিবেশ সম্মত জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প, কৃষিভিত্তিক ও কৃষিপণ্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, নবায়ন যোগ্য শক্তি বা সোলার পাওয়ার, উইন্ড মিল, বেসিক কেমিক্যালস রং ও রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন শিল্প, আইসিটি পণ্য ও আইসিটি ভিত্তিক সেবা শিল্প, পলিমার উৎপাদন শিল্প, পাট ও পাটজাত পণ্য শিল্প, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, ভেষজ ঔষধ শিল্প, অটোমোবাইল শিল্প, প্লাষ্টিক শিল্প, এ্যাকটিভ ফার্মাসিটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট শিল্প ও রেডিও ফার্মাসিটিক্যাল শিল্প, ফার্নিচার ও হস্তশিল্প, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি, ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প, ইলেক্ট্রনিক মেটেরিয়েল উন্নয়ন শিল্প, হোম টেক্সটাইল শিল্প, হিমায়িত মৎস্য শিল্প, চা শিল্প, সিরামিক তৈজসপত্র, সিরামিক টাইলস্ এবং সিরামিক সেনিটারি পণ্য শিল্প, টিসু গ্রাফটিং ও বায়োপ্রযুক্তি শিল্প, জুয়েলারি শিল্প, কনটেইনার সার্ভিস শিল্প, ওয়্যারহাউজ শিল্প, নব উদ্ভাবিত ও আমদানি বিকল্প শিল্প এবং প্রসাধনী ও টয়লেট্রি ইত্যাদি শিল্প খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে আসছে।[১৪০]

সেবাখাতসমূহ : সাম্প্রতিককালে শিল্পখাত ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের সীমানা পেরিয়ে এর ব্যাপকতায় পরিবহণ খাতসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডও শিল্পখাতের মধ্যে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে সম্পৃক্ত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সেসব সেবামূলক শিল্পখাতেও অর্থায়ন করার ব্যাপারে বিশেষ অবদান রাখছে। যেমন- এগ্রোবেইজড ও এগ্রো-প্রসেসিং শিল্প, মৎস্য আহরণ, মৎস্য সংরক্ষণ ও বিপণন, হর্টিকালচার, ফুলচাষ ও ফুল বাজারজাতকরণ, খাদ্যশস্য ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পাটের পোস্ট হার্ভেস্ট প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, পর্যটন শিল্প, হোটেল ব্যবস্থাপনা, টেলিকম্যুনিকেশন, আইসিটি-এর আওতায় কম্পিউটার সফটওয়্যার ও প্রোগ্রামিং, ই-কমার্স, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ও এলায়েন্স শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ, নির্মাণ, হাউজিং, ফার্নিচার ইত্যাদি শিল্পেও এ ব্যাংকের বিনিয়োগ রয়েছে।[১৪১]

---

১৪০. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

১৪১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, অনূঃ আব্দুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, *সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*(ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৮৭), পৃ. ১১৭

এছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেবামূলক শিল্পখাতের অন্যান্য উপখাত যেমন- কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড, মৎস্য আহরণ, মৎস্য সংরক্ষণ ও বিপণন, তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সেবাখাত, নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, জিনিং অ্যান্ড বেলিং, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, হর্টিকালচার, ফ্লোরিকালচার, ফুলচাষ ও ফুল বাজারজাতকরণ, নিউক্লিয়ার ও এনালাইটিক্যাল সেবা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, উচ্চমানের মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন নলেজ সোসাইটি, বিভিন্ন ধরনের টেস্টিং ল্যাবরেটরি, ফটোগ্রাফি, টেলিকম্যুনিকেশন, পরিবহণ ও যোগাযোগ, ওয়্যারহাউস, ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি, ফিলিং স্টেশন, প্রেট্রোল পাম্প, সিএনজি স্টেশন, কনভার্শন সেন্টার, ট্যাংক টার্মিনাল, চেইন সুপার মার্কেট, শপিংমল, অটোমোবাইল সার্ভিসিং, টেকনিক্যাল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটস, দুগ্ধ ও পোল্ট্রি উৎপাদন এবং বিপণন, বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্পের উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের অবদান অনস্বীকার্য।

নারী শিল্পোদ্যোক্তা : নারী শিল্পোদ্যাক্তা প্রতিষ্ঠিত শিল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড অনন্য অবদান রেখে আসছে। ব্যাংক মনে করে বাংলাদেশের মানব সম্পদের প্রায় অর্ধেক নারী এবং এ নারীর মূল অর্থনৈতিক ধারায় তথা সেবা, বাণিজ্য ও শিল্প খাতে ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এ বিশাল মানব সম্পদকে অর্থনৈতিক ধারার সাথে সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজন বিধায় এ ব্যাংক এসএমই-এর আওতায় 'নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প' নামে একটা বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। এ প্রকল্প নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দেশের জিডিপিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ও সর্বোপরি বাংলাদেশের শিল্পায়নেও অবদান রাখছে।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প : মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম হল খাদ্য।[১৪২] তবে সে খাদ্য হতে হবে হালাল ও স্বাস্থ্যসম্মত। ইসলাম যেসব উদ্ভিদ খাওয়া হারাম ঘোষণা করেছে কিংবা যার ব্যবহার ক্ষতিকর, তার চাষাবাদ ও প্রক্রিয়াও হারাম। যেমন- গাঁজা, আফিম, মদ ইত্যাদি।[১৪৩] তাই ইসলামী ব্যাংক সেসব খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে অর্থায়ন করে না। ইসলামী ব্যাংক মানুষের

---

১৪২. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

১৪৩. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, অনূঃ মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

মৌলিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রক্রিয়াকরণকৃত ফলজাত খাদ্য, ফল, শাক-সবজি, ডাল প্রক্রিয়াকরণ, ব্রেড এন্ড বিস্কুট, সেমাই, লাচ্ছা, চানাচুর, নুডুলস ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ, আটা, ময়দা, সুজি প্রস্তুতকরণ, মাশরুম ও স্পাইরুলিনা প্রক্রিয়াকরণ, স্টার্চ, গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ এবং অন্যান্য স্টার্চ পণ্য উৎপাদন, দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ, আলু থেকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, বিভিন্ন গুড়ো মসলা উৎপাদন, ভোজ্য তেল পরিশোধন ও হাইড্রোজিনেশন, লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ, চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও হিমায়িতকরণ, হারবাল ও ভেষজ প্রসাধনী প্রস্তুতকরণ, ইউনানি আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতকরণ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু এবং মাছের জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুতকরণ, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণ শিল্পেও অনেক বিনিয়োগ করছে। এছাড়াও রেশম বস্ত্র ও বস্ত্র উৎপাদন, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে সহায়ক যন্ত্র শিল্প স্থাপন, মেরামত কারখানা, চাল, মুড়ি, চিড়া, খৈ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ, সুগন্ধি চাল উৎপাদন, চা প্রক্রিয়াকরণ, নারিকেল তৈল প্রস্তুতকরণ, রাবার টেপ, লাক্ষা প্রক্রিয়াজাতকরণ, কোল্ড স্টোরেজ, কাঁঠ, বাঁশ ও বেতের আসবাব তৈরি ও উৎপাদন, তামা-কাঁসার সরঞ্জামাদি তৈরি, ফুল সংরক্ষণ ও রপ্তানি, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ, জৈব সার, মিশ্র সার, গুটি ইউরিয়া ইত্যাদি তৈরি, বায়োপেস্টিসাইড, নিম উৎপাদিত পেস্টিসাইড তৈরি, মৌমাছি চাষ ও মধু তৈরি, পার্টিকেল বোর্ড, চিনি ও অন্যান্য মিষ্টিকারক পণ্য, সয়াফুড উৎপাদন ও সয়াবিন প্রসেসিং, সরিষা তৈল প্রস্তুতকারী শিল্প ও রাবারজাত দ্রব্যাদি তৈরির শিল্প-কারখানাতেও এ ব্যাংকের বিনিয়োগে অবদান রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশসহ মুসলিম দেশের বেশিরভাগ মানুষ তাদের আয়, কর্মসংস্থান ও সার্বিক কল্যাণের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল।[১৪৪] এসব দেশের নানান প্রেক্ষাপটে গঠিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে পল্লীর জনগণ পূর্বকাল থেকেই দারিদ্রতার যাঁতাকলে পিষ্ঠ হয়ে আসছে। কৃষিখাত থেকেই আসে মানুষের মোলিক চাহিদা পূরণের অধিকাংশ উপাদান। এ কৃষির উন্নয়নের সাথে শিল্পের উন্নয়নের ও শিল্পের উন্নয়নের সাথে কৃষির উন্নয়নের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণকারী পণ্য, সেবা ও সামগ্রী উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে যাচ্ছে।

---

১৪৪. এম, উমর চাপরা প্রাগুক্ত, *ইসলামী ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

এর মাধ্যমে একদিকে যেমন ইসলামী ব্যাংক জনসাধারণের প্রভুত কল্যাণ সাধন করছে অন্য দিকে বাংলাদেশের জাতীয় শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অবদান রাখছে।

চতুর্থ অধ্যায়

দেশের শিল্পায়নে আইবিবিএল

প্রথম পরিচ্ছেদ : শিল্পের খাতভিত্তিক বিনিয়োগের বর্ণনা

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়নের বিকল্প নেই। তাই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড শিল্পখাতে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে। শিল্পখাত প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিভিন্ন শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প চালু রয়েছে। যে সব উদ্যোক্তা নতুনভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে চায় বা পুরাতন শিল্প পুনরায় চালু করতে আগ্রহী তারা ব্যাংক থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বোচ্চ পরিমাণে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। যে সব শিক্ষিত, দক্ষ, আধা-দক্ষ বেকার যুবক প্রয়োজনীয় অর্থ ও জামানতের অভাবে তাদের মেধাকে কাজে লাগাতে পারছেন না তাদের নতুন কর্মোদ্দিপনায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক বিশেষ শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, শিক্ষিত বেকার যুবক এবং দক্ষ ও আধা-দক্ষ বেকার জনশক্তিকে স্থানীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম এমন পণ্য তৈরির উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহজ শর্তে এ ব্যাংক বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। নিচে শিল্পের খাতভিত্তিক বিনিয়োগের বর্ণনা প্রদান করার পূর্বে এ সর্ম্পকিত কয়েকটি বিষয়ের আলোকপাত করা হলো :

শিল্প বিনিয়োগের উদ্দেশ্য[১]

১. মূলধন হিসেবে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।
২. অর্থের যোগান দিয়ে নতুন শিল্প স্থাপন ও পুরাতন শিল্প পুনরায় চালু করে আয়বর্ধনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৩. শিক্ষিত, কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন বেকার যুবক এবং দক্ষ ও আধা-দক্ষ উদ্যোক্তাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা।
৪. শিক্ষিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উৎসাহী বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।
৫. শিল্পের কাঁচামাল ক্রয়।
৬. ওয়েজ আর্নারদেরকে কষ্টার্জিত অর্থ সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা।
৭. প্রয়োজনীয় চলতি মূলধনের যোগান।[২]

শিল্প বিনিয়োগ গ্রহণের যোগ্যতা

১. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে আগ্রহী দেশের যে কোন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সনদপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী ব্যক্তি।

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, জুলাই ২০১০), পৃ. ৪১
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

২. প্রস্তাবিত শিল্প সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-সম্পন্ন উদ্যোগি শিক্ষিত বেকার যুবক।

৩. শিল্পকার্য পরিচালনায় বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ ও আধাদক্ষ ব্যক্তি।

৪. বিনিয়োগের জন্য আগ্রহী ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক বা উদ্যোক্তা।

৫. শিল্পক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ যে সব ওয়েজআর্নার ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করতে আগ্রহী।

৬. বিনিয়োগ গ্রাহককে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং শিল্পের জন্য দেশিয় স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করতে হবে।

৭. খেলাপী ও অন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে বকেয়া দেনা রয়েছে এমন গ্রাহক এ বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না।[৩]

ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগের আনুপাতিক পরিমাণ

বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে নির্দিষ্ট শিল্প বা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত প্রয়োজন, এর উৎপাদনের প্রকৃতি, যন্ত্রপাতির মডেল এবং চলতি মূলধনের চাহিদা ইত্যাদির উপর। যন্ত্রপাতির মূল্যের শতকরা ৭০ ভাগ বা যন্ত্রপাতি ও চলতি মূলধনসহ প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগ এর মধ্যে যেটি কম, ব্যাংক সে পরিমাণ বিনিয়োগ করে থাকে। তবে ব্যাংকের বিনিয়োগ সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা হবে। যদি বিনিয়োগ গ্রাহকের নিজস্ব প্রকল্প, ভূমি ও ভবন থাকে তবে সেগুলোর মূল্যের সাথে নগদ বিনিয়োগ যোগ করে গ্রাহকের ইক্যুইটি হিসেব করা হয়।

বিনিয়োগের জামানত

১. ব্যাংকের বিনিয়োগের নিরাপত্তার জন্য স্থাবর সম্পত্তিও অতিরিক্ত জামানত হিসেবে গ্রহণ করা হয়।[৪]

২. ব্যাংকের সমুদয় পাওনা আদায় হওয়ার আগ পর্যন্ত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদির মালিকানা (চার্জ/জামানত আকারে) ব্যাংকের নামে থাকে।

৩. মজুত পণ্য (বর্তমান ও ভবিষ্যত) ব্যাংকের বিনিয়োগ সমন্বয় সাধন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ/বন্ধক থাকে।

৪. কারিগরি যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি যেমন ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমাধারী, শিক্ষিত, অভিজ্ঞ, সচেতন ও কঠোর পরিশ্রমী যুবক, যারা ব্যাংকের বিনিয়োগের নিয়ম ও শর্তাবলী মেনে নিয়ে নতুন শিল্প স্থাপনে আগ্রহী, কিন্তু জামানত দেয়ার মত অবস্থা নেই, তারা ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির পার্সোনাল গ্যারান্টির মাধ্যমে সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

---

৩. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৪. ঋণ বা বিনিয়োগের নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা, বিশ্বস্ততা অথবা চুক্তি পালনের জন্য কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির স্বার্থ হস্তান্তর করাকে জামানত বলে। দ্র. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রূপরেখা*(ঢাকা : আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ৪র্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০১), পৃ. ৭৩

৫. কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন ও শিক্ষিত বেকার যুবকদের বেলায় তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র ব্যাংকের কাছে জমা রাখতে হয়।[৫]

শিল্প বিনিয়োগের আর্থ-সামাজিক উপকারিতা

১. শিক্ষিত বেকার, কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন এবং দক্ষ ও আধা-দক্ষ কর্মী পুনর্বাসন, ভাল চাকুরি ও আয়ের সুবিধা লাভ।

২. সমাজ থেকে বেকারত্বের অশুভ ফলাফল ক্রমান্বয়ে দুরীভূত হয়।

৩. ওয়েজআর্নারদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিনিয়োগ করে নতুন শিল্প স্থাপনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের সুবিধা লাভ করা যায়।

৪. মূলধন গঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পগুলো স্বাধীনভাবে তাদের কার্য পরিচালনার মাধমে সর্বাধিক আয় করতে পারে।

৫. শিল্প উদ্যোক্তাদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন এবং তা পর্যায়ক্রমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

শিল্প বিনিয়োগের খাতসমূহ

এ বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ও কৃষিনির্ভর শিল্প, প্লাস্টিক ও রাবার শিল্প, বনজ ও আসবাবপত্র শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, চামড়া শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, বস্ত্র শিল্প, পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, সেবা শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি শিল্প, কম্পিউটার প্রযুক্তি শিল্প, কাগজ উৎপাদন শিল্প, হস্তশিল্প, মৎস ও পশুপালন খামার, ছিদ্রযুক্ত ইট, ছাদের টাইলস এবং ব্যাংকের কাছে লাভজনক হিসেবে গ্রহণযোগ্য যে কোন ক্ষুদ্র শিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্প খাতে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা বা প্রকল্প নির্বাচনের সময় বাজারে উক্ত শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা কেমন রয়েছে তা অবশ্যই দেখা হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রকল্পের ব্যয় ন্যূনতম রাখার জন্য স্থানীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালকেও তালিকাভুক্ত রাখা হয়।

যে সব ক্ষুদ্র শিল্পে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বিনিয়োগ করে থাকে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ হল :[৬]

১. **খাদ্য ও কৃষিভিত্তিক শিল্পঃ** (১) অয়েল মিল (২) ফ্লাওয়ার মিল (৩) ডাল মিল (৪) চিড়া মিল (৫) রাইস মিল (৬) বেকারি ও কনফেকশনারি (৭) বরফ কল (৮) হাঁস মুরগি ও মাছের খাবার (৯) খাদ্যদ্রব্য (১০) লজেন্স, চানাচুর (১১) জাম, জেলী ও অন্যান্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ (১২) শুটকি মাছ (১৩) নারিকেল ও নারিকেলজাত দ্রব্যাদি (১৪) দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পাস্তুরিতকরণ।

---

৫. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

৬. 'উন্নয়নশীল দেশসমূহে যেখানে ক্ষুদ্র শিল্প খাত আগে থেকেই দুর্বল, সেখানে বেকারত্বের উচ্চহার সরকারগুলোকে ক্ষুদ্র শিল্প খাতের উন্নয়নে বাধ্য করেছে। সুতরাং সেখানে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তার উন্নয়নের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সম্পদ নিয়োজিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।' দ্র. এম, উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

২. **প্লাস্টিক ও রাবার শিল্পঃ** (১) প্লাস্টিক ও রাবারের দ্রব্য (২) রাবার (৩) পিভিসি প্রোডাক্ট।

৩. **বন ও আসবাবপত্র শিল্পঃ** (১) কাঠ, স্টিল, বেত ও পিভিসি আসবাবপত্র (২) কাঠের কাজ (৩) স' মিল (৪) নার্সারি।

৪. **প্রকৌশল শিল্পঃ** (১) ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (মেকানিক্যাল অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি) (২) খুচরা যন্ত্রপাতি উৎপাদন (৩) ফিল্টার (৪) এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী উৎপাদন (৫) মনিহারী দ্রব্য।

৫. **চামড়া শিল্প :** (১) চামড়াজাত পণ্য (২) জুতা (৩) মোজা (৪) ব্যাগ।

৬. **রসায়ন শিল্প :** (১) সাবান (২) কেমিক্যাল পণ্য (৩) প্রসাধন।

৭. **বস্ত্র শিল্প :** (১) গার্মেন্টস শিল্প (২) টেক্সটাইল মিল (৩) রেশম সুতা (৪) বয়ন (পাওয়ারলুম, হ্যান্ডলুম) (৫) তৈরি পোশাক ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় (৬) জুতা, ফিতা, টেপ ইত্যাদি (৭) গেঞ্জি (৮) ডাইং ও প্রিন্টিং (স্ক্রীন প্রিন্টিং, বিশেষায়িত সিল্ক স্ক্রীন প্রিন্টিং, ব্লক প্রিন্টিং, বাটিক প্রিন্টিং, হস্তচালিত তাঁত)

৮. **পুনঃ প্রক্রিয়াজাত করণ শিল্প :** (১) অব্যবহৃত তুলা পরিশোধন (২) অব্যবহৃত প্লাস্টিক, স্পঞ্জ, চপ্পল বা প্লাস্টিক খেলনা (৩) অব্যবহৃত কাগজ ও পলিথিন (৪) অব্যবহৃত কাপড়।

৯. **সেবা শিল্প :** (১) দোকান (রেডিও, টু-ইন-ওয়ান, টিভি, কম্পিউটার ইত্যাদি)।

১০. **বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি শিল্প :** (১) ফ্যান, বাল্ব, মটর পার্টস ইত্যাদি।

১১. **কম্পিউটার টেকনোলজি :**[৭] (১) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (২) হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার টেকনোলজি উন্নয়ন ও সংযোজন।[৮]

১২. **কাগজ উপজাত শিল্প :** (১) ছাপাখানা (২) প্যাকেজিং, বোর্ড, প্যাকিং উপাদান ইত্যাদি (৩) গ্রাফিক্স স্ক্যান, ছাপা, প্রসেস, স্টুডিও ইত্যাদি (৪) হস্তজাত কাগজ, অফিস স্টেশনারী।

১৩. **হস্তশিল্প :** (১) পাটজাত হস্তশিল্প (২) ভাঁজ করা দড়ি বা পাকানো রশি (৩) কচুরিপানা জাত পণ্য (৪) মৃৎশিল্প (৫) পিতল, কাঁসা শিল্প (৬) বাঁশজাত ঝুঁড়ি (৭) উপহার কার্ড (৮) ফুলের দোকান (৯) ইমিটেশন গহনা (১০) স্বর্ণকার।

১৪. **মৎস ও পশু সম্পদ খামার :** (১) মাছ চাষ (২) মাছ এবং পোনা উৎপাদন খামার (৩) মুরগী খামার (৪) দুগ্ধ উৎপাদন খামার (৫) গরু মোটাতাজাকরণ খামার।

---

৭. 'সাধারণ প্রযুক্তিকে সুম্পিটার মানবতার অবয়বযুক্ত প্রযুক্তি হিসেবে অভিহিত করেছেন।' দ্র. সুমেকার, *স্মল ইজ বিউটিফুল*(লন্ডন : ব্লাড এন্ড ব্রিগচ, ১৯৭৩), পৃ. ১৮

৮. 'ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে আমদানি বিকল্প ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জিত হবে না যদি তাদেরকে অধিকতর দক্ষতা অর্জনমূলক প্রযুক্তি আহরণে সহায়তা করা না হয়।' দ্র. এম, উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

১৫. **বিবিধ :** ইট, হলো ব্রিকস, ছাদের টাইলস ইত্যাদিসহ ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য অন্য যে কোন ক্ষুদ্র শিল্প।[৯]

শিল্প খাতে বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি

অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের শিল্পখাতে বিনিয়োগের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকের শিল্পখাতে বিনিয়োগ অধিক। প্রকল্প বিনিয়োগ এবং চলতি মূলধন আকারে ২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মোট বিনিয়োগ ১৫০,৭৮৮ মিলিয়ন টাকার বিপরীতে ২৫.৪৭% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ১৮৯,১৯৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।[১০] নিম্নে শিল্পভিত্তিক বিনিয়োগের তালিকা উপস্থাপিত হলো :

টেবিল-১ : শিল্পভিত্তিক বিনিয়োগের তালিকা[১১]

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	প্রকল্পের সংখ্যা	বিনিয়োগের পরিমাণ	মোট বিনিয়োগের হার (%)
টেক্সটাইল-স্পিনিং, উইভিং ও ডাইং	৪২১	৭১,৭৬১	৩৭.৯৩
স্টিল, রি-রোলিং ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	২০৩	২১,৯৪৬	১১.৬০
কৃষি ভিত্তিক শিল্প	৯৫০	১৭,৬১৪	৯.৩১
পোশাক শিল্প ও পোশাক শিল্পের যন্ত্রাংশ	৫৭৫	১৩,০৯২	৬.৯২
খাদ্য ও বেভারেজ শিল্প	৫০	৭,৬৩৬	৪.০৪
সিমেন্ট শিল্প	৯	১,৮৫৪	০.৯৮
ঔষধ শিল্প	৩৬	২,২৮৯	১.২১
পোল্ট্রি, পোল্ট্রি ফিড ও হ্যাচারি শিল্প	১১০	৬২৪	০.৩৩
স্যানিটারি দ্রব্য শিল্প	৪৯	২৭৫	০.১৫
রাসায়নিক, প্রসাধন সামগ্রী ও পেট্রোলিয়াম	১৬১	৩,৯৭৩	২.১০
মুদ্রণ ও বাঁধাই	১৫৭	৩,৩৩০	১.৭৬
বিদ্যুৎ (পাওয়ার)	৮	৪,১৬২	২.২০
সিরামিক ও ইট	২১৭	২,৪৬০	১.৩০
স্বাস্থ্য সেবা (হাসপাতাল ও অন্যান্য)	৫৪	২,০৭৯	১.১০
প্লাস্টিক শিল্প	৬৫	৭১৫	০.৩৮
পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি ফিলিং স্টেশন	৬৩	৯৪০	০.৫০

৯. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

১০. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২*, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

১১. প্রাগুক্ত।

তথ্য প্রযুক্তি	১১	৫৫০	০.২৯
হোটেল ও রেস্তোরা	১৭৭	৬৫৬	০.৩৫
অন্যান্য শিল্প	৩০৫	৩৩২৩৭	১৭.৫৫
মোট	**৩,৬২১**	**১৮৯,১৯৩**	**১০০**

শিল্পভিত্তিক অর্থায়নে ইসলামী ব্যাংকের বিশেষ অবদান

দেশের জাতীয় শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। ইসলামী ব্যাংকই দেশের একমাত্র ব্যাংক যে এর মোট বিনিয়োগের শতকরা ৫১ ভাগ শিল্প খাতে অর্থায়ন করেছে। এর মধ্যে ৪৪.৮৫% হলো রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প খাতে। বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি এ ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সমানভাবে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ক্লাস্টার পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংক এসএমই বিনিয়োগকে আরো কার্যকর ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এখানে ইসলামী ব্যাংকের শিল্প বিনিয়োগের বিবরণ প্রদত্ত হলো :

তৈরি পোশাক শিল্প

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহ ভাগ আসে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে। ইসলামী ব্যাংক এ শিল্প প্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভাবে ভূমিকা রেখে চলেছে। শুরু থেকে এ শিল্প প্রসারে ইসলামী ব্যাংক ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আজ এ দেশে তৈরি পোশাক শিল্প খাতে যারা বড় গ্রুপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার বেশিরভাগই ইসলামী ব্যাংক থেকে ছোট ছোট বিনিয়োগ নিয়ে শুরু করা প্রতিষ্ঠান।

বস্ত্র খাত

বস্ত্র খাতে বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ প্রয়োজন। দেশের বেসরকারি খাতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দীর্ঘদিন থেকে বস্ত্রখাতে বিনিয়োগ করে আসছে। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নিয়ে টেক্সটাইল খাতের বিপুল পরিমাণ স্পিনিং মিল, উইভিং মিল, ডাইং ফার্নিশিং মিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব মিলের অধিকাংশই আর্ট টেকনোলজিক্যাল মেশিনের নতুন ব্রান্ড নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। এ শিল্পগুলো আরএমজি-তে নতুন মাত্রা যোগ করায় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

ঔষধ শিল্প

ঔষধ শিল্পকে সহায়তা করার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক ৭১টি ড্রাগ ও ফার্মাসিউটিক্যালস্ শিল্পকে ২৬৭.৭১ মিলিয়নের বেশি টাকা বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করেছে। অধিকন্তু হাসপাতাল ক্লিনিক এবং প্যাথলজিক্যাল সেন্টারসহ ৫৪টি প্রতিষ্ঠানকে ১,০৯০ মিলিয়ন টাকা[১২] বিনিয়োগ করেছে, যাতে সেখানে জনগণ স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারে।

গৃহায়ন শিল্প

১২. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

ব্যাংক ব্যক্তিগতভাবে ১৩,৩৩০ জন গ্রাহককে ২৩,০৬৯.৬০ মিলিয়ন টাকা এবং ৬৫ ডেভেলপারকে ১৬১.৩৫ মিলিয়ন টাকা গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রদান করেছে। ২০১২ সালে গৃহায়ন বিনিয়োগের পরিমাণ ২৩,২৩১ মিলিয়ন টাকা যা মোট বিনিয়োগের ৬% এবং যার প্রবৃদ্ধি ২৮.৯৫% ।[১৩]

কৃষিভিত্তিক শিল্প

কৃষি ক্ষেত্রে গুণগত উন্নয়নের জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের বিকল্প নেই। সহজে ক্রয়ের জন্য ইসলামী ব্যাংক কাঁচামালসহ কৃষিভিত্তিক শিল্পের লজিস্কিট সুবিধা প্রদান করে আসছে। এক্ষেত্রে কয়েকটি সফল উদাহরণ: অটোমেটিক রাইচ মিল, ময়দা মিল, ভোজ্য তেল, পাট কল, ফিশারি এবং পোল্ট্রি ও ডেইরি, ফুড এন্ড বেভারেজ, কোল্ড স্টোরেজ, সার এবং ধানের তুষ থেকে বিদ্যুৎ ও তেল উৎপাদন ইত্যাদি।[১৪]

বিদ্যুৎ শিল্প

ইসলামী ব্যাংক এ যাবত ৪,৬৩৫ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে ৮টি পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করেছে এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন করার জন্য ১,২৩৩.৬০ মিলিয়ন টাকার বিনিয়োগ প্রদান করেছে। এছাড়াও এ ব্যাংক ৭৮৮ জন গ্রাহককে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও বিপণন করার জন্য ১,০৬৮.৮০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে।[১৫] বিদ্যুৎ শক্তির বাইরে সোলার শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য এ ব্যাংক 'Solar Panel Investment Scheme' নামে একটি বিনিয়োগ প্রডাক্ট চালু করেছে।[১৬]

পরিবহণ শিল্প

ইসলামী ব্যাংক অভিজ্ঞ, উদ্যমী এবং নতুন উদ্যোক্তাগণের আধুনিক যান (নৌ, সড়ক, আকাশ) ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে আসছে। পরিবহণ খাতের উন্নয়নের জন্য ইসলামী ব্যাংক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ বিতরণ করেছে, যা বাংলাদেশের জাতীয় ও প্রাইভেট ব্যাংকসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ অংশ ১.৭৮% ।[১৭] অধিকন্তু ইসলামী ব্যাংক ৬০ ফিলিং/সিএনজি স্টেশন-এ ৫২৩.৩০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে।[১৮]

তথ্য প্রযুক্তি শিল্প

---

১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত পৃ. ১১৭
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. প্রাগুক্ত।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
১৮. প্রাগুক্ত।

ইসলামী ব্যাংক ইতোমধ্যে হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার ক্রয় এবং উৎপাদনের জন্য ১১ জন গ্রাহককে ৫৪৯.৭০ মিলিয়ন টাকা আর্থিক বিনিয়োগ করেছে।[১৯] এছাড়াও নতুন সৃজনশীল উদ্যোক্তা উন্নয়ন করে বৃহৎ বিনিয়োগে যাওয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে।

এসএমই বিনিয়োগ

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ খাতটি শ্রমঘন এবং উৎপাদন সময়কাল স্বল্প হওয়ায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দ্রুত অবদান রাখতে সক্ষম। তাদের দৃষ্টিতে এসএমই হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মূল চালিকাশক্তি এবং সে কারণেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা, দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে তারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নকে বেছে নিয়েছে। এছাড়া এসএমইকে শিল্পায়নের চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও মহিলা উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়ে থাকে। যেমন, উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, গণমাধ্যমে প্রচার, এসএমই সম্পর্কিত বিভিন্ন মেলা, রোড শো, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করা। তাছাড়াও ইসলামী ব্যাংক নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যাংকিং সেবা পাওয়ার উপায়, এসএমই অর্থায়নে শারী'আহ্সম্মত ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি ও প্রডাক্ট-এর শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। তাছাড়াও ইসলামী ব্যাংক দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে স্ব-উদ্যোগে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং এগুলোর বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

ফলশ্রুতিতে ২০১২ সালে ইসলামী ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত সকল প্রকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সামর্থ হয়েছিল। ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ব্যাংকের এসএমই বিনিয়োগ স্থিতি ছিল ১৮২,৭৫৩ মিলিয়ন টাকা, যা মোট বিনিয়োগের ৪৭%।[২০]

২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে জাতীয় এসএমই এক্সপ্লোজারে ইসলামী ব্যাংকের অবদান শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের এসএমই এক্সপ্লোজারে শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়।[২১]

কল্যাণমুখী শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প

সাধারণ বাণিজ্য এবং শিল্প খাতে বিনিয়োগের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য ব্যাংক অনেকগুলো বিশেষ শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে; যেমন:

---

১৯. প্রাগুক্ত।

২০. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত পৃ. ১১৮

২১. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১, আইবিবিএল, পৃ. ১০৫

১. পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প;
২. গৃহসামগ্রী প্রকল্প;
৩. ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প;
৪. পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প;
৫. গাড়ি বিনিয়োগ প্রকল্প;
৬. ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প;
৭. ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প;
৮. কৃষি যন্ত্রপাতি বিনিয়োগ প্রকল্প;
৯. গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প;
১০. রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ প্রকল্প;
১১. মীরপুর রেশম-তাঁতীদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প;
১২. পোল্ট্রি বিনিয়োগ প্রকল্প;
১৩. পল্লী গৃহায়ন প্রকল্প;
১৪. এসএমই বিনিয়োগ প্রকল্প;
১৫. নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প;
১৬. নগর দরিদ্র উন্নয়ন প্রকল্প;
১৭. এনআরবি বিনিয়োগ প্রকল্প।

এ জাতীয় প্রকল্পগুলো দেশের বিভিন্ন স্তরের জনগণের কল্যাণে ও চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা ক্রমবর্ধমান হারে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সুবিধা বঞ্চিত এবং অবহেলিত জনগণের মানোন্নয়ন ও দুর্ভোগ হতে মুক্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কল্যাণমুখী শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্ন আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করে দেশে শিল্পায়নের প্রসার ঘটানো হচ্ছে এ জাতীয় প্রকল্পের উদ্দেশ্য।[২২]

টেবিল-২ : কল্যাণমুখী শিল্প বিনিয়োগে ২০০৮-২০১২ সাল পর্যন্ত বছরভিত্তিক অর্থায়নের চিত্র

(মিলিয়ন টাকায়)

প্রকল্পের নাম	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	৩,০১১.৭২	৩,৭৫২.২০	৫,১১০.০০	৭,০৭২.০২	১০,৩৯০.০০
গৃহসামগ্রী প্রকল্প	৬৩৮.৪০	৬৮৬.৪৯	৯৬১.৬৪	১,০৭০.০১	৯৫৫.০০
ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প	১৫.৩৪	১৭.০৬	১৫.২৭	১৩.৯১	৩২.০০
পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প	৩,০৮৭.৫৫	৩,৬৩০.৪৮	৪,৭৩২.১৫	৬,৭০৬.৫০	৬,৮৮৭.০০
গাড়ি বিনিয়োগ প্রকল্প	৪১.১৬	৫৩.৮১	১৩৮.৭৯	১৫২.০৫	১১৩.০০
ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প	১,১০৪.৬৫	১,১৫৯.৬৩	১,৭০৩.৪৪	২,৩৪৭.৬০	২,৭৭৪.০০

২২. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২০; ইনভেস্টমেন্ট এডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন, আইবিবিএল, প্রধান কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী।

ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প	৩১.৫০	৫০.৩৯	৪৭.৪৪	৩৮.১৮	৩৬.০০
কৃষি উপরকণ বিনিয়োগ প্রকল্প	২৭.২১	৭৬.৬৪	১২৭.১৫	২০৯.৬০	২৭৮.০০
গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প	৪২৯.২৪	৪৫২.৬৭	৪১৮.৯২	৩৬৬.৬৮	৩১৬.০০
রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ কর্মসূচি	৭,১৮৩.২৬	৭,৯৩৩.২০	১০,১৫৪.৯৫	১২,৪৮৫.২৪	২৩,২৩১.০০
উপ-মোট (প্রকল্প বিনিয়োগ)	**১৫,৫৭০.০৩**	**১৭,৮১২.৫৭**	**২৩,৪১০.০০**	**৩০,৪৬১.৭৯**	**৪৫,০১২.০০**
মোট বিনিয়োগ	**১৮০,০৫৪**	**২১৪,৬১৬**	**২৬৩,২২৫**	**৩০৫,৮৪১**	**৩৭২,৯২১.০০**
মোট বিনিয়োগের শতকরা হার	**৮.৬৫**	**৮.৩০**	**৮.৮৯**	**৯.৯৬**	**১২.০৭**

পরিশেষে দেখা যায় যে, ইসলামী ব্যাংকের শিল্প বিনিয়োগ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরে ক্রমবর্ধমান হারে এগিয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিল্পায়নে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দেশের শিল্পায়নকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য শিল্পখাতকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। (ক) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাত, (খ) অবহেলিত শিল্পখাত। এখানে সারণিবদ্ধভাবে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি অনুসারে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতসমূহ তুলে ধরা হলো :

টেবিল-৩ : আইবিবিএল'র শিল্পায়নে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহের তালিকা

ক্রমিক	শিল্পায়নে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ
১	তৈরি পোশাক শিল্প (উচ্চমূল্য সংযোজিত পোশাক শিল্প বিশেষ অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে)
২	জাহাজ নির্মাণ ও পরিবেশ সম্মত জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প
৩	কৃষিভিত্তিক ও কৃষিপণ্য/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প
৪	নবায়ন যোগ্য শক্তি (সোলার পাওয়ার, উইন্ড মিল)
৫	বেসিক কেমিক্যালস রং ও রাসায়নিক দ্রব্য
৬	আইসিটি পণ্য ও আইসিটি ভিত্তিক সেবা
৭	পলিমার উৎপাদন শিল্প
৮	পাটজাত
৯	চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য
১০	হাসপাতাল ও ক্লিনিক
১১	ভেষজ ঔষধ শিল্প
১২	অটোমোবাইল
১৩	প্লাষ্টিক শিল্প
১৪	এ্যাকটিভ ফার্মাসিটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট শিল্প ও রেডিও ফার্মাসিটিক্যাল শিল্প
১৫	ফার্ণিচার
১৬	হস্তশিল্প
১৭	বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প/ইলেক্ট্রনিক মেটেরিয়েল উন্নয়ন
১৮	হোম টেক্সটাইল
১৯	হিমায়িত মৎস্য শিল্প
২০	চা শিল্প
২১	সিরামিকস (সিরামিক তৈজসপত্র, সিরামিক টাইলস্ এবং সিরামিক সেনিটারি পণ্য)
২২	টিসু গ্রাফটিং ও বায়োপ্রযুক্তি (বায়োটেকনোলজি)
২৩	জুয়েলারি
২৪	কনটেইনার সার্ভিস
২৫	ওয়্যারহাউজ
২৬	নব উদ্ভাবিত ও আমদানি বিকল্প শিল্প
২৭	প্রসাধনী ও টয়লেট্রী

সেবাখাতসমূহ

সাম্প্রতিককালে শিল্প ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের সীমানা পেরিয়ে এর ব্যাপকতায় পরিবহণ খাতসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডও শিল্পখাতের মধ্যে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে সম্পৃক্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যেমন-এগ্রোবেইজড ও এগ্রো-প্রসেসিং শিল্প, মৎস্য আহরণ, মৎস্য সংরক্ষণ ও বিপণন, হর্টিকালচার, ফুলচাষ ও ফুল বাজারজাতকরণ, খাদ্যশস্য ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পাটের পোস্ট হার্ভেস্ট প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদিকেও শিল্প খাতের আওতায় আনা হয়েছে।

অনুরূপভাবে পর্যটন শিল্প, হোটেল ব্যবস্থাপনা, টেলিকম্যুনিকেশন, আইসিটি-এর আওতায় কম্পিউটার সফটওয়্যার ও প্রোগ্রামিং, ই-কমার্স, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ও এলায়েন্স বর্তমান প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সমৃদ্ধভাবে সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিজের মধ্যে মেধা শিল্প হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। একইভাবে পরিবহণ ও যোগাযোগ, নির্মাণ, হাউজিং, ফার্ণিচার, বনশিল্প এবং চিত্তবিনোদনের জন্য সিনেমা ও ডিভিডি ইত্যাদিকেও শিল্প হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

বর্তমান শিল্পোন্নত বিশ্বে সেবা খাতের আওতাভুক্ত যেমন-প্রিন্টিং প্রেস, গিনিং এন্ড বেলিং, কনস্ট্রাকশন বিজনেস, ফটোগ্রাফি, ল্যাবরেটরি, ওয়্যারহাউজ, কোল্ড স্টোরেজ, কনটেইনার সার্ভিসকে সেবাশিল্প হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংকও জাতীয় শিল্পনীতির সাথে সমন্বয় রেখে নিম্নলিখিত সেবা শিল্পখাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করে থাকে :

টেবিল-৪ : আইবিবিএল'র অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সেবাশিল্পের খাতের তালিকা

ক্রমিক	সেবাশিল্পের খাতসমূহ
১	কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড যেমন-মৎস্য আহরণ, মৎস্য সংরক্ষণ ও বিপণন
২	তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা খাত
৩	নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং
৪	বৈদেশিক কর্মসংস্থান
৫	জিনিং অ্যান্ড বেলিং
৬	হাসপাতাল ও ক্লিনিক
৭	হর্টিকালচার, ফ্লোরিকালচার, ফুলচাষ ও ফুল বাজারজাতকরণ
৮	নিউক্লিয়ার ও এনালাইটিক্যাল সেবা
৯	মানব সম্পদ উন্নয়ন, উচ্চমানের মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন নলেজ সোসাইটি
১০	বিভিন্ন ধরনের টেস্টিং ল্যাবরেটরি
১১	ফটোগ্রাফি
১২	টেলিকমিউনিকেশন
১৩	পরিবহণ ও যোগাযোগ
১৪	ওয়্যারহাউস
১৫	ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি
১৬	ফিলিং স্টেশন (প্রেট্রোল পাম্প, সি এন জি স্টেশন, কনভার্শন সেন্টার)
১৭	ট্যাংক টার্মিনাল
১৮	চেইন সুপার মার্কেট/শপিংমল
১৯	অটোমোবাইল সার্ভিসিং
২০	টেকনিক্যাল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটস
২১	দুগ্ধ ও পোল্ট্রি উৎপাদন এবং বিপণন
২২	বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প

নারী শিল্পোদ্যোক্তা : যদি কোন নারী 'ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্ত্বাধিকারি বা প্রোপ্রাইটর হন' কিংবা 'অংশিদারি প্রতিষ্ঠান' বা 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে' অন্যূন ৫১% অংশের মালিক হন তাহলে তিনি নারী শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন।[২৩] বাংলাদেশের মানব সম্পদের প্রায় অর্ধেক নারী এবং এ নারীর মূল অর্থনৈতিক ধারায় তথা সেবা, বাণিজ্য ও শিল্প খাতে ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কাজেই এ বিশাল মানব সম্পদকে অর্থনৈতিক ধারার সাথে সম্পৃক্ত করা খুবই জরুরি। তাই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এ লক্ষ্যেই এসএমই-এর আওতায় 'নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প' নামে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। এ প্রকল্প নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দেশের জিডিপিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়তা করছে।[২৪]

টেবিল-৫ : আইবিবিএল'র অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৃষিভিত্তিক শিল্প ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের খাতের তালিকা[২৫]

ক্রমিক	কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড ও কৃষিপণ্য/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের খাতসমূহ
১	প্রক্রিয়াকরণকৃত ফলজাত খাদ্য
২	ফল (টমেটো, আম, পেয়ারা, ইক্ষু, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, নারিকেল ইত্যাদি), শাক-সবজি, ডাল প্রক্রিয়াকরণ
৩	ব্রেড এন্ড বিস্কুট, সেমাই, লাচ্ছা, চানাচুর, নুডুলস ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ
৪	আটা, ময়দা, সুজি প্রস্তুতকরণ
৫	মাশরুম ও স্পাইরুলিনা (Spirulina)) প্রক্রিয়াকরণ
৬	স্টার্চ, গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ এবং অন্যান্য স্টার্চ পণ্য উৎপাদন
৭	দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ
৮	আলু থেকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য
৯	বিভিন্ন গুড়ো মসলা উৎপাদন
১০	ভোজ্য তেল পরিশোধন ও হাইড্রোজিনেশন
১১	লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ
১২	চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও হিমায়িতকরণ
১৩	হারবাল ও ভেষজ প্রসাধনী (Cosmetics) প্রস্তুতকরণ

২৩. 'ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইউনিটে অর্থ যোগান দেয়ার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঝুঁকির মোকাবেলায় সমপরিমাণ সম্পদ সিকিউরিটি হিসেবে বন্ধক রাখার প্রয়োজন হয় যা তাদের পক্ষে যোগাড় করা অসম্ভব। এ অবস্থায় তাদের উন্নয়ন প্রসার বিঘ্নিত হয়, যদিও বেকারত্ব হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সম্ভাবনা তাদের মধ্যে লুকায়িত রয়েছে। ব্যাংকগুলোর অর্থ মূলত ধনীদের কাছেই যায় যারা সহজেই সমপরিমাণ সম্পদ বন্ধক রাখতে পারে। এতে তাদের তেমন কোন অসুবিধা হয় না। কারণ তাদের যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে। এ ব্যাপারে মিশান ঠিকই বলেছেন, বিত্তের ব্যবধান রয়েছে এমতাবস্থায় এটা অযৌক্তিক যে ঋণদাতা সম্বলহীনকে ঐ পরিমাণ ঋণ একই শর্তে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে যে পরিমাণ ঋণ সে সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তিকে দিতে পারে।' দ্র. ই, এস, মিশান, *কস্ট বেনিফিট এনালঅইসিস : এন ইনট্রোডাকশন*(নিউইয়র্ক : প্রেগার, ১৯৭১), পৃ. ২০৫

২৪. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২*, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

২৫. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

ক্রমিক	কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড ও কৃষিপণ্য/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের খাতসমূহ
১৪	ইউনানি আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতকরণ
১৫	হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু এবং মাছের জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুতকরণ
১৬	বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ
১৭	পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণ
১৮	রেশম বস্ত্র ও বস্ত্র উৎপাদন
১৯	কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে সহায়ক যন্ত্র শিল্প স্থাপন, মেরামত প্রভৃতি
২০	চাল, মুড়ি, চিড়া, খৈ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ
২১	সুগন্ধি চাল উৎপাদন
২২	চা প্রক্রিয়াকরণ
২৩	নারিকেল তৈল প্রস্তুতকরণ
২৪	রাবার টেপ, লাক্ষা প্রক্রিয়াজাতকরণ
২৫	কোল্ড স্টোরেজ
২৬	কাঁঠ, বাঁশ ও বেতের আসবাব তৈরি/উৎপাদন (কুটির শিল্প ছাড়া) এবং তামা-কাঁসার সরঞ্জামাদি তৈরি
২৭	ফুল সংরক্ষণ ও রপ্তানি
২৮	মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ
২৯	জৈব সার, মিশ্র সার, গুটি ইউরিয়া ইত্যাদি তৈরি
৩০	বায়োপেস্টিসাইড, নিম উৎপাদিত পেস্টিসাইড ইত্যাদি তৈরি
৩১	মৌমাছি চাষ/মধু তৈরি
৩২	পার্টিকেল বোর্ড
৩৩	চিনি ও অন্যান্য মিষ্টিকারক পণ্য
৩৪	সয়াফুড উৎপাদন ও সয়াবিন প্রসেসিং
৩৫	সরিষা তৈল প্রস্তুতকারী শিল্প (যদি দেশিয় সরিষা ব্যবহৃত হয়)
৩৬	রাবারজাত দ্রব্যাদি তৈরির প্রকল্প

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড উল্লিখিত খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদানে আগ্রহী। এরপরও ঝুঁকি ও আয় ভাগ করে নেয়ার ইসলামী কাঠামোতে ইসলামী ব্যাংক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলোতে বড় ধরনের মুনাফা অর্জনের সুপ্রতিষ্ঠিত সামর্থ রয়েছে। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ক্ষুদ্র কারবারি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতি ইউনিট পুঁজি ব্যবহারের জন্য প্রকৃত আয় ও মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে অধিকতর ভাল রেকর্ড করেছে এবং সে সকল দেশে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিতও করা হয়েছে।[২৬] তাই উক্ত খাতসমূহে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করলে জাতীয় শিল্পায়নে আরো অগ্রগতি হবে, দেশের চলমান বেকারত্ব অনেকাংশে লাঘব হবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা যায়।

২৬. আলান ফ্রাইডম্যান, *ইটালিয়ান স্মল বিজনেস : দি ব্যাকবোন অব দি ইকনোমি এক্সপ্লোরড*(নিউইয়র্ক : ফিন্যানসিয়াল টাইমস, ২৯ এপ্রিল ১৯৮৭), পৃ. ১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিল্পায়নে অবহেলিত খাতসমূহ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড শিল্প খাতে বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। শিল্পের দৃষ্টিতে শিল্প হলেও যেসব খাতে আপামর জনসাধারণের কল্যাণ নেই, আইনি জটিলতা ও বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণারোপ করা আছে কিংবা ব্যাংক বিনিয়োগের ঝুঁকি বেশি মনে করে, সেসব খাতে এ ব্যাংক অর্থায়ন করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। শিল্পায়নের সংজ্ঞার আলোকে শিল্প হলেও নীতি ও পদ্ধতিগত কারণে ইসলামী ব্যাংক অনেক শিল্প খাতে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকে। নিম্নে ইসলামী ব্যাংকের নিকট অবহেলিত শিল্পখাতসমূহ উল্লেখ করা হলো :

নিয়ন্ত্রিত শিল্পসমূহ :

১. প্রাকৃতিক/খনিজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে, দেশের স্বার্থে সেবামূলক/বিনোদনমূলক কিছু শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সরকারের যথাযথ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি হুমকির কারণ হতে পারে বা অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন সকল শিল্প সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের অনুমোদন/ অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে বেসরকারি খাতে স্থাপন করা হয়। সরকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে নিয়ন্ত্রিত শিল্পের তালিকা তৈরি করে। তাছাড়া, বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্পের ক্ষেত্রে Private Sector Infrastructure Guidelines-এর উল্লিখিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়।

২. নিয়ন্ত্রিত শিল্পের ক্ষেত্রে সরকার যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্পে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ইক্যুইটির হার নির্ধারণ করে থাকে।

৩. জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ যৌক্তিক কারণে নিয়ন্ত্রিত শিল্পের তালিকা সময় সময় সংকোচন বা সম্প্রসারণ করে থাকে।

৪. নিয়ন্ত্রিত তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের অনুমোদন/ অনাপত্তি না পাওয়া পর্যন্ত শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষ যেমন বিনিয়োগ বোর্ড, বিসিক, বেপজা শিল্প স্থাপনের জন্য নিবন্ধন দিতে পারে না।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড উল্লিখিত কারণ বিদ্যমান থাকায় নিম্নের সারণিবদ্ধ খাতসমূহে অর্থায়নে সর্বদা অনাগ্রহ প্রকাশ করে :

টেবিল-৬ : নিয়ন্ত্রিত শিল্পের তালিকা

ক্রমিক	শিল্পায়নে অবহেলিত খাতসমূহ
১	যন্ত্রচালিত ট্রলারযোগে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শিল্প
২	বেসরকারি খাতে ব্যাংক/আর্থিক শিল্প
৩	বেসরকারি খাতে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি
৪	বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্পসমূহ
৫	প্রাকৃতিক গ্যাস/তৈল অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প
৬	কয়লা অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প
৭	অন্যান্য প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প

ক্রমিক	**শিল্পায়নে অবহেলিত খাতসমূহ**
৮	বৃহৎ জাতীয় অবকাঠামো প্রকল্প
৯	ক্রুড অয়েল রিফাইনারি (জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত)/ব্যবহৃত লুব অয়েল রিসাইক্লিং/রিফাইনিং
১০	কাঁচামাল হিসেবে দেশিয় প্রাকৃতিক গ্যাস/কনডেনসেট ও অন্যান্য খনিজ ব্যবহৃত মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান
১১	টেলিকমিউনিকেশন সেবা শিল্প (মোবাইল/সেলুলার এবং ল্যান্ড ফোন)
১২	স্যাটেলাইট চ্যানেল
১৩	কার্গো/যাত্রী পরিবহন বিমান
১৪	সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল
১৫	সমুদ্র বন্দর/গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন
১৬	সৈকত বালি থেকে আহরিত ভারী খনিজ নির্ভর শিল্প স্থাপন ও আহরণ
	পর্যটন শিল্পসমূহ
১৭	বেসরকারি পর্যটন কেন্দ্র
১৮	হোটেল/মোটেল/কটেজ/হানটিং লজ/হলিডে হোম ইত্যাদি
১৯	সকল প্রকার রাইডস
২০	থীম পার্ক
২১	ট্যুরিষ্ট রিসোর্ট
২২	এ্যামিউজমেন্ট পার্ক
২৩	ফ্যামিলি ফান এন্ড গেইমস
২৪	পিকনিক স্পট
২৫	স্যুটিং স্পট
২৬	হেলথ ক্লাব
২৭	চিলড্রেন পার্ক
২৮	দেশিয় সংস্কৃতি ভিত্তিক নৃত্য ও অন্যান্য প্রদর্শনীর জন্য স্থায়ী মঞ্চ
২৯	বার্ডস/বাটার ফ্লাই পার্ক
৩০	সাফারী পার্ক/চিড়িয়াখানা
৩১	নৌ ও সমূদ্র কুজিন
৩২	সী-সাইড এক্যুরিয়াম
৩৩	সাইট সিয়িং ট্যুর

উল্লিখিত খাতসমূহে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বিনিয়োগ প্রদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। কারণ উক্ত খাতসমূহের কোনটিতে রয়েছে আইনি জটিলতা, কোনটিতে রয়েছে উচ্চ বিনিয়োগ ঝুঁকি, কোনটিতে রয়েছে জনকল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের দিকটি অধিক।[২৭] তাই কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড উৎপাদনমুখী ও

২৭. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগনীতি, ইনভেস্টমেন্ট এডমিনিস্ট্রেশন উইং, আইবিবিএল, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী।

জনকল্যাণমুখী শিল্প খাতসমূহেই শুধুমাত্র অর্থায়নে প্রাধান্য দিতে আগ্রহী; অন্য ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করে না।

পঞ্চম অধ্যায়

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও সমাধান : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবিক পরিচালিত একটি ভিন্ন ধারার ব্যাংকব্যবস্থা। বাংলাদেশের শিল্পায়নে এ ব্যাংকের রয়েছে ইসলামী শারী'আহ্ সম্মত নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও পদ্ধতি। এসব নীতি ও পদ্ধতির আলোকে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সমস্ত বিষয়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এ কর্মরত নির্বাহী, কর্মকর্তাবৃন্দ ও গ্রাহকসাধারণ তাদের মনে লুকিয়ে রেখেছেন অনেক ভাবনা। তাদের সেসব ভাবনা ও দৃষ্টিকোণ ইসলামী ব্যাংককে আজ বর্তমান স্থানে উপনীত করেছে।

জরিপের উদ্দেশ্য : ইসলামী ব্যাংক শারী'আতের নীতিমালা অনুসরণ করে দেশের শিল্পায়নে ব্যাপকহারে অর্থায়নের মাধ্যমেই বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার মধ্যে একটি ভিন্নতর স্থান দখল করেছে। কৃষিপ্রধান দেশে ইসলামী ব্যাংক কিভাবে শিল্পায়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে এমন অবদান রেখেছে এসব বিষয়ে ব্যাংকার ও সাধারণ গ্রাহকগণ কতটুকু জানেন এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে এ জরিপ চালানো হয়েছে।

জরিপ পদ্ধতি : এটি একটি প্রাথমিক গবেষণা জরিপ। ২০১৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি হতে ১০ মার্চ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিভিন্ন শাখায় কর্মরত ৮০ জন নির্বাহী/ কর্মকর্তা ও ৮০ জন বিনিয়োগ গ্রাহক-এর উপর এ জরিপ চালানো হয়েছে। প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর আলোকে গৃহীত বক্তব্য সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে সারণিবদ্ধভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সারণির নিচে উপাত্ত বিশ্লেষণও করা হয়েছে।

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও সমাধান : ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এ কর্মরত ব্যাংকারগণ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে বাংলাদেশের শিল্পায়নের বিভিন্ন খাতে অর্থায়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। অভিজ্ঞ ব্যাংকারগণ তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার আলোকে ইসলামী ব্যাংককে সামনে আরো বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ়তার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রশ্নমালার এ অংশে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিভিন্ন শাখায় কর্মরত ব্যাংকারগণের গভীর দৃষ্টিভঙ্গি জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখানে সম্মানিত ব্যাংকারগণের সামনে ২৫টি প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছিল যার প্রথম ৩টি প্রশ্ন ছিল যথাক্রমে উত্তরদানকারির নাম, পদবী ও কর্মস্থলের ঠিকানা সম্পর্কিত। নিচে প্রশ্নমালার আলোকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণসহ উপস্থাপিত হলো :

সারণি-১ : ব্যাংকারগণের বয়স/জন্ম তারিখ সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)*	শতকরা হার (%)
বয়স/জন্ম তারিখ	৫০ বছর ও তদুর্ধ্ব	১১	১৩.৭৫
	৩০-৫০ বছর	৬০	৭৫.০০
	২০-৩০ বছর	৯	১১.২৫
	২০ বছরের নিচে	-	-
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

* N = গবেষণার অন্তর্ভূক্ত জনসংখ্যার সংখ্যা

প্রশ্নমালার উপরোক্ত ৪নং প্রশ্নে উত্তরের জন্য কোন নির্দেশনা ছিল না। উত্তরদাতাগণের প্রদত্ত বয়স/জন্ম তারিখ থেকেই পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে। উপরোক্ত ১ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারি ৮০ জন ব্যাংকারের মধ্যে সর্বোচ্ছ শতকরা ৭৫ ভাগের বয়স ৩০-৫০ বছরের মধ্যে, ১৩.৭৫ ভাগের বয়স ৫০ বছরের ঊর্ধে ও ১১.২৫ ভাগের বয়স ২০-৩০ বছরের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, জরিপে অংশগ্রহণকারি ব্যাংকারগণের মধ্যে কারো বয়স ২০ বছরের নিচে ছিল না।

সারণি-২ : ব্যাংকারগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এস.এস.সি	-	-
	এইচ.এস.সি	৬	৭.৫০
	গ্রাজুয়েট	১০	১২.৫০
	পোস্ট গ্রাজুয়েট	৬১	৭৬.২৫
	অন্যান্য	৩	৩.৭৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ২নং সারণিতে ব্যাংকারগণের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার ৫নং প্রশ্নে উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ৮০ জন ব্যাংকারের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৬.২৫% পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী, ১২.৫০% গ্রাজুয়েট, ৭.৫০% এইচ.এস.সি ও ৩.৭৫% অন্যান্য ডিগ্রিধারী। উল্লেখ যে, জরিপে অংশগ্রহণকারি ব্যাংকারগণের মধ্যে কেউই শুধুমাত্র এস.এস.সি পাশ ছিলেন না।

সারণি-৩ : ব্যাংকারগণের ইসলামী ব্যাংকে চাকুরি করার কারণ সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
আপনি ইসলামী ব্যাংকে চাকুরী করছেন কেন?	চাকুরির উদ্দেশ্যে	২	২.৫০
	ভাল সুযোগ-সুবিধার জন্য	৩	৩.৭৫
	ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে অংশ নিতে	৭৫	৯৩.৭৫
	কোনটিই নয়	-	-
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারি ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯৩.৭৫% ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে অংশ নিতে, ৩.৭৫% ভাল সুযোগ-সুবিধার জন্য ও ২.৫০% চাকুরির উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত আছেন। কোনটিই নয় বিষয়ে কেউই মতামত ব্যক্ত করেননি।

সারণি-৪ : ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন?	সম্পূর্ণ	৪৯	৬১.২৫
	মোটামুটি	২০	২৫.০০
	স্বল্প	৯	১১.২৫
	তেমন অবহিত নই	১	১.২৫
	মন্তব্য নেই	১	১.২৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৪নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত আছেন সর্বোচ্চ ৬১.২৫% সম্পূর্ণ, ২৫.০০% মোটামুটি, ১১.২৫% স্বল্প, ১.২৫% তেমন অবহিত নই ও ১.২৫% মন্তব্য নেই।

সারণি-৫ : বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল কতখানি ভূমিকা রাখছে?	অনেক	৫৩	৬৬.২৫
	মোটামুটি	২২	২৭.৫০
	স্বল্প	৩	৩.৭৫
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	১	১.২৫
	মন্তব্য নেই	১	১.২৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৫নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর ভূমিকা অনেক বলে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৬৬.২৫%, মোটামুটি ২৭.৫০%, স্বল্প ৩.৭৫%, তেমন ভূমিকা রাখছে না ১.২৫% ও মন্তব্য নেই ১.২৫% ব্যাংকার।

সারণি-৬ : বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল এর তুলনায় অন্যান্য ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসেবে আইবিবিএল এর তুলনায় অন্যান্য ব্যাংকের ভূমিকা কেমন?	অনেক	২	২.৫০
	মোটামুটি	২০	২৫.০০
	স্বল্প	৫৩	৬৬.২৫
	তেমন ভূমিকা নেই	৩	৩.৭৫
	মন্তব্য নেই	২	২.৫০
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৬নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল এর তুলনায় অন্যান্য ব্যাংকের ভূমিকা স্বল্প বলে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৬৬.২৫%, মোটামুটি ২৫%, তেমন ভূমিকা নেই ৩.৭৫%, অনেক ২.৫০% ও মন্তব্য নেই ২.৫০% ব্যাংকার।

সারণি-৭ : বিনিয়োগ গ্রাহকগণকে কোন্ ধরনের বিনিয়োগ প্রদানে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
বিনিয়োগ গ্রাহকদেরকে কোন ধরনের বিনিয়োগ প্রদানে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন?	বায়' মুরাবাহা	২০	২৫.০০
	বায়' মুয়াজ্জাল	৪	৫.০০
	এইচপিএসএম	৪৮	৬০.০০
	বায়' সালাম	৩	৩.৭৫
	মুশারাকা	৫	৬.২৫

মোট	**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগ গ্রাহকগণকে বিনিয়োগ প্রদানে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এইচপিএসএম পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ৬০%, বায়' মুরাবাহাতে ২৫%, মুশারাকাতে ৬.২৫%, বায়' মুয়াজ্জালে ৫% ও বায়' সালামে ৩.৭৫% ব্যাংকার।

সারণি-৮ : জাতীয় উন্নয়নের জন্য কোন্ ধরনের খাত বেশী অবদান রাখছে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
জাতীয় উন্নয়নের জন্য কোন্ ধরনের খাত বেশী অবদান রাখছে বলে আপনি মনে করেন?	ক্ষুদ্র	১২	১৫.০০
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি	২০	২৫.০০
	কর্পোরেট	৪০	৫০.০০
	অন্যান্য	৬	৭.৫০
	মন্তব্য নেই	২	২.৫০
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৮নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে জাতীয় উন্নয়নের জন্য যেসব খাত অবদান রাখছে সে সম্পর্কে সর্বোচ্চ ৫০% মত ব্যক্ত করেছেন কর্পোরেট খাত, ২৫% ক্ষুদ্র ও মাঝারি, ১৫% ক্ষুদ্র, ৭.৫০% অন্যান্য খাত ও ২.৫০% মন্তব্য নেই।

সারণি-৯ : পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগে আইবিবিএল-এর ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগে আইবিবিএল কতখানি ভূমিকা রাখছে?	অনেক	৮	১০.০০
	মোটামুটি	৪৮	৬০.০০
	স্বল্প	২০	২৫.০০
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	১	১.২৫
	মন্তব্য নেই	৩	৩.৭৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৯নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারি ব্যাংকারগণের মধ্যে পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগে আইবিবিএল-এর ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন সর্বোচ্চ ৬০% মোটামুটি, ২৫% স্বল্প, অনেক ১০%, মন্তব্য নেই ৩.৭৫% ও তেমন ভূমিকা রাখছে না ১.২৫%।

সারণি-১০ : প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে আইবিবিএল এর বিনিয়োগ কতখানি পৌঁছেছে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে আইবিবিএল এর বিনিয়োগ কতখানি পৌঁছেছে?	পর্যাপ্ত	১২	১৫.০০
	মোটামুটি	১৪	১৭.৫০
	স্বল্প	৪৮	৬০.০০
	মোটেওনা	২	২.৫০

	মন্তব্য নেই	৪	৫.০০
	মোট	**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ১০নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে আইবিবিএলের বিনিয়োগ পৌঁছা সম্পর্কে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৬০% স্বল্প, ১৭.৫০% মোটামুটি, ১৫% পর্যাপ্ত, মন্তব্য নেই ৫% ও মোটেওনা ২.৫০% ।

সারণি-১১ : বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকারগণের সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	**নির্দেশিত উত্তরমালা**	**গণসংখ্যা (N = ৮০)**	**শতকরা হার (%)**
বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন?	গ্রাহকের অসহযোগিতা	২৩	২৮.৭৫
	দীর্ঘসূত্রিতা	১৫	১৮.৭৫
	চাপ প্রয়োগ	২	২.৫০
	কোন সমস্যা নেই	৩৯	৪৮.৭৫
	মন্তব্য নেই	১	১.২৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ১১নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকারগণের সমস্যা সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাপারে জরিপে অংশগ্রহণকারি ব্যাংকারগণের মধ্যে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৪৮.৭৫% কোন সমস্যা নেই, ২৮.৭৫% গ্রাহকের অসহযোগিতা, ১৮.৭৫% দীর্ঘসূত্রিতা, চাপ প্রয়োগ ২.৫০% ও মন্তব্য ১.২৫% ।

সারণি-১২ : বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকারগণের সমস্যা সমাধানে করণীয় সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	**নির্দেশিত উত্তরমালা**	**গণসংখ্যা (N = ৮০)**	**শতকরা হার (%)**
১৪ নং প্রশ্নে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে করণীয় কি?	গ্রাহকদেরকে মোটিভেশন	১১	১৩.৭৫
	দ্রুত সেবা প্রদান	১৭	২১.৭৫
	যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান	৪৮	৬০.০০
	কোন সমস্যা নেই	১	৩.৭৫
	মন্তব্য নেই	৩	১.২৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ১২নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকারগণের সমস্যা সমাধানে করণীয় সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬০% যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, ২১.৭৫% দ্রুত সেবা প্রদান, ১৩.৭৫% গ্রাহকগণের মোটিভেশন, ৩.৭৫% কোন সমস্যা নেই ও ১.২৫% মন্তব্য নেই।

সারণি-১৩ : শিল্পের যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অধিকতর জরুরি সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	**নির্দেশিত উত্তরমালা**	**গণসংখ্যা (N = ৮০)**	**শতকরা হার (%)**
কোন ধরনের শিল্পে বিনিয়োগ অধিকতর জরুরি	গার্মেন্টস	৪৮	৬০.০০
	টেক্সটাইল	১৬	২০.০০

বলে আপনি মনে করেন?	চামড়া শিল্প	৪	৫.০০
	সকল শিল্প	১০	১২.৫০
	মন্তব্য নেই	২	২.৫০
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত **১৩**নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ব্যাংকারগণ শিল্পের যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অধিকতর জরুরী সে সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে সর্বোচ্চ ৬০% গার্মেন্টস, ২০% টেক্সটাইল, ১২.৫০% সকল শিল্প, ৫% চামড়া শিল্প ও ২.৫০% মন্তব্য নেই।

সারণি-১৪ : শিল্পায়নের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামী ব্যাংকিং-এ অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর সফলতা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	**নির্দেশিত উত্তরমালা**	**গণসংখ্যা (N = ৮০)**	**শতকরা হার (%)**
শিল্পায়নের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামী ব্যাংকিং-এ অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে আইবিবিএল কতখানি সফল?	অনেক	৪৮	৬০.০০
	মোটামুটি	১০	১২.৫০
	স্বল্প	২০	২৫.০০
	মোটেও সফল নয়	-	-
	মন্তব্য নেই	২	২.৫০
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত **১৪**নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পায়নের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামী ব্যাংকিং-এ অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর সফলতা সংক্রান্ত বিষয়ে জরিপে অংশগ্রহণকারি ব্যাংকারগণের মধ্যে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৬০% অনেক, ২৫% স্বল্প, ১২.৫০% মোটামুটি ও ২.৫০% মন্তব্য নেই। তবে মোটেও সফল নয় বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেনি।

সারণি-১৫ : রুগ্ন শিল্পকে এর অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য আইবিবিএল-এর ভূমিকা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	**নির্দেশিত উত্তরমালা**	**গণসংখ্যা (N = ৮০)**	**শতকরা হার (%)**
কোন শিল্প রুগ্ন অবস্থায় পতিত হলে তা থেকে উত্তরণের জন্য আইবিবিএল-এর ভূমিকা কতখানি যথার্থ মনে করেন?	অনেক	৮	১০.০০
	মোটামুটি	৪৩	৫৩.৭৫
	স্বল্প	২৪	৩০.০০
	মোটেও যথার্থ নয়	২	২.৫০
	মন্তব্য নেই	৩	৩.৭৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত **১৫**নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ব্যাংকারগণ রুগ্ন শিল্পকে এর অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য আইবিবিএল-এর ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৫৩.৭৫% মোটামুটি, ৩০% স্বল্প, ১০% অনেক, ৩.৭৫% মন্তব্য নেই ও ২.৫০% মোটেও যথার্থ নয়।

সারণি-১৬ : শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে আইবিবিএল দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যে ভূমিকা রাখছে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	**নির্দেশিত উত্তরমালা**	**গণসংখ্যা (N = ৮০)**	**শতকরা হার (%)**
শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে	অনেক	৪৮	৬০.০০

আইবিবিএল দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কতখানি ভূমিকা রাখছে?	মোটামুটি	১৬	২০.০০
	স্বল্প	১২	১৫.০০
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	১	১.২৫
	মন্তব্য নেই	৩	৩.৭৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ১৬নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে আইবিবিএল দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যে ভূমিকা রাখছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারি ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬০% অনেক, ২০% মোটামুটি, ১৫% স্বল্প, ৩.৭৫% মন্তব্য নেই ও তেমন ভূমিকা রাখছে না ১.২৫%।

সারণি-১৭ : শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে আইবিবিএল-এর ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে আইবিবিএল কতখানি ভূমিকা রাখছে?	অনেক	৩৬	৪৫.০০
	মোটামুটি	২৪	৩০.০০
	স্বল্প	১৬	২০.০০
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	-	-
	মন্তব্য নেই	৪	৫.০০
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ১৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে আইবিবিএল-এর ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়ে মত দিয়েছেন উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৫% অনেক, ৩০% মোটামুটি ও ২০% স্বল্প ও মন্তব্য নেই ৫%। এ অংশেও তেমন ভূমিকা রাখছে না প্রশ্নে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-১৮ : শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কতখানি ওয়াকিফহাল সে সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কতখানি ওয়াকিফহাল?	অনেক	৪৫	৫৬.২৫
	মোটামুটি	২৪	৩০.০০
	স্বল্প	৮	১০.০০
	তেমন ওয়াকিফহাল নয়	২	২.৫০
	মন্তব্য নেই	১	১.২৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ১৮নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কতখানি ওয়াকিফহাল সে সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারি ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৬.২৫% অনেক, ৩০% মোটামুটি, ১০% স্বল্প, তেমন ওয়াকিফহাল নয় ২.৫০% ও মন্তব্য নেই ১.২৫%।

সারণি-১৯ : শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর বিনিয়োগ টার্গেট/লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যাংক-এর আন্তরিকতা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর বিনিয়োগ টার্গেট/লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যাংক কতখানি আন্তরিক?	অনেক	৪৮	৬০.০০
	মোটামুটি	২০	২৫.০০
	স্বল্প	১০	১২.৫০
	মোটেও আন্তরিক নয়	-	-
	মন্তব্য নেই	২	২.৫০
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ১৯নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর বিনিয়োগ টার্গেট/লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যাংক-এর আন্তরিকতা সংক্রান্ত বিষয়ে মত দিয়েছেন উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬০% অনেক, ২৫% মোটামুটি ও ১২.৫০% স্বল্প ও মন্তব্য নেই ২.৫০%। উক্ত বিষয়ে মোটেও আন্তরিক নয় প্রশ্নে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-২০ : বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহকদের সমস্যাসমূহ সমাধানের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর আন্তরিকতা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহকদের সমস্যাসমূহ সমাধানের ক্ষেত্রে আইবিবিএল কতখানি আন্তরিক?	যথেষ্ট আন্তরিক	৫২	৬৫.০০
	মোটামুটি	১৬	২০.০০
	স্বল্প	১১	১৩.৭৫
	মোটেও আন্তরিক নয়	-	-
	মন্তব্য নেই	১	১.২৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ২০নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহকদের সমস্যাসমূহ সমাধানের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর আন্তরিকতা সম্পর্কিত বিষয়ে মত দিয়েছেন উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে ৬৫% যথেষ্ট আন্তরিক, ২০% মোটামুটি, ১৩.৭৫% স্বল্প ও ১.২৫% মন্তব্য নেই। এ অংশেও মোটেও আন্তরিক নয় বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-২১ : বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আইবিবিএল-এর সক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আইবিবিএল কতখানি সক্ষম?	পুরোপুরি সক্ষম	৮	১০.০০
	মোটামুটি সক্ষম	৪৭	৫৮.৭৫
	স্বল্প সক্ষম	২৪	৩০.০০
	মোটেও সক্ষম নয়	-	-
	মন্তব্য নেই	১	১.২৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ২১নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারি ব্যাংকারগণ বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আইবিবিএল-এর সক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৫৮.৭৫% মোটামুটি, ৩০% স্বল্প সক্ষম, ১০% পুরোপুরি সক্ষম ও মন্তব্য নেই ১.২৫%। মোটেও সক্ষম নয় বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-২২ : ব্যাংকে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা দূর করার পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
ব্যাংকে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা কীভাবে দূর করা যায়?	ইসলামী অর্থনীতি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে	১২	১৫.০০
	ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রতিষ্ঠা করে	১৬	২০.০০
	পরিচালকগণের সদিচ্ছার উন্নয়ন ঘটিয়ে	৪	৫.০০
	উপরের সবগুলো	৪৬	৫৭.৫০
	মন্তব্য নেই	২	২.৫০
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ২২নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাংকে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা দূর করার পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারি ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৭.৫০% উপরের সবগুলো, ২০% ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রতিষ্ঠা করে, ১৫% ইসলামী অর্থনীতি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে, ৫% পরিচালকগণের সদিচ্ছার উন্নয়ন ঘটিয়ে ও ২.৫০% মন্তব্য নেই।

পরিশেষে বলা যায় যে, গবেষণাকর্ম বাস্তবমুখী করার জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত ৮০ জন সম্মানিত নির্বাহি/কর্মকর্তা/কর্মচারির নিকট পৌঁছা সম্ভব হয়েছে। জরিপে দেখা গেছে অধিকাংশ ব্যাংকারের বয়স ৩০-৫০ বছর সীমার মধ্যে ছিল (দ্র. সারণি-১) এবং তাদের সর্বোচ্চ সংখ্যক পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারি (দ্র. সারণি-২)। এ ব্যাংকারগণের মূল্যবান মতামতের আলোকে জানা গেছে বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল'র ভূমিকা অনেক (দ্র. সারণি-৫)। তবে এরপরও তারা আশাবাদি আইবিবিএল যদি কর্পোরেট সেক্টর, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়নে গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, চামড়া (দ্র. সারণি-১৩) প্রভৃতি শিল্পে অর্থায়ন আরো জোরদার করে তাহলে বাংলাদেশের শিল্পায়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও সমাধান : গ্রাহক দৃষ্টিকোণ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর গ্রাহকগণ ব্যাংকারগণের পাশাপাশি ব্যাংকের শিল্পায়নের অগ্রগতিতে যথেষ্ঠ অবদান রেখে চলেছে। নতুন ও পুরাতন শিল্পোদ্যক্তাগণ ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করে নতুনভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন, পুরাতন প্রতিষ্ঠানকে করছেন গতিশীল। প্রশ্নমালার এ অংশে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিভিন্ন শাখা থেকে বিনিয়োগ গ্রহণকারি সম্মানিত গ্রাহকগণের গভীর দৃষ্টিভঙ্গি জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখানে সম্মানিত গ্রাহকগণের সামনে ২৫টি প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছিল যার প্রথম ৩টি প্রশ্ন ছিল যথাক্রমে মতামত ব্যক্তকারি গ্রাহকের নাম, ব্যবসায়িক ঠিকানা ও বিনিয়োগকারি শাখা সম্পর্কিত। ৪র্থ প্রশ্ন ছিল উত্তরদাতার বয়স/জন্ম তারিখ সম্পর্কিত, যেটা তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। নিচে প্রশ্নমালার আলোকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণসহ উপস্থাপিত হলো :

সারণি-২৩ : গ্রাহকগণের বয়স/জন্ম তারিখ সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)*	শতকরা হার (%)
বয়স/জন্ম তারিখ	৫০ বছর ও তদুর্দ্ধ	৩২	৪০.০০
	৩০-৫০ বছর	৪১	৫১.২৫
	২০-৩০ বছর	৭	৮.৭৫
	২০ বছরের নিচে	-	-
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

* **N** = গবেষণার অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যার সংখ্যা

বিনিয়োগ গ্রাহকগণের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার উপরোক্ত ৪নং প্রশ্নে উত্তরের জন্য কোন নির্দেশনা ছিল না। উত্তরদাতাগণের প্রদত্ত বয়স/জন্ম তারিখ থেকেই পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে। উপরোক্ত ২৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারি ৮০ জন গ্রাহকের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫১.২৫% মত দিয়েছেন ৩০-৫০ বছর বয়সের মধ্যে, ৪০% উত্তর দিয়েছেন ৫০ বছর ও তদুর্দ্ধ এবং ৮.৭৫% উত্তর দিয়েছেন ২০-৩০ বছর বয়সের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, জরিপে অংশগ্রহণকারি গ্রাহকগণের মধ্যে কারো বয়স ২০ বছরের নিচে ছিল না।

সারণি-২৪ : গ্রাহকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এস.এস.সি	৭	৮.৭৫
	এইচ.এস.সি	১২	১৫.০০
	গ্রাজুয়েট	২২	২৭.৫০
	পোস্ট গ্রাজুয়েট	৩৩	৪১.২৫
	অন্যান্য	৬	৭.৫০

মোট	**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ২৪নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগ গ্রাহকদের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার ৫নং প্রশ্নে উত্তরদাতা গ্রাহকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪১.২৫% পোস্ট গ্রাজুয়েট, ২৭.৫০% গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী, ১৫% এইচ.এস.সি, ৮.৭৫% এস.এস.সি ও ৭.৫০% অন্যান্য।

সারণি-২৫ : গ্রাহকগণের ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ গ্রহণের কারণ সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	**নির্দেশিত উত্তরমালা**	**গণসংখ্যা (N = ৮০)**	**শতকরা হার (%)**
আপনি ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করেছেন কেন?	অন্য ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ সুবিধা না পাওয়ায়	৮	১০.০০
	ভাল সুযোগ-সুবিধার জন্য	১৬	২০.০০
	ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে অংশ নিতে	৪০	৫৫.০০
	কোনটিই নয়	৫	৬.২৫
	মন্তব্য নেই	৭	৮.৭৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ২৫নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ গ্রহণের কারণ সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তরদাতা গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৫% ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে অংশ নিতে, ২০% ভাল সুযোগ-সুবিধার জন্য, ১০% অন্য ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ সুবিধা না পাওয়ায়, ৮.৭৫% মন্তব্য নেই ও ৬.২৫% কোনটিই নয়।

সারণি-২৬ : ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	**নির্দেশিত উত্তরমালা**	**গণসংখ্যা (N = ৮০)**	**শতকরা হার (%)**
ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন?	সম্পূর্ণ	২	২.৫০
	মোটামুটি	৩৪	৪২.৫০
	স্বল্প	৮	১০.০০
	তেমন অবহিত নই	২৬	৩২.৫০
	মন্তব্য নেই	১০	১২.৫০
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ২৬নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কিত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারি গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪২.৫০% মোটামুটি, ৩২.৫০% তেমন অবহিত নই, ১২.৫০% মন্তব্য নেই, ১০% স্বল্প ও ২.৫০% সম্পূর্ণ।

সারণি-২৭ : বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল কতখানি ভূমিকা রাখছে?	অনেক	২০	২৫.০০
	মোটামুটি	৪৫	৫৬.২৫
	স্বল্প	১২	১৫.০০
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	-	-
	মন্তব্য নেই	৩	৩.৭৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ২৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৬.২৫% মোটামুটি, ২৫% অনেক, ১৫% স্বল্প ও ৩.৭৫% মন্তব্য নেই। তেমন ভূমিকা রাখছে না বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-২৮ : বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল এর তুলনায় অন্যান্য ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসেবে আইবিবিএল এর তুলনায় অন্যান্য ব্যাংকের ভূমিকা কেমন?	অনেক	১	১.২৫
	মোটামুটি	৮	১০.০০
	স্বল্প	৫০	৬২.৫০
	তেমন ভূমিকা নেই	১৮	২২.৫০
	মন্তব্য নেই	৩	৩.৭৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ২৮নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল এর তুলনায় অন্যান্য ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬২.৫০% স্বল্প, ২২.৫০% তেমন ভূমিকা নেই, ১০% মোটামুটি, ৩.৭৫% মন্তব্য নেই ও ১.২৫% অনেক।

সারণি-২৯ : ইসলামী ব্যাংক থেকে গ্রাহকগণ কোন্ ধরনের বিনিয়োগ গ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
কোন্ ধরনের বিনিয়োগ গ্রহণ করতে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন?	বায়‘ মুরাবাহা	২০	২৫.০০
	বায়‘ মুয়াজ্জাল	৪	৫.০০
	এইচপিএসএম	৪০	৫০.০০
	বায়‘ সালাম	১১	১৩.৭৫
	মুশারাকা	৫	৬.২৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ২৯নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামী ব্যাংক থেকে গ্রাহকগণ কোন্ ধরনের বিনিয়োগ গ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সে সম্পর্কিত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০% এইচপিএসএম, ২৫% বায়' মুরবাহা, ১৩.৭৫% বায়' সালাম, ৬.২৫% মুশারাকা ও ৫% বায়' মুয়াজ্জাল।

সারণি-৩০ : জাতীয় উন্নয়নের জন্য কোন্ ধরনের খাত বেশি অবদান রাখছে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
জাতীয় উন্নয়নের জন্য কোন্ ধরনের খাত বেশি অবদান রাখছে বলে আপনি মনে করেন?	ক্ষুদ্র	৮	১০.০০
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি	২৮	৩৫.০০
	কর্পোরেট	৪০	৫০.০০
	অন্যান্য	৩	৩.৭৫
	মন্তব্য নেই	১	১.২৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৩০নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় উন্নয়নের জন্য কোন্ ধরনের খাত বেশি অবদান রাখছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর প্রদান করেছেন জরিপে অংশগ্রহণকারি গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০% কর্পোরেট, ৩৫% ক্ষুদ্র ও মাঝারি, ১০% ক্ষুদ্র, ৩.৭৫% অন্যান্য ও ১.২৫% মন্তব্য নেই।

সারণি-৩১ : পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগে আইবিবিএল-এর ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগে আইবিবিএল কতখানি ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন?	অনেক	৩৫	৪৩.৭৫
	মোটামুটি	২৪	৩০.০০
	স্বল্প	১৬	২০.০০
	তেমন ভূমিকা রাখছেনা	৩	৩.৭৫
	মন্তব্য নেই	২	২.৫০
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৩১নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগে আইবিবিএল-এর ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৩.৭৫% অনেক, ৩০% মোটামুটি, ২০% স্বল্প, ৩.৭৫% তেমন ভূমিকা রাখছে না ও ২.৫০% মন্তব্য নেই।

সারণি-৩২ : প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে আইবিবিএল এর বিনিয়োগ কতখানি পৌঁছেছে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে আইবিবিএল এর বিনিয়োগ কতখানি পৌঁছেছে?	পর্যাপ্ত	৫	৬.২৫
	মোটামুটি	২৫	৩১.২৫
	স্বল্প	৪৫	৫৬.২৫
	মোটেওনা	২	২.৫০
	মন্তব্য নেই	৩	৩.৭৫

মোট	**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৩২নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে আইবিবিএল এর বিনিয়োগ কতখানি পৌঁছেছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে মত ব্যক্ত করেছেন সর্বোচ্চ ৫৬.২৫% স্বল্প, ৩১.২৫% মোটামুটি, ৬.২৫% পর্যাপ্ত, ৩.৭৫% মন্তব্য নেই ও ২.৫০% মোটেওনা।

সারণি-৩৩ : বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	**নির্দেশিত উত্তরমালা**	**গণসংখ্যা (N = ৮০)**	**শতকরা হার (%)**
বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন?	ব্যাংকের অসহযোগিতা	৪	৫.০০
	দীর্ঘসূত্রিতা	২০	২৫.০০
	অযথা হয়রানি	৩	৩.৭৫
	কোন সমস্যা নেই	৫১	৬৩.৭৫
	মন্তব্য নেই	২	২.৫০
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৩৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন সে সম্পর্কিত বিষয়ে বেশির ভাগই বলেছেন কোন সমস্যা নেই ৬৩.৭৫%, দীর্ঘসূত্রিতা ২৫%, ব্যাংকের অসহযোগিতা ৫%, অযথা হয়রানি ৩.৭৫ ও মন্তব্য নেই ২.৫০।

সারণি-৩৪ : বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন তা সমাধানে করণীয় সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	**নির্দেশিত উত্তরমালা**	**গণসংখ্যা (N = ৮০)**	**শতকরা হার (%)**
১৪ নং প্রশ্নে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে করণীয় কি?	নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন	১০	১২.৫০
	দ্রুত ও উন্নত সেবা প্রদান	৩০	৩৭.৫০
	যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান	২০	২৫.০০
	কোন সমস্যা নেই	১৫	১৮.৭৫
	মন্তব্য নেই	৫	৬.২৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৩৪নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন তা সমাধানে করণীয় সম্পর্কিত বিষয়ে গ্রহাকগণ জবাব দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৩৭.৫০% দ্রুত ও উন্নত সেবা প্রদান, ২৫% বলেছেন যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা, ১৮.৭৫ বলেছেন কোন সমস্যা নেই, ১২.৫০% নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন, ৬.২৫% গ্রাহক মন্তব্য নেই বলে জবাব দিয়েছেন।

সারণি-৩৫ : শিল্পের যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অধিকতর জরুরি সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	**নির্দেশিত উত্তরমালা**	**গণসংখ্যা (N = ৮০)**	**শতকরা হার (%)**
কোন ধরনের শিল্পে বিনিয়োগ অধিকতর জরুরি বলে আপনি মনে করেন?	গার্মেন্টস	২০	২৫
	টেক্সটাইল	১৬	২০
	চামড়া শিল্প	৪	৫
	সকল শিল্প	৩৮	৪৭.৫০

	মন্তব্য নেই	২	২.৫০
	মোট	**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৩৫নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পের যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অধিকতর জরুরি সে সম্পর্কিত বিষয়ে জরিপে অংশগ্রহণকারি গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৭.৫০% সকল শিল্প, ২৫% গার্মেন্টস, ২০% টেক্সটাইল, ৫% চামড়া শিল্প ও ২.৫০% মন্তব্য নেই।

সারণি-৩৬ : শিল্পায়নের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামী ব্যাংকিং-এ অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর সফলতা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	**নির্দেশিত উত্তরমালা**	**গণসংখ্যা (N = ৮০)**	**শতকরা হার (%)**
শিল্পায়নের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামী ব্যাংকিং-এ অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে আইবিবিএল কতখানি সফল?	অনেক	১৮	২২.৫০
	মোটামুটি	৪৫	৫৬.২৫
	স্বল্প	১২	১৫.০০
	মোটেও সফল নয়	২	২.৫০
	মন্তব্য নেই	৩	৩.৭৫
	মোট	**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৩৬নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পায়নের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামী ব্যাংকিং-এ অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর সফলতা সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৬.২৫% মোটামুটি, ২২.৫০% অনেক, ১৫% স্বল্প, ৩.৭৫% মন্তব্য নেই ও ২.৫০ মোটেও সফল নয় বলে মত দিয়েছেন।

সারণি-৩৭ : রুগ্ন শিল্পকে এর অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য আইবিবিএল-এর ভূমিকা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	**নির্দেশিত উত্তরমালা**	**গণসংখ্যা (N = ৮০)**	**শতকরা হার (%)**
কোন শিল্প রুগ্ন অবস্থায় পতিত হলে তা থেকে উত্তরণের জন্য আইবিবিএল-এর ভূমিকা কতখানি যথার্থ বলে মনে করেন?	অনেক	৪৫	৫৬.২৫
	মোটামুটি	২৬	৩২.৫০
	স্বল্প	৪	৫.০০
	মোটেও যথার্থ নয়	৩	৩.৭৫
	মন্তব্য নেই	২	২.৫০
	মোট	**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৩৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, রুগ্ন শিল্পকে এর অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য আইবিবিএল-এর ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়ে মত দিয়েছেন উত্তরদাতা গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ

৫৬.২৫% অনেক, ৩২.৫০% মোটামুটি, ৫% স্বল্প, ৩.৭৫% মোটেও যথার্থ নয় ও ২.৫০% মন্তব্য নেই বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

সারণি-৩৮ : শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে আইবিবিএল দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যে ভূমিকা রাখছে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে আইবিবিএল দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কতখানি ভূমিকা রাখছে?	অনেক	৩৬	৪৫.০০
	মোটামুটি	২১	২৬.২৫
	স্বল্প	১৬	২০.০০
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	৪	৫.০০
	মন্তব্য নেই	৩	৩.৭৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৩৮নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে আইবিবিএল দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যে ভূমিকা রাখছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে মত দিয়েছেন অংশগ্রহণকারি গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৫% অনেক, ২৬.২৫% মোটামুটি, ২০% স্বল্প, ৫% তেমন ভূমিকা রাখছে না ও ৩.৭৫% মন্তব্য নেই।

সারণি-৩৯ : শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে আইবিবিএল-এর ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে আইবিবিএল কতখানি ভূমিকা রাখছে?	অনেক	৩৫	৪৩.৭৫
	মোটামুটি	১৬	২০.০০
	স্বল্প	২০	২৫.০০
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	৪	৫.০০
	মন্তব্য নেই	৫	৬.২৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৩৯নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে আইবিবিএল-এর ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন গ্রাহকগণের

মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৩.৭৫% অনেক, ২৫% স্বল্প, ২০% মোটামুটি, ৬.২৫% মন্তব্য নেই ও ৫% তেমন ভূমিকা রাখছে না।

সারণি-৪০ : শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কতখানি ওয়াকিফহাল সে সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কতখানি ওয়াকিফহাল বলে আপনার মনে হয়?	অনেক	৩০	৩৭.৫০
	মোটামুটি	২০	২৫.০০
	স্বল্প	১৩	১৬.২৫
	তেমন ওয়াকিফহাল নয়	১৫	১৮.৭৫
	মন্তব্য নেই	২	২.৫০
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৪০নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কতখানি ওয়াকিফহাল সে সংক্রান্ত বিষয়ে মত দিয়েছেন গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৭% অনেক, ২৫% মোটামুটি, ১৮.৭৫% তেমন ওয়াকিফহাল নয়, ১৬.২৫% স্বল্প ও ২.৫০% মন্তব্য নেই।

সারণি-৪১ : শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর বিনিয়োগ টার্গেট/লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যাংক-এর আন্তরিকতা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর বিনিয়োগে কতখানি আন্তরিক বলে মনে করেন?	অনেক	৪০	৫০.০০
	মোটামুটি	২০	২৫.০০
	স্বল্প	১৪	১৭.৫০
	মোটেও আন্তরিক নয়	৪	৫.০০
	মন্তব্য নেই	২	২.৫০
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৪১নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর বিনিয়োগ টার্গেট/ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যাংক-এর আন্তরিকতা সংক্রান্ত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন সম্মানিত গ্রাহকগণের

মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০% অনেক, ২৫% মোটামুটি, ১৭.৫০% স্বল্প, ৫% মোটেও আন্তরিক নয় ও ২.৫০% মন্তব্য নেই।

সারণি-৪২ : বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহকদের সমস্যাসমূহ সমাধানের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর আন্তরিকতা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহকদের সমস্যাসমূহ সমাধানের ক্ষেত্রে আইবিবিএল কতখানি আন্তরিক?	যথেষ্ট আন্তরিক	৩৭	৪৬.২৫
	মোটামুটি	৩০	৩৭.৫০
	স্বল্প	৮	১০.০০
	মোটেও আন্তরিক নয়	৩	৩.৭৫
	মন্তব্য নেই	২	২.৫০
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৪২নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহকদের সমস্যাসমূহ সমাধানের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর আন্তরিকতা সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারি গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৬.২৫% যথেষ্ট আন্তরিক, ৩৭.৫০% মোটামুটি আন্তরিক, ১০% স্বল্প আন্তরিক, ৩.৭৫% মোটেও আন্তরিক নয় ও ২.৫০% মন্তব্য নেই।

সারণি-৪৩ : বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আইবিবিএল-এর সক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আইবিবিএল কতখানি সক্ষম বলে আপনার ধারণা?	পুরোপুরি সক্ষম	২১	২৬.২৫
	মোটামুটি সক্ষম	৪৩	৫৩.৭৫
	স্বল্প সক্ষম	৮	১০.০০
	মোটেও সক্ষম নয়	৫	৬.২৫
	মন্তব্য নেই	৩	৩.৭৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৪৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা গ্রাহকগণের মধ্যে বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আইবিবিএল-এর সক্ষমতা সম্পর্কে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৫৩.৭৫% মোটামুটি সক্ষম, ২৬.২৫% পুরোপুরি সক্ষম, ১০% স্বল্প সক্ষম, ৬.২৫% মোটেও সক্ষম নয় ও ৩.৭৫% মন্তব্য নেই।

সারণি-৪৪ : ব্যাংকে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা দূর করার পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৮০)	শতকরা হার (%)
ব্যাংকে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা কীভাবে দূর করা যায়?	ইসলামী অর্থনীতি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে	১২	১৫.০০
	ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রতিষ্ঠা করে	৮	১০.০০
	পরিচালকগণের সদিচ্ছার উন্নয়ন ঘটিয়ে	৪	৫.০০

	উপরের সবগুলো	৫১	৬৩.৭৫
	মন্তব্য নেই	৫	৬.২৫
মোট		**৮০**	**১০০.০০**

উপরোক্ত ৪৪নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাংকে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা দূর করার ব্যাপারে উত্তরদাতা গ্রাহকগণের মধ্যে মত ব্যক্ত করেছেন সর্বোচ্চ ৬৩.৭৫% উপরের সবগুলো, ১৫% ইসলামী অর্থনীতি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে, ১০% ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রতিষ্ঠা করে, ৬.২৫% মন্তব্য নেই ও ৫% পরিচালকগণের সদিচ্ছার উন্নয়ন ঘটিয়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, গবেষণাকর্ম বাস্তবমুখী করার জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের বিভিন্ন শাখা থেকে বিনিয়োগ গ্রহণকারি ৮০ জন সম্মানিত গ্রাহকের কাছে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। জরিপে দেখা গেছে অধিকাংশ গ্রাহকের বয়স ৩০-৫০ বছর সীমার মধ্যে ছিল (দ্র. সারণি ২৩)। সর্বোচ্চ সংখ্যক গ্রাহক পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারি (দ্র. সারণি-২৪)। এ গ্রাহকগণের মূল্যবান মতামতের আলোকে জানা গেছে বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল'র ভূমিকা মোটামুটি (দ্র. সারণি-২৭)। তবে তারা আশাবাদি আইবিবিএল যদি কর্পোরেট সেক্টর, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়নে (দ্র. সারণি-৩০) গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, চামড়া (দ্র. সারণি-৩৫) প্রভৃতি শিল্পে অর্থায়ন জোরদার করে তাহলে দেশের শিল্পায়ন দ্রুত অগ্রসর হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশমালা

বর্তমান পরিবেশে বাংলাদেশের শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংকের কিছু সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাংক মানবতার কল্যাণে এর কার্যক্রমের উন্নতি ও প্রসারের সুযোগ কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিকাশ ও এর কল্যাণ জনগণের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এখানে কয়েকটি ব্যাপারে কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো :

১. দ্রুত বিকাশমান ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি সরবরাহের লক্ষ্যে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে 'ইসলামিক ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং' বিষয় এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য কোর্স প্রবর্তন করা দরকার।

২. ইসলামী ব্যাংকারগণের প্রশিক্ষণ ও প্রেষণার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি ও পরিসর বিস্তৃত করা উচিত।

৩. একজন ইসলামী ব্যাংকারের প্রশিক্ষণ-চাহিদা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। ১. আদর্শিক প্রশিক্ষণ, যা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত, ২. তাত্ত্বিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ, যা ব্যাংকারকে পদ্ধতিগত ব্যাংকিং-এর সাথে সাথে ইসলামী মূল্যবোধ ও জীবনব্যবস্থা এবং অর্থনীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দিবে এবং ৩. প্রায়োগিক জ্ঞান ও দক্ষতা, যাতে উন্নত সেবা প্রদানে সহায়ক হয়।

৪. বিভিন্ন স্তরের ব্যাংকারগণের জন্য নিয়মিত ইসলামী অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা, কেইস পর্যালোচনা, ওয়ার্কশপ, বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে।

৫. গ্রাহকগণকে ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে অবগত করানোর জন্য ওয়েব সাইট উন্নয়ন করা উচিত।

৬. সকল ইসলামী ব্যাংকারের জন্য ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

৭. মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতির অধীনে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পোর্টফোলিওকে বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘমেয়াদী খাতে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

৮. ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকগণকে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতির মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে জরুরিভিত্তিতে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

৯. দৈনন্দিন কার্যক্রমের ব্যাপারে সমন্বিত নির্দেশনা লাভ ও গ্রাহকগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ একটি সর্বসম্মত 'শারী'আহ্ ম্যানুয়াল' অথবা 'গাইডলাইন' প্রণয়ন করতে পারে।

১০. বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের নেটওয়ার্ক আরো সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

১১. ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং এবং অর্থায়ন বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা উচিত।

১২. বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে সম্পর্ক-সহযোগিতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৩. যেসব মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে আন্তবাণিজ্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুদবিহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে এবং এভাবে 'ইসলামী কমন মার্কেট' গঠনের পথ সুগম হতে পারে।

১৪. মুসলিম দেশসমূহের কেন্দ্রিয় ব্যাংকগুলো আরো অধিক দায়িত্বশীলতার সাথে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

১৫. একাউন্টিং এন্ড অডিটিং অরগানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন (এএওআইএফআই) উদ্ভাবিত অভিন্ন ও সমন্বিত হিসাবপদ্ধতি ও মানদণ্ডকে সকল ইসলামী ব্যাংক এদের সকল কার্যক্রমে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

১৬. লাভ-লোকসানে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অর্থায়নের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনের জন্য ব্যাংকার, বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও গবেষণার সমন্বয় ঘটানো উচিত।

১৭. দেশে একটি উদ্যোক্তা সংস্কৃতি সৃষ্টির লক্ষ্যে নানাধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। এ লক্ষ্যে উদ্যোক্তা সংস্কৃতির প্রসারে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি (যেমন, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন করা) গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৮. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে বইপত্র, জার্নাল, সাময়িকী, গবেষণাপত্র ও প্রয়োজনীয় মৌলিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

১৯. প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণা জনগণের কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত করার জন্য ইসলামী ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদগণকে ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সমন্বিত উদ্যোগের বিষয়ও বিবেচনা করা যেতে পারে।

২০. শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা দরকার।

২১. শিল্পায়নের বিকাশ সাধনে ব্যাপকভিত্তিক শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ও সুযোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন শিল্প উদ্ভাবনের চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

২২. জাতীয় শিল্পনীতির সাথে সমন্বয় রেখে ইসলামী ব্যাংক নিজস্ব নীতি ও পদ্ধতি যথাযথ রেখে ইসলামী ব্যাংক শিল্পনীতি ঘোষণা করতে পারে।

২৩. কাগজশিল্পের বিপন্ন অবস্থার কার্যকারণ ও সংকট উত্তরণে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গৃহীত হওয়া প্রয়োজন।

২৪. কাগজশিল্প যাতে রুগ্ন শিল্পে পরিণত না হয় সেজন্য সরকার তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতের মত এ খাতে আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

২৫. দেশে শিল্পায়ন জোরদার করতে হলে সামগ্রিক পরিবেশ থাকতে হবে শান্তিপূর্ণ। অশান্ত পরিবেশে শিল্পায়ন ঝুঁকিপূর্ণ। তাই বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রসার ঘটাতে হলে আপামর জনসাধারণসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের জন্য দেশের সামগ্রিক পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখতে সর্বাত্মক প্রচষ্টা চালানো অতীব জরুরি।

২৬. শিল্পায়নে প্রধান অন্তরায় ঘন ঘন নীতি এবং কর ব্যবস্থার পরিবর্তন। ২০১০ সালের শিল্পনীতির যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। বাস্তব প্রয়োগের অভাবে তা যেন মূল্যহীন, ভাষা সর্বস্ব না হয়।

২৭. বাংলাদেশের পুঁজির মালিকগণ সাধারণত ট্রেডিং-এর মাধ্যমে পুঁজির মালিক হয়েছেন। কিন্তু শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের মালিক হননি। তাই শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে পুঁজি বিনিয়োগ করে দেশ সেবায় আস্থা পাচ্ছেন না। আশংকা করছেন পুঁজির নিরাপত্তার জন্য।

২৮. ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হালকা শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে ভারি শিল্প বিকাশের সূত্রপাত হয়। তাই দেখা গেছে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ বৃহৎ ও ভারী শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসেন। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে পুঁজি প্রত্যাহারের মাধ্যমে দেশিয় শিল্পোদ্যোক্তাদের তিরেহিত করা হচ্ছে। তাছাড়া শিল্পে তথা রপ্তানিমুখী শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগকৃত অর্থকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ও নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থকে আয়করমুক্ত অর্থ হিসেবে মেনে নিলে এ ক্ষেত্রে উন্নয়ন হবে বলে আশা করা যায়।

২৯. অন্যায্য শ্রমিক আন্দোলন, রাজনেতিক অস্থিরতা, ক্রমাগত আইন-শৃঙ্খলার অবনতি প্রভৃতি শিল্পোদ্যোক্তাদের দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি বিনিয়োগের উৎসাহকে তিরোহিত করে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, মননশীলতা ও গণতন্ত্রের সঠিক মূল্যবোধের প্রয়োগ হলে পুঁজি বিনিয়োগে উদ্যোক্তাগণ এগিয়ে আসবেন।

৩০. অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ, রাস্তা-ব্রিজের স্বল্পতা শিল্পায়নে বাধার সৃষ্টি করে তাই অবকাঠামোগত উন্নয়ন একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় আনা জরুরি।

উপসংহার

আধুনিক অর্থনীতিতে ধর্ম ও রাষ্ট্র দু'টি পৃথক বিবেচনা করার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হয়। একইভাবে অর্থনীতিকেও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। জড়বাদী দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে স্বল্পজ্ঞানী ধর্মবিদগণও ধর্মবিশ্বাস ও আচরণ শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। নৈতিকতা ও মানবিক দায়িত্ববোধের অনুপস্থিতি ব্যাপক সামাজিক পর্যায়ে কিরূপ নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে তা বিশ্ববাসীর কাছে সুস্পষ্ট। তবু যারা ধর্মীয় আচরণের কোন স্তরে অর্থনীতিকে স্থান দিতে প্রস্তুত নয়, বিশ্বঅর্থনৈতিক সংকট ও আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে তাদের নির্বিকার থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। ধর্ম একটি উন্নত আদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যবস্থাপনা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ধর্মীয় অনুশাসনের বিধানাবলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধের সম্মিলন ঘটে। মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে সংঘটিত নানাবিধ আচরণ ও কর্তব্যসমূহ ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে নির্ধারিত। এ ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের অবস্থান সবার আগে। তবে মানবজীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচ্য অর্থনীতির ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিধান থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে যেমন বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অর্থায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ ও সন্তোষজনক সাফল্যের জন্য নৈতিকতা ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন। ধর্মীয় আচরণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাঙ্খিত মানদণ্ড নিশ্চিত করতে পারে। প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী অনুশাসন মানবজীবনের বহুবিধ ভ্রষ্টতার বিপরীতে সঠিক পথের প্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। সঙ্গত বিচারে ইসলামে অর্থনীতি ও শিল্পনীতির গুরুত্ব ও সম্পৃক্ততা বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, ইসলামী অর্থনীতি মানবজাতির সামগ্রিক বিচারে সর্বোচ্চ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি বহন করে। উন্নয়নশীল অর্থনীতির সকল স্তরে ইসলামী ধারা এমন মাত্রায় বিস্তার লাভ করে যেখানে অর্থনৈতিক সুবিচারকে সুনিশ্চিত ও সর্বজনীন করতে সবরকম নীতির সন্ধান পাওয়া যায়। ইসলামী অর্থনীতির সার্থক প্রয়োগ হলো ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা। এ ব্যাংকব্যবস্থায় সর্বজনীন স্বীকৃত মর্যাদা ও ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাস রয়েছে। রসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে সূচিত হওয়া 'বাইতুল মাল' ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা নানা যুগ অতিক্রম করে বর্তমান সময়ে

সর্বাধিক আস্থা ও কল্যাণের বার্তাবাহক হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্থান করে নিয়েছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে এ ব্যবস্থার দায়িত্ব, নৈতিক উৎকর্ষতা ও কল্যাণকামিতা সম্পর্কে মানুষের ব্যাপক কৌতুহল ও আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ইতিহাস জানা যায়। ব্রিটিশ-উপনিবেশবাদি শাসন ও ব্যবসার মাধ্যমে উপমহাদেশে সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার প্রসার ঘটে। তবে এ দেশের জনগণের মধ্যে সুদবিরোধী মনোভাব সবসময় সক্রিয় থাকায় সুদমুক্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তারা সবসময় অনুভব করেছে। সে অনুভূতি ও ইসলামী অর্থনীতির সূত্র ধরে আর্থ-সামাজিক কল্যাণ দেশের সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে দিতে কিছু একনিষ্ঠ ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুধু বাংলাদেশে নয়, উপমহাদেশের সেটি ছিল সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক। ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট ৮ (আট)টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী মূল্যবোধসমৃদ্ধ আধুনিক সমাজ গঠনের অঙ্গীকার নিয়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহের আত্মপ্রকাশ জনগণের কাছে অতি মাত্রায় সমাদৃত হচ্ছে। একই সাথে ব্যাংকসমূহের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সাধারণ মানুষ যথেষ্ট ধারণা লাভ করছে। বর্তমান বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে ইসলামী আদর্শভিত্তিক তথা ইসলামী ব্যাংকিং এর নানাদিক স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য কী তাও তারা গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করছে। ইসলামী আদর্শে জনকল্যাণের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক সুশাসন ও মানবতার সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধনে ইসলামী আদর্শ সবসময় তৎপর। ইসলামী আদর্শে বিদ্যমান জনকল্যাণের আশীর্বাদ উপযুক্ত মাত্রায় ধারণ করে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা। ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিসর থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড জনকল্যাণের ধারা অব্যাহত রেখেছে। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎশিল্প বিনিয়োগ এবং কৃষি বিনিয়োগসহ জনকল্যাণমূলক নানাবিধ প্রচেষ্টায় ইসলামী ব্যাংক নিয়োজিত রয়েছে। এ বিষয়ে গ্রাহকসাধারণের প্রতিক্রিয়াও ইতিবাচক। জনসাধারণের অকুণ্ঠ আস্থা ও ভালবাসা অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকের চেয়ে অগ্রগামী রয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশে শিল্পায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক শক্তি। অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়ম দূর করে সম্পদের সুষম বণ্টন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের কর্তব্যবোধের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংক একটি উন্নততর ব্যাংকব্যবস্থা। এ ব্যাংকের শাখা সম্প্রসারণ একই সাথে আমানত, বিনিয়োগ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও মুনাফা অর্জনের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জাতীয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় এর অবদান কত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পায়ন হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতির জীবনীশক্তি। তাই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে শিল্পখাতের অবদান বৃদ্ধির আবশ্যকতা অনুভব করে। এ বিশ্বাসমূলেই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দেশের শিল্পায়ন বৃদ্ধিতে, বিশেষকরে রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের বিকাশে নিঃশঙ্কচিত্তে কাজ করে যাচ্ছে। ব্যাংক অনেক তৈরি পোশাক, স্পিনিং, টেক্সটাইল, স্টিল, ভোজ্য তেল পরিশোধনাগার এবং ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রিতে বিনিয়োগ করেছে। এ ব্যাংক তার মোট বিনিয়োগের ৫১% নিয়োজিত করেছে শিল্প খাতে। এ ছাড়া কল্যাণমুখী মনোভাব নিয়ে ব্যাংক যে বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন করেছে তার সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের শিল্পায়নে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে বলে আশা করা যায়।

মোটকথা দেশে উৎপাদিত শিল্পপণ্য, আমদানিকৃত ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সহজে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশে রয়েছে বিশাল রেলপথ, সড়কপথ ও নদীপথ। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে শিল্পায়নের যেমন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এর ভৌগোলিক অবস্থান ও মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এদেশে শিল্পায়নের অপার সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজন শুধু বলিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ উদ্যোগের। এ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলে এগিয়ে আসলেই অপার সম্ভাবনাময় দেশ বাংলাদেশে শিল্প বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হবে এবং উন্নয়নশীল এদেশের প্রভুত শিল্পোন্নয়ন ঘটিয়ে একদিন উন্নত দেশের কাতারে গিয়ে দাঁড় করানো সম্ভব হবে; হয়ত সেদিন বেশি দূরে নয় এ দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা যায়।

পরিশিষ্ট (কভার)

সাক্ষাৎকার অনুসূচি

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও সমাধান : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ বিষয়ে গ্রাহক ও ব্যাংকারগণের উপর জরিপের প্রশ্নপত্রের নমুনা কপি

(এ জরিপ শুধুমাত্র গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য)

সাক্ষাৎকার বিবরণী (ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ)

Questionnaire for the Bankers

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম

বাংলাদেশের শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবিক পরিচালিত একটি ভিন্ন ধারার ব্যাংকব্যবস্থা। বাংলাদেশের শিল্পায়নে এ ব্যাংকের অনেক অবদান রয়েছে। কিন্তু এসব বিষয়ে ব্যাংকারগণ কতটুকু জানেন তা নির্ণয়ের জন্য এ প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হচ্ছে। সংগৃহিত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং শুধু গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে।

১. নাম : ... .

২. পদবী : ... .

৩. শাখার নাম : ... .

৪. বয়স/জন্ম তারিখ : ... .

৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা : (ক) এস.এস.সি (খ) এইচ.এস.সি (গ) গ্রাজুয়েট
: (ঘ) পোস্ট গ্রাজুয়েট (ঙ) অন্যান্য

৬. আপনি ইসলামী ব্যাংকে চাকুরী করছেন কেন?

(ক) চাকুরীর উদ্দেশ্যে (খ) ভাল সুযোগ-সুবিধার জন্য
(গ) ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে অংশ নিতে (ঘ) কোনটিই নয়।

৭. ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন?

(ক) সম্পূর্ণ (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প
(ঘ) তেমন অবহিত নই (ঙ) মন্তব্য নেই।

৮. বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল কতখানি ভূমিকা রাখছে?
ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প
ঘ. তেমন ভূমিকা রাখছে না ঙ. মন্তব্য নেই

৯. বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসেবে আইবিবিএল এর তুলনায় অন্যান্য ব্যাংকের ভূমিকা কেমন?
ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প
ঘ. তেমন ভূমিকা নেই ঙ. মন্তব্য নেই

১০. বিনিয়োগ গ্রাহকগণকে কোন ধরনের বিনিয়োগ প্রদানে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন?

ক. বায়' মুরাবাহা খ. বায়' মুয়াজ্জাল গ. এইচপিএসএম
ঘ. বায়' সালাম ঙ. মুশারাকা

১১. জাতীয় উন্নয়নের জন্য কোন্ ধরনের খাত বেশি অবদান রাখছে বলে আপনি মনে করেন?

ক. ক্ষুদ্র খ. ক্ষুদ্র ও মাঝারি গ. কর্পোরেট ঘ. অন্যান্য ঙ. মন্তব্য নেই

১২. পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগে আইবিবিএল কতখানি ভূমিকা রাখছে?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ভূমিকা রাখছে না ঙ. মন্তব্য নেই

১৩. প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে আইবিবিএল এর বিনিয়োগ কতখানি পৌঁছেছে?

ক. পর্যাপ্ত খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. মোটেওনা ঙ. মন্তব্য নেই

১৪. বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন?

ক. গ্রাহকের অসহযোগিতা খ. দীর্ঘসূত্রিতা গ. চাপ প্রয়োগ
ঘ. কোন সমস্যা নেই ঙ. মন্তব্য নেই

১৫. ১৪ নং প্রশ্নে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে করণীয় কি?

ক. গ্রাহকদেরকে মোটিভেশন খ. দ্রুত সেবা প্রদান গ. যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান
ঘ. কোন সমস্যা নেই ঙ. মন্তব্য নেই

১৬. কোন ধরনের শিল্পে বিনিয়োগ অধিকতর জরুরি বলে আপনি মনে করেন?
ক. গার্মেন্টস খ. টেক্সটাইল গ. চামড়া শিল্প ঘ. সকল শিল্প ঙ. মন্তব্য নেই

১৭. শিল্পায়নের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামী ব্যাংকিং-এ অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে আইবিবিএল কতখানি সফল?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. মোটেও সফল নয় ঙ. মন্তব্য নেই

১৮. কোন শিল্প রুগ্ন অবস্থায় পতিত হলে তা থেকে উত্তরণের জন্য আইবিবিএল-এর ভূমিকা কতখানি যথার্থ মনে করেন?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. মোটেও যথার্থ নয় ঙ. মন্তব্য নেই

১৯. শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে আইবিবিএল দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কতখানি ভূমিকা রাখছে?
ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ভূমিকা রাখছে না ঙ. মন্তব্য নেই

২০. শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে আইবিবিএল কতখানি ভূমিকা রাখছে?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ভূমিকা রাখছে না ঙ. মন্তব্য নেই

২১. শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কতখানি ওয়াকিফহাল?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ওয়াকিফহাল নয় ঙ. মন্তব্য নেই

২২. শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর বিনিয়োগ টার্গেট/লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যাংক কতখানি আন্তরিক?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. মোটেও আন্তরিক নয় ঙ. মন্তব্য নেই

২৩. বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সমস্যাসমূহ সমাধানের ক্ষেত্রে আইবিবিএল কতখানি আন্তরিক?

ক. যথেষ্ট আন্তরিক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. মোটেও আন্তরিক নয় ঙ. মন্তব্য নেই

২৪. বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আইবিবিএল কতখানি সক্ষম?

ক. পুরোপুরি সক্ষম খ. মোটামুটি সক্ষম গ. স্বল্প সক্ষম
ঘ. মোটেও সক্ষম নয় ঙ. মন্তব্য নেই

২৫. ব্যাংকে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা কীভাবে দূর করা যায়?

ক. ইসলামী অর্থনীতি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে খ. ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রতিষ্ঠা করে
গ. পরিচালকগণের সদিচ্ছার উন্নয়ন ঘটিয়ে ঘ. উপরের সবগুলো ঙ. মন্তব্য নেই

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও সমাধান : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ বিষয়ে গ্রাহক ও ব্যাংকারগণের উপর জরিপের প্রশ্নপত্রের নমুনা কপি

(এ জরিপ শুধুমাত্র গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য)

সাক্ষাৎকার বিবরণী (গ্রাহক দৃষ্টিকোণ)

Questionnaire for the Customer

এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম

বাংলাদেশের শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবিক পরিচালিত একটি আলাদা ধারার ব্যাংকব্যবস্থা। বাংলাদেশের শিল্পায়নে এ ব্যাংকের অনেক অবদান রয়েছে। কিন্তু এসব বিষয়ে গ্রাহকসাধারণ কতটুকু জানেন তা নির্ণয়ের জন্য এ প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হচ্ছে। সংগৃহিত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং শুধু গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে।

১. গ্রাহকের নাম : ... .

২. ব্যবসায়ী ঠিকানা : ... .

৩. শাখার নাম : ... .

৪. বয়স/জন্ম তারিখ : ... .

৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা : (ক) এস.এস.সি (খ) এইচ.এস.সি (গ) গ্রাজুয়েট
(ঘ) পোস্ট গ্রাজুয়েট (ঙ) অন্যান্য

৬. আপনি ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করেছেন কেন?

(ক) অন্য ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ সুবিধা না পাওয়ায় (খ) ভাল সুযোগ-সুবিধার জন্য
(গ) ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে অংশ নিতে (ঘ) কোনটিই নয় (ঙ) মন্তব্য নেই

৭. ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আপনি কতটুকু অবহিত?

(ক) সম্পূর্ণ (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প
(ঘ) তেমন অবহিত নই (ঙ) মন্তব্য নেই।

৮. বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল কতখানি ভূমিকা রাখছে?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ভূমিকা রাখছে না ঙ. মন্তব্য নেই

৯. বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসেবে আইবিবিএল এর তুলনায় অন্যান্য ব্যাংকের ভূমিকা কেমন?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ভূমিকা নেই ঙ. মন্তব্য নেই

১০. কোন ধরনের বিনিয়োগ গ্রহণ করতে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন?

ক. বায়' মুরাবাহা খ. বায়' মুয়াজ্জাল গ. এইচপিএসএম

ঘ. বায়‘ সালাম ঙ. মুশারাকা

১১. জাতীয় উন্নয়নের জন্য কোন্ ধরনের খাত বেশি অবদান রাখছে বলে আপনি মনে করেন?

ক. ক্ষুদ্র খ. ক্ষুদ্র ও মাঝারি গ. কর্পোরেট ঘ. অন্যান্য ঙ. মন্তব্য নেই

১২. পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগে আইবিবিএল কতখানি ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ভূমিকা রাখছে না ঙ. মন্তব্য নেই

১৩. প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে আইবিবিএল এর বিনিয়োগ কতখানি পৌঁছেছে?

ক. পর্যাপ্ত খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. মোটেওনা ঙ. মন্তব্য নেই

১৪. বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন?

ক. ব্যাংকের অসহযোগিতা খ. দীর্ঘসূত্রিতা গ. অযথা হয়রানি
ঘ. কোন সমস্যা নেই ঙ. মন্তব্য নেই

১৫. ১৪ নং প্রশ্নে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে করণীয় কি?

ক. নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন খ. দ্রুত ও উন্নত সেবা প্রদান গ. যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান
ঘ. কোন সমস্যা নেই ঙ. মন্তব্য নেই

১৬. কোন ধরনের শিল্পে বিনিয়োগ অধিকতর জরুরি বলে আপনি মনে করেন?
ক. গার্মেন্টস খ. টেক্সটাইল গ. চামড়া শিল্প ঘ. সকল শিল্প ঙ. মন্তব্য নেই

১৭. শিল্পায়নের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামী ব্যাংকিং-এ অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে আইবিবিএল কতখানি সফল?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. মোটেও সফল নয় ঙ. মন্তব্য নেই

১৮. কোন শিল্প রুগ্ন অবস্থায় পতিত হলে তা থেকে উত্তরণের জন্য আইবিবিএল-এর ভূমিকা কতখানি যথার্থ বলে আপনি মনে করেন?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. মোটেও যথার্থ নয় ঙ. মন্তব্য নেই

১৯. শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে আইবিবিএল দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কতখানি ভূমিকা রাখছে?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ভূমিকা রাখছে না ঙ. মন্তব্য নেই

২০. শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে আইবিবিএল কতখানি ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ভূমিকা রাখছে না ঙ. মন্তব্য নেই

২১. শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কতখানি ওয়াকিফহাল বলে আপনার মনে হয়?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প
ঘ. তেমন ওয়াকিফহাল নয় ঙ. মন্তব্য নেই

২২. শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আইবিবিএল কতখানি আন্তরিক বলে আপনার মনে হয়?

ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প
ঘ. মোটেও আন্তরিক নয় ঙ. মন্তব্য নেই

২৩. বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সমস্যাসমূহ সমাধানের ক্ষেত্রে আইবিবিএল কতখানি আন্তরিক বলে আপনার ধারণা?

ক. যথেষ্ট আন্তরিক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প
ঘ. মোটেও আন্তরিক নয় ঙ. মন্তব্য নেই

২৪. বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আইবিবিএল কতখানি সক্ষম বলে আপনার মনে হয়?

ক. পুরোপুরি সক্ষম খ. মোটামুটি সক্ষম গ. স্বল্প সক্ষম
ঘ. মোটেও সক্ষম নয় ঙ. মন্তব্য নেই

২৫. ব্যাংকে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা কীভাবে দূর করা যায় বলে আপনার ধারণা?

ক. ইসলামী অর্থনীতি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে খ. ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রতিষ্ঠা করে
গ. পরিচালকগণের সদিচ্ছার উন্নয়ন ঘটিয়ে ঘ. উপরের সবগুলো ঙ. মন্তব্য নেই

ইসলামী ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত কয়েকটি শিল্প প্রকল্পের চিত্র[১]

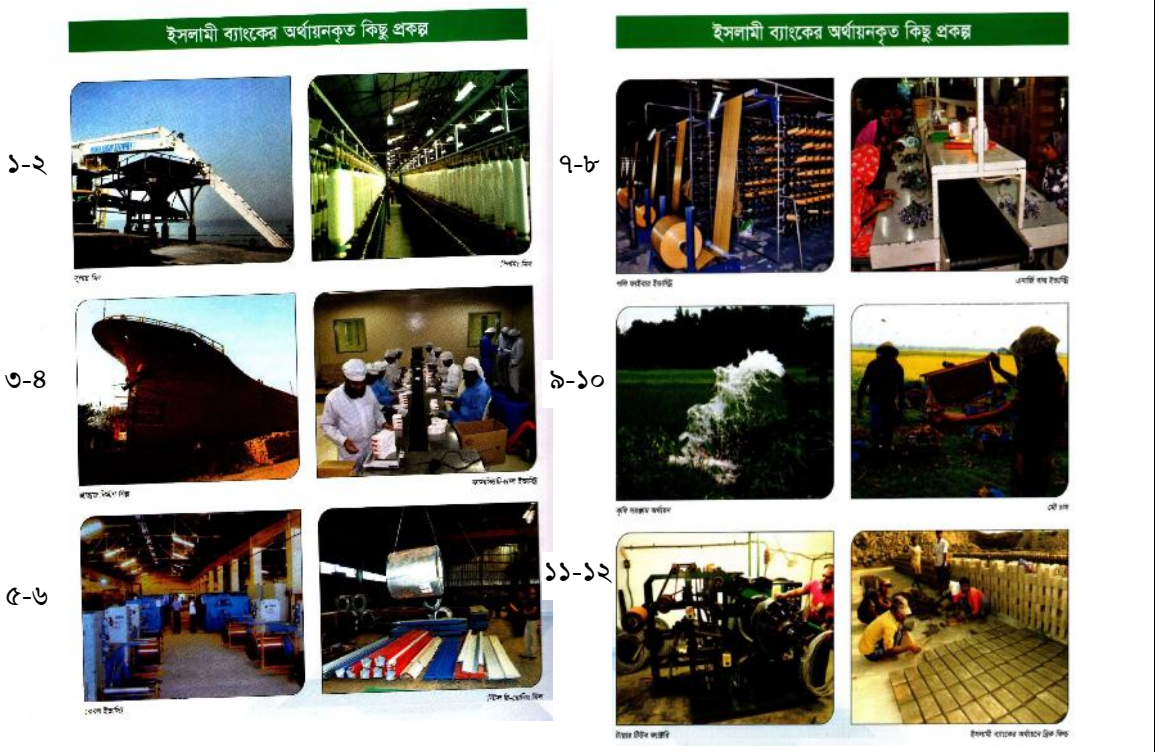

১. সুগার মিল ২. স্পিনিং মিল ৩. জাহাজ নির্মাণ শিল্প ৪. ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ৫. ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রি ৬. স্টিল রি-রোলিং মিল ৭. পলি ফাইবার ইন্ডাস্ট্রি ৮. এনার্জি বাল্ব ইন্ডাস্ট্রি ৯. কৃষি সরঞ্জামে অর্থায়ন ১০. মৌ চাষ ১১. টায়ার টিউব ফ্যাক্টরি ১২. ইসলামী ব্যাংকের অর্থায়নে ব্রিক ফিল্ড

ইসলামী ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত খাদ্য

অবকাঠামো উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বহুসংখ্যক

১. *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, আইবিবিএল, পৃ. ১১৮, ১২২-৩ ও ১৩৩

প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের চিত্র	পাওয়ার প্ল্যান্টে বিনিয়োগ করেছে

ইসলামী ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পের চিত্র[২]

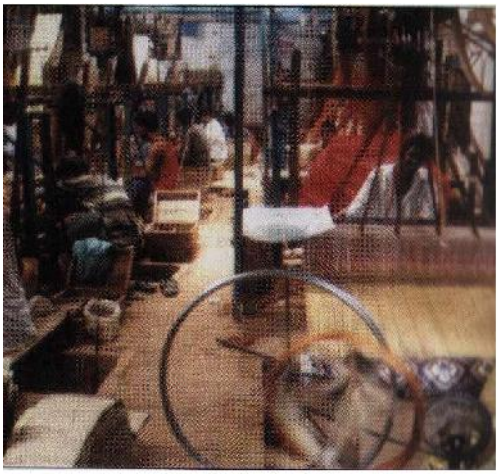

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ঢাকা মহানগরীর মিরপুর এলাকায় রেশম শিল্পে নিয়োজিত তাঁতীদের ‘মিরপুর সিলক্ উইভারস ইনভেস্টমেন্ট স্কিম’ এর আওতায় কল্যাণমূখী বিনিয়োগ চালু করেছে।

পাটশিল্পে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ

কারিগরি যোগ্যতা সম্পন্ন ও শিক্ষিত বেকার যুবকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে আইবিবিএল-এর অর্থায়ন

২. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫, ৬৮-৯

গ্রন্থপঞ্জি

আরবি উৎস

১ القرآن الكريم

২ البخاري، محمد ابن اسماعيل : *صحيح البخاري*، بيروت : دار ابن كثير للنشر والطباعة، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

৩ مسلم، بن الحجاج القشيري : *الصحيح لِمسلم*، دمشق : دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ

৪ ترميذي، أبو عيسى محمد بن عيسى : *جامع الترميذي*، لاهور : مكتبة العلم

৫ أبو داود، سليمان بن الأشعث : *سنن أبي داود*، الرياض : مكتبة دار السلام، ٢٠٠٨م

৬ ولي الله، شاه : *حجة الله البالغة*، بيروت : دار الفكر، ١٤١٠هـ

৭ مجلس المراجعة : *دائرة المعارف الإسلامية*، بيروت : دار الفكر، ١٩٦٣م

বাংলা উৎস

৮. আল-আযহারী, মুহাম্মদ আলাউদ্দীন : *আরবী বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৩

৯. রহমান. ড. মুহাম্মদ ফজলুর : *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৮

১০. আল-নাজ্জার, ড. আবদুল আজিজ : *ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন?* অনূঃ ও সম্পাদনা, শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ঢাকা : আইবিবিএল, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৪

১১. সম্পাদনা পরিষদ : *ফিকহে হানাফরি ইতিহাস ও দর্শন*, ঢাকা : ইফাবা, ১ম প্রকাশ, ২০০৪

১২. হক, এম. আযীযুল : *ইসলামী ব্যাংক : কতিপয় ভ্রান্তিমোচন*, অনূঃ শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ঢাকা : আইএফবি, ১৯৮৬

১৩. মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল : *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জুলাই ২০১০

১৪. হক, মোহাম্মদ জিয়াউল : *আল কুরআনের আলোকে অর্থনীতি*, ঢাকা : প্রিয়বই প্রকাশনী, ২০০২

১৫. আলম, এ. জেড. এম. শামসুল : *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ,

মে, ১৯৯৯

১৬. রহমান, প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর : *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, রাজশাহী : রাজশাহী স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ৪র্থ সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৫

১৭. রহমান, প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর : *ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব*, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ ২০০৪

১৮. হামিদ, এম. এ : *ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, অনুবাদ ও সম্পাদনা, প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯

১৯. মওদূদী, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা : *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*, অনূঃ আব্দুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, নভেম্বর ২০০০

২০. চাপড়া, ড. এম ওমর : *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, অনূঃ ড. মাহমুদ আহমদ, ঢাকা : বিআইআইটি, ২০০০

২১. চাপড়া, ড. এম ওমর : *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, অনূঃ ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, এ কে এম সালেহ উদ্দীন, খন্দকার রাশেদুল হক, আমানুল্লাহ, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০

২২. ওসমানী, ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ : *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা*, অনূঃ এম.এম. ছলিমুল ওয়াহেদ, ঢাকা : জাবাল-এ-নূর প্রকাশনী, মার্চ ২০০৭

২৩. হুসাইন, অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ : *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংকব্যাবস্থা*, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৬

২৪. রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর : *ইসলামের অর্থনীতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৭ম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৮

২৫. রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর : *ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ, মে ১৯৯৬

২৬. মোহন, ইকবাল কবীর : *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, ঢাকা : জেরিন পাবলিশার্স, ৩য় প্রকাশ, এপ্রিল ২০১০

২৭. মোহন, ইকবাল কবীর : *আধুনিক ব্যাংকিং*, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, ২য় প্রকাশ, অক্টোবর ২০০৩

২৮. আশরাফী, মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান : *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে?* ঢাকা : মাহিন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৮

২৯. আশরাফী, মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান : *ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রূপরেখা*, ঢাকা : আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ৪র্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০১

৩০. ইসলাম, তাজুল ও সালেহ, আবু তাহের মোঃ : *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১ম সংস্করণ, মে ১৯৮৪

৩১. খান, মোহাম্মদ ইসমাঈল : *ইসলামের দৃষ্টিকে সুদ ও ব্যবসা*, ঢাকা : মীর পাবলিকেশন্স, ২০০১

৩২. খান, মোঃ শামসুল কবির : *বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ২য় প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০০

৩৩. চৌধুরী, ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান : *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, চট্টগ্রাম : গাউছিয়া হক মঞ্জিল, মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, ১৯৯৮

৩৪. ফরিদী, মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক : *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা*, ঢাকা : দারুল ইবতিকার, ১ এপ্রিল ২০০০

৩৫. মান্নান, এম. এ : *ইসলামী অর্থনীতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, অনূঃ আলী আহমেদ রুশদী, ঢাকা : ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩

৩৬. রহমান, মাওলানা হিফজুর : *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, অনূঃ মাওলানা আব্দুল আওয়াল, ঢাকা : আইএফবি, ৩য় প্রকাশ, মার্চ ২০০২

৩৭. শফী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ : *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, অনূঃ ও সম্পা. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা মুনাওয়ারা : খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.

৩৮. শফী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ : *ইসলামের অর্থ বণ্টন ব্যবস্থা*, অনূঃ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় মুদ্রণ, জুন ১৯৯৫

৩৯. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় মুদ্রণ, জুন ১৯৯৫

৪০. সিদ্দিকী, ড. নেজাতুল্লাহ : *শরীয়তের দৃষ্টিতে অংশীদারী কারবার*, অনূঃ কারামত আলী নিযামী, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ, জুন ২০০০

৪১. সিদ্দিকী, ড. নেজাতুল্লাহ : *সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থা*, অনূঃ কারামত আলী নিযামী, ঢাকা : আঞ্জুমানে মুছান্নিফিন, ১৯৯৫

৪২. হোসাইন, এ. বি. এম : *ইসলামে বাণিজ্য আইন*, অনূঃ এম রুহুল আমিন, ঢাকা : আইএফবি, ৩য় সংস্করণ, মে ২০০০

৪৩. হুসেইন, মুহাম্মদ মুবারক : *ইসলামী ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ*, সপ্তপদী প্রকাশনী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯

৪৪. হুসেইন, মুহাম্মদ মুবারক : *জেনারেল ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ*, সপ্তপদী প্রকাশনী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ২০০২

৪৫. রহমান, এ.এ.এম হাবীবুর : *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : প্রকাশিকা- হেলেনা পারভীন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, জানুয়ারি ২০০৪

৪৬. উসমানী, মুফতী মুহাম্মদ তাকী : *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন : সমস্যা ও সমাধান*, অনূঃ মুফতী মুহাম্মদ জাবের হোসাইন, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ২০০৫

৪৭. রহমান, মোঃ মুখলেছুর : *ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শারী'আহ্ বোর্ড*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, জুন ২০০৪

৪৮. মিঞা, ড. মুহাম্মদ হায়দার আলী : *এ হ্যান্ডবুক অব ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন*, ঢাকা : প্রকাশিকা- সাহেরা হায়দার, ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০০

৪৯. মিঞা, ড. মুহাম্মদ হায়দার আলী : *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং কাস্টমস এন্ড প্র্যাকটিস*, ঢাকা : প্রকাশিকা- সাহেরা হায়দার, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০০৮

৫০. রহমান, মুহাম্মদ মাহফুজুর ও রহমান, বিএম হাবিবুর : *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্ : পরিপালন * প্রয়োগ * পদ্ধতি*, ঢাকা কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ১ম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৬

৫১. শামসুদ্দোহা, মুহাম্মদ : *ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা : ইসলামী*

শরীয়াহ্‌র আলোকে সঠিক বক্তব্য, ঢাকা : ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ১ম প্রকাশ, মার্চ ২০০৪

৫২. ইসলাম, এ.কে.এম. নুরুল : *ইউনিক ব্যাংকিং*, ঢাকা : প্রকাশক- তাসনীম জাহান, ১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫

৫৩. রকীব, আবদুর ও মোহাম্মদ, শেখ : *ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব * প্রয়োগ * পদ্ধতি*, ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৪

৫৪. হোসেন, এম. জামান : *শিল্প অর্থনীতি*, ঢাকা : সুপ্রীম প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

৫৫. সিদ্দিক, রেজাউল করিম ও সরকার, মোঃ আকতারুজ্জামান : *ব্যবসায় উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা : ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ২য় মুদ্রণ, জুন ২০০৪

৫৬. খালেকুজ্জামান, মোহাম্মদ : *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*, ঢাকা : দি যমুনা পাবলিশার্স, পরিমার্জিত পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০০৫

৫৭. জালালউদ্দিন, ড. মোল্লা : *শিল্প অর্থনীতি*, ঢাকা : মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৮

৫৮. সম্পাদকমণ্ডলী : *শিল্পায়ন ও উন্নয়ন বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, ঢাকা : প্যানোরমা পাবলিকেশন্স, ১ম মুদ্রণ, নভেম্বর ১৯৯৭

ইংরেজি উৎস

74. Ahmed, Nasiruddin : *Banking, Finance and Economics,* Dhaka : published by Shamarukh Nasir, 2nd Edition, October 2000

75. Raquib, Abdur : *Principle & Practice of Islamic Banking,* Dhaka : Panam Press Ltd., 1st Edition 2007

76. Ahmed, Dr. Khurshid : *Economic Development in an Islamic Framework,* Leicester : The Islamic Foundation, 1979

77. Board of Editors : *Thought on Islamic Banking,* Dhaka : Islamic Economic Research Bureau, 1982

78. Chapra, M. Umar : *Islam and economic development : a strategy for development with justice and stability,* Islamabad : International Institute of Islamic Thoughts, Islamic Research Institute, 1993

79. Siddiqui, Dr. M. Nejatullah : *Banking Without Interest,* Leicester : The Islamic Foundation, 1983

বিভিন্ন বই, পুস্তিকা ও প্রতিবেদনসমূহ

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি, ঢাকা : আইবিবিএল, জুলাই ২০১০

২. ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, জানুয়ারি ২০১৪

৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০-২০১২

৪. অর্থনীতি গবেষণা, ঢাকা, সংখ্যা ৩, নভেম্বর ২০০২, সংখ্যা ৪, জুলাই ২০০৩, সংখ্যা ১০, ডিসেম্বর ২০০৮, সংখ্যা ১৪, নভেম্বর ২০১৩

৫. শিল্পনীতি ২০১০, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০১২।